Contents

আইনে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

দো'আ অধ্যায়
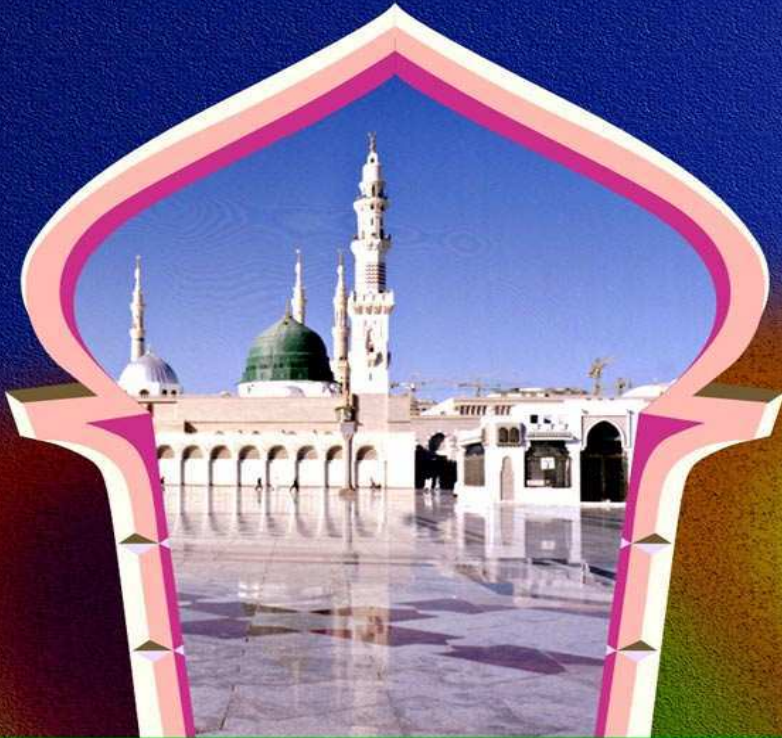
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

আইনে রাসূল (ছাঃ) দো‘আ অধ্যায়

প্রকাশক :

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

প্রথম প্রকাশ :

রামাযান ১৪২৫ হিজরী

নভেম্বর ২০০৪ ঈসায়ী

দ্বিতীয় প্রকাশ :

মুহাররম ১৪২৭ হিজরী

ফেব্রুয়ারী ২০০৬ ঈসায়ী

মাঘ ১৪১২ বঙ্গাব্দ।

তৃতীয় প্রকাশ :

জুন ২০১১ ঈসায়ী

আষাঢ় ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

রজব ১৪৩২ হিজরী

কম্পিউটার কম্পোজ :

আল-ইসলাম কম্পিউটার্স

নওদাপাড়া, রাজশাহী।

নির্ধারিত মূল্য : ৪০.০০ (চল্লিশ) টাকা মাত্র।

DOA WADHAYA Written & Published by Abdur Rajjaq bin Yusuf, Muhaddis, Al-Markazul Islami As-Salafi, Nawdapara, P.O. Sapura, Rajshahi.
Fixed Price: 40.00 Taka Only.

সূচীপত্র

Contents

Contents

বাংলায় আরবী উচ্চারণ প্রসঙ্গে যরূরী কিছু কথা

বাংলা ভাষায় আরবী অক্ষরের হুবহু উচ্চারণ আদৌ সম্ভব নয়। তবুও যথাসম্ভব নিকটবর্তী বর্ণ দ্বারা উচ্চারণ করা না হ'লে তেলাওয়াত শুদ্ধ হবে না এবং বিভিন্ন অক্ষরের (হরফের) পার্থক্য বুঝতেও পারা যায় না। তাই আরবী অক্ষরের উচ্চারণের পার্থক্য দেখানোর জন্য বাংলায় কিছু চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে পাঠকগণ অতি সহজে সঠিক উচ্চারণে পড়তে পারেন। ح ও ه বর্ণ দু'টির জন্য হ:, ث ও ص বর্ণদু'টির জন্য 'ছ' এবং ز، ظ، ض বর্ণগুলি জন্য 'য' ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী এতগুলি বর্ণের জন্য বাংলায় মাত্র তিনটি বর্ণ হ, ছ, য, ব্যবহার করা হয়। কিন্তু আরবী বর্ণগুলি মাখরাজ অনুসারে উচ্চারণের ভঙ্গিমা বিভিন্ন হওয়ার কারণে অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়। যা আদৌ ঠিক নয় এবং সাধারণ পাঠক তা সহজেই বুঝতে পারেন যে, কোথায় কোন অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে। নিম্নে আরবী অক্ষরের বাংলা উচ্চারণ পদ্ধতি বর্ণনা করা হ'ল।

১। ث=ছ। যেমন ثَوْبٌ ছাউবুন।

২। ج=জ। যেমন وَجَّهْتُ ওয়াজজাহতু।

৩। ح =হ:। যেমন تُحِبُّ = তুহিব্বু, حَمْدُ =হ:ামদু।

৪। خ=খ। যেমন خَلَقْتَنِي খলাক্বতানী। যেহেতু خ অক্ষরটি পুর বা মোটা করে পড়তে হবে সেহেতু 'খ' ব্যবহার করা হয়েছে। খ-এর সঙ্গে আকার ব্যবহার করা হয়নি।

৫। ذ= য যেমন اَعُوْذُ আ'ঊযু। عذَابٌ = 'আযা-বু।

৬। ر =র। যেমন رَحِيْمٌ রহীমুন। যেহেতু ر অক্ষরটিকে পুর বা মোটা করে পড়তে হবে সেহেতু 'র' ব্যবহার করা হয়েছে। র-এর সঙ্গে আকার ব্যবহার করা হয়নি। ر অক্ষরটির উচ্চারণ ওকার দিয়ে (রো) করা যাবে না; বরং স্বাভাবিক 'র' পড়তে হবে।

৭। ز = ঝ। যেমন رِزْقًا = রিঝ্ক্বন।

৮। س= স। যেমন سُبْحَانَكَ = সুব্হ:ানাকা।

৯। ص = স্ব। যেমন صلى = স্বল্লী। صلاة = স্বলা-ত।

১০। ض = য্ব। যেমন رَضِيْتُ = রয্বীতু, اَرْضِ আরয্বি।

১১। ط = ত্ব। যেমন مَا اسْتَطَعْتُ = মাসতাত্ব'তু। ط অক্ষরটিকে পুর বা মোটা করে পড়ার জন্য আকার ছাড়াই উচ্চারণ করা হয়। যেমন الطَّيِّبَاتُ = ওয়াত ত্বইয়িবাতু।

১২। ظ = য:। যেমন عظيم = 'আয:ীমুন।

১৩। ع = '(উল্টা কমা)। যেমন على ='আলা-, اَعُوْذُ = আ'ঊযু।

১৪। غ = গ। যেমন غَفُرٌ = গফূরুন। যেহেতু غ অক্ষরটিকে পুর বা মোটা করে পড়তে হবে সেহেতু 'গ' ব্যবহার করা হয়েছে। গ-এর সঙ্গে আকার ব্যবহার করা হয়নি।

১৫। ق = ক্ব। যেমন خَلَقَ = খলাক্ব, قَدِيْرٌ = ক্বদীরুন।

১৬। মাদ অথবা এক আলিফ টানের জন্য - চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন- عَلَـــى 'আলা-। وَلَا ওয়ালা-।

১৭। ء হামযা অক্ষরটি শব্দের মধ্যে সাকিন অবস্থায় আসলে ' চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন بَأْسَ = বা'সা।

১৮। নূন সাকিনের ক্ষেত্রে যেখানে ইখফার সাথে গুন্না হবে সেখানে ং চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন- شَيْءٍ =শাইয়িং, أَنْتَ = আংতা, كُنْتُ = কুংতু।

১৯। আল্লাহ শব্দের لام লামের ডানে যবর বা পেশ থাকলে লামকে পূর বা মোটা করে পড়তে হবে। الله শব্দের লাম পূর করে পড়ার জন্য আকার ছাড়াই পড়তে হবে। যেমন هُوَ اللهُ، رَسُوْلُ اللهِ ওয়াল্ল-হু। কিন্তু যের থাকলে বারিক বা পাতলা করে পড়তে হবে। যেমন لِلّٰهِ লিল্লাহ।

২০। বাংলা উচ্চারণ পড়ার সময় ح—ه বর্ণ দু'টির মধ্যে পার্থক্য করা যায় না। অথচ বর্ণ দু'টির মাখরাজ ভেদে উচ্চারণে অনেক পার্থক্য রয়েছে। তাই বর্ণ দু'টি বাংলা উচ্চারণে পার্থক্য করার জন্য ح = হ: ه = হ এভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। যাতে পাঠক অতি সহজেই বর্ণ দু'টির মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে। হ: চিহ্নটি বিসর্গ হিসাবে নয় শুধুমাত্র পার্থক্য করার জন্য।

২১। মাদ্দের হরফ ছাড়া বাকি বর্ণগুলি সাকিন হ'লে উক্ত সাকিন বর্ণকে বাংলায় পড়ার জন্য ্ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। যেমন أَسْتَغِيْثُ আস্তাগিছু *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)।*

২২। يـــا বর্ণটি সাকিন অবস্থায় দীর্ঘ করে পড়ার জন্য ঈ-ী চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন عَظِيْمُ আযী:ম।

২৩। واو বর্ণটি সাকিন অবস্থায় ডানে পেশ থাকলে দীর্ঘ করে পড়ার জন্য ঊ, ূ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন- غَفُوْرٌ = গফূরুন।

২৪। ض ظ ذ বর্ণগুলি উচ্চারণের জন্য বাংলায় 'য' ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ظ ذ বর্ণদু'টির চেয়ে ض বর্ণটি একটু শক্ত করে পড়তে হয়। এজন্য ض-এর উচ্চারণের ক্ষেত্রে য্ব ব্যবহার করা হয়েছে।

২৫। ي এবং و বর্ণ দু'টি ইদগাম করে পড়ার সময় বাংলা ঁ চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন- مُحَمَّدٍ وَّعَلَى মুহ:াম্মাদিওঁ ওয়া 'আলা।

২৬। এতদ্ব্যতীত বাকী অক্ষরগুলোকে স্বাভাবিক অক্ষর দিয়েই উচ্চারণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে পাঠক সমাজের সুচিন্তিত পরামর্শ পাওয়ার আশা করি।

বাণী

اَلْحَمْدُ لِلّهِ وَحْدَهُ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لاَّ نَبِيَّ بَعْدَهُ

মাওলানা আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর সুযোগ্য শিক্ষক, বক্তৃতা জগতের বীর সেনানী ও বিশিষ্ট মুনাযের। তাঁর লেখা **“আইনে রাসূল (ছাঃ) দো‘আ অধ্যায়”** বইটি আমি বেশীর ভাগই পড়েছি। বাজারে দো‘আর অনেক বই পাওয়া যায়, যেগুলিতে ছহীহ ও যঈফ-এর কোন তোয়াক্কা করা হয় না। কিন্তু এই বইটি ব্যতিক্রমধর্মী। এতে শুধু পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত দো‘আগুলি স্থান পেয়েছে, অন্যগুলি নয়। লেখালেখির জগতে লেখকের কেবলমাত্র হাতে খড়ি। কাজেই ভাষাগত কিছু ত্রুটি বা অসুবিধা থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু মূল বিষয় ঠিক আছে। এই বই পাঠে মুসলিম উম্মাহ যে যথেষ্ট উপকৃত হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমি এই বইটির বহুল প্রচার কামনা করছি। সাথে সাথে এই দো‘আ করছি যে, আল্লাহ যেন লেখককে ইসলামের অপরাপর বিষয়ে গ্রন্থ রচনার তাওফীক দান করেন এবং এটি যেন তার পরকালের মুক্তির অসীলা হয়- আমীন!

শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী
নায়েবে আমীর
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
ও
অধ্যক্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

ভূমিকা

إِنَّ اَلْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالنَا مَنْ يَهْدِه اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ-

‘আইনে রাসূল (ছাঃ) দো‘আ অধ্যায়’ বইটি প্রকাশ করতে পেরে সর্বাগ্রে আল্লাহ তা‘আলার শুকরিয়া আদায় করছি। ফালিল্লা-হিল হামদ্। পাঠকদের ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে অনেকদিন আগেই এমন একটি বই রচনার মনস্থ করেছিলাম। বিশেষ করে বিভিন্ন সভা-সমাবেশে যখন বক্তব্য রাখি, তখনই এর প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক একটি নির্ভরযোগ্য দো‘আর বইয়ের জন্য সাধারণ মানুষ যেন উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে রয়েছে। বাজারে যে সমস্ত দো‘আর বই চালু আছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই ছহীহ হাদীছের সাথে সঙ্গতিহীন। তাই বিশুদ্ধ দো‘আর বই গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

বইটির বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে ‘হাত তুলে দো‘আর বিবরণ’ অধ্যায়টি। এ অধ্যায়ে হাত তুলে দো‘আ করার পক্ষে পেশকৃত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহের পাশাপাশি এ সম্পর্কে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীদের বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে। সেই সাথে যেসকল স্থানে হাত তুলে দো‘আ করা যায়, দো‘আ করার আদব বা বৈশিষ্ট্য, কুরআন মজীদ হ’তে গুরুত্বপূর্ণ দো‘আ সমূহ প্রভৃতি অধ্যায়গুলি গুরুত্বের দাবী রাখে।

বইটি প্রকাশে আমাকে একান্তভাবে সহযোগিতা করেছেন ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা মাসিক **আত-তাহরীক**-এর সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। তিনি বইটির সম্পাদনা করেছেন। আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার মুহাদ্দিছ মাওলানা বদীউয্যামান বইটি সম্পূর্ণ দেখে দিয়েছেন। আমাদের স্নেহাষ্পদ ছাত্র মুযাফফর বিন মুহসিন বইটির টীকা সংযোজনে সহযোগিতা করেছে। আমি তাঁদের সকলের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি এবং তাঁদের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে প্রাণখোলা দো‘আ করছি।

বইটি প্রকাশে ভুল-ভ্রান্তি ও মুদ্রণ-ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়। সহৃদয় পাঠকগণ সে বিষয়ে অবগত করালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

পরিশেষে বইটি পাঠে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ দো‘আর আমল পুনর্জীবিত হ’লে আমরা আমাদের শ্রম সার্থক বলে ধরে নিব। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!!

॥লেখক॥

দো'আর অর্থ

دعاء ও دعــوة অর্থ চাওয়া, প্রার্থনা করা ইত্যাদি। অর্থাৎ সাধারণ ব্যক্তি কর্তৃক বড় কোন ব্যক্তির নিকট ভয়-ভীতি সহকারে বিনয়ের সাথে নিবেদন করা। দো'আ অর্থ ডাকা। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব' *(মুমিন ৬০)*। দো'আ অর্থ ইবাদত করা। আল্লাহ বলেন, 'তুমি আল্লাহ ব্যতীত এমন কারো ইবাদত করো না, যে তোমার ভাল-মন্দ কিছুই করতে পারে না' *(ইউনুস ১০৬)*। দো'আ অর্থ বাণী। আল্লাহ বলেন, 'সেখানে তাদের বাণী হ'ল, 'হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র; আর তাদের শুভেচ্ছা হ'ল সালাম' *(ইউনুস ১০)*। দো'আ অর্থ আহ্বান করা। আল্লাহ বলেন, 'যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন, অতঃপর তোমরা তাঁর প্রশংসা করতে করতে চলে আসবে' *(ইসরা ৫২)*। দো'আ অর্থ অনুনয়-বিনয় করা। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তোমাদের সাহায্যকারীদেরকে বিনয়ের সাথে ডাক' *(বাক্বারাহ ২৩)*। দো'আ অর্থ প্রশংসা সহকারে ডাকা। আল্লাহ বলেন, 'হে নবী! আপনি বলুন, আমি আল্লাহ্র প্রশংসা করি অথবা রহমানের প্রশংসা করি' *(ইসরা ১১০; মির'আত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৯৪)*।

দো'আ কবুলের সময় ও স্থান

(১) লাইলাতুল ক্বদর দো'আ কবুলের অন্যতম সময় : আল্লাহ তা'আলা লাইলাতুল ক্বদরকে এক হাযার মাসের চেয়ে উত্তম বলেছেন *(ক্বদর ৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইবাদতের জন্য লাইলাতুল ক্বদরকে খুঁজতে বলতেন এবং নিজে লাইলাতুল ক্বদরে সিজদা করতেন *(বুখারী, আলবানী, মিশকাত, হা/২০৮৬ 'ছিয়াম' অধ্যায়, 'লাইলাতুল ক্বদর' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে লাইলাতুল ক্বদরে নিম্নোক্ত দো'আটি পড়তে বলেন,

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ.

(আল্ল-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুব্বুন তুহি:ব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী)

'হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল এবং ক্ষমাকে ভালবাসেন, কাজেই আমাকে ক্ষমা করুন' *(আহমাদ, তিরিমিযী, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, তাহক্বীক্ব মিশকাত, হা/২০৯১)*। রাসূল (ছাঃ) লাইলাতুল ক্বদরে ইবাদত করতেন এবং স্বীয় পরিবারকে ইবাদতের জন্য জাগিয়ে দিতেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত, হা/২০৯০)*।

(২) আরাফার মাঠে : উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) বলেন, আমি আরাফার মাঠে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সওয়ারীর পিছনে ছিলাম, তিনি সেখানে দু'হাত তুলে দো'আ করলেন' *(ছহীহ নাসাঈ, হা/৩০১১ 'আরাফার মাঠে দু'হাত তুলে দো'আ করা' অনুচ্ছেদ, 'হজ্জ' অধ্যায়)*। অন্যত্র বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা আরাফার দিন মানুষকে সবচেয়ে বেশী জাহান্নাম থেকে মুক্ত করেন এবং ফেরেশতাগণের সামনে গৌরব করে বলেন, 'এ সকল মানুষ (আরাফার মাঠে) কি চায়? অর্থাৎ যা চায় তাই প্রদান করা হবে' *(মুসলিম, ছহীহ ইবনু মাজাহ, হা/২৪৫৮; মিশকাত হা/২৫৯৪, 'আরাফার মাঠে অবস্থান' অনুচ্ছেদ)*।

(৩) ছাফা-মারওয়া পাহাড়ের উপর : জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাফা পাহাড়ের উপর উঠে তিনবার বললেন,

لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَ يُمِيْتُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ–

উচ্চারণ : *লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্:দাহূ লা-শারীকালাহূ লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হ:াম্দু ইউহ:ই ওয়া ইউমীতু ওয়াহুয়া 'আলা- কুল্লি শাইইং ক্বদীর।*

অর্থ : 'আল্লাহ ব্যতীত কোন হক্ব মা'বূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁর হাতে, প্রশংসা একমাত্র তাঁর। তিনি জীবন দান করেন এবং তিনি মরণ দান করেন, তিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী'।

অতঃপর আল্লাহু আকবার বললেন ও আল-হামদুলিল্লাহ বললেন এবং তাঁর শক্তি-সামর্থ্য অনুপাতে দো'আ করলেন। অনুরূপ মারওয়া পাহাড়ে উঠে বললেন,

لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ.

(লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ:দাহূ লা-শারীকালাহূ লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হ:াম্দু ওয়াহুয়া 'আলা- কুল্লি শাইইং ক্বদীর।)

তারপর لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، سُبْحَانَ اللهِ এবং اَلْحَمْدُ لِلّـــهِ বললেন। অতঃপর আল্লাহ্র ইচ্ছা অনুযায়ী দো'আ করলেন *(ছহীহ নাসাঈ, হা/২৯৭৪, অনুচ্ছেদ ১৭২, 'হজ্জ' অধ্যায়, সনদ ছহীহ)*।

(৪) 'বায়তুল্লাহ' বা কা'বা ঘরকে দেখে দো'আ : আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কায় প্রবেশ করে 'হাজারে আসওয়াদ' বা কাল পাথরের পাশে

এসে পাথরটিকে চুম্বন করলেন, বায়তুল্লাহ ত্বাওয়াফ করলেন এবং ছাফা পাহাড়ে উঠে বায়তুল্লাহ্‌র দিকে মুখ করে হাত তুলে দো‘আ, যিকির ও প্রার্থনা করতে লাগলেন *(ছহীহ আবুদাঊদ, হা/১৮৭২; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৫৭৫ ‘হজ্জ’ অধ্যায়)*।

(৫) ছিয়াম অবস্থায় : আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘তিন শ্রেণীর লোকের দো‘আ ফেরত দেওয়া হয় না। তন্মধ্যে একজন হচ্ছে ছিয়াম পালনকারী, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ইফতার করে’ *(ছহীহ ইবনু মাজাহ, হা/১৪৩২ ‘ছিয়াম’ অধ্যায়, সনদ ছহীহ)*।

(৬) জুম‘আর দিনে : আবু লুবাবা ইবনু আব্দুল মুনযের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘জুম‘আর দিন এমন একটি সময় আছে, যে সময়ে বান্দা কিছু চাইলে আল্লাহ তাকে তা প্রদান করেন’ *(ছহীহ ইবনু মাজাহ, হা/৮৯৫; সনদ হাসান, মিশকাত হা/১৩৬৩, ‘ছালাতুল জুম‘আ’ অনুচ্ছেদ)*। আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্‌র কিতাবে জুম‘আর দিনে এমন একটি সময় পাই, যে সময়ে বান্দা ছালাত আদায় করে প্রার্থনা করলে আল্লাহ তার প্রার্থনা কবূল করেন *(ছহীহ আবু দাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, হা/৯৪১; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩৫৯)*।

ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, দো‘আ কবুলের চূড়ান্ত সময় হচ্ছে ইমাম ছাহেবের মিম্বরে বসা হ’তে ছালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত *(মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/১৩৫৯)*। অন্য বর্ণনায় আছে, আছর হ’তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত *(ইবনু মাজাহ, বুলূগুল মারাম হা/৪৫৪)*।

(৭) হজ্জ পালনকালে পাথর নিক্ষেপের পর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শেষের দু’দিন পাথর নিক্ষেপের পর দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং অনুনয়-বিনয় করে দো‘আ করতেন’ *(ছহীহ আবুদাঊদ, হা/১৯৭৩; ‘মানাসিক’ অধ্যায়, সনদ ছহীহ)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি পশ্চিম মুখী হয়ে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে হাত উঠিয়ে প্রার্থনা করতেন *(বুখারী হা/১৭৫৩; নাসাঈ, হা/৩০৮৩ ‘হজ্জ’ অধ্যায়)*।

(৮) রাতে : মু‘আয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘কোন ব্যক্তি যদি ওযূ করে দো‘আ পড়ে রাতে শয্যা গ্রহণ করে, তারপর শেষ রাতে উঠে সে আল্লাহ্‌র নিকট যা চায়, আল্লাহ তাকে তা প্রাদান করেন’ *(আহমাদ, আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত, হা/১২১৫ ‘রাতে জাগ্রত হয়ে কি বলবে’ অনুচ্ছেদ)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেক রাতের দুই-তৃতীয়াংশের পর প্রথম আকাশে নেমে আসেন এবং বলেন, ‘যে আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে সাড়া দিব, যে আমার নিকট চাইবে আমি তাকে দান করব, যে আমার নিকট ক্ষমা চাইবে আমি তাকে ক্ষমা করব’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হা/১২২৩)*।

জাবির (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, ‘নিশ্চয়ই রাতে একটি সময় রয়েছে, যে সময়ে কোন মুসলমান ইহকাল ও পরকালের কিছু চাইলে আল্লাহ তাকে তা প্রদান করেন এবং এটা প্রতি রাতে হয়ে থাকে’ *(মুসলিম, মিশকাত, হা/১২২৪)*।

(৯) ছালাতের শেষে : প্রকাশ থাকে যে, ছালাতের শেষ বলতে সালামের আগে ও পরের সময়কে বুঝানো হয়। আবু উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কোন্ সময় দো‘আ সবচেয়ে বেশী কবুল হয়? রাসূল (ছাঃ) বললেন, ‘শেষ রাতে এবং ফরয ছালাতের পরে’ *(তিরমিযী, মিশকাত, হা/৯৬৮, সনদ হাসান ‘ছালাতের পর যিকির’ অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য যে, ফরয ছালাতের পর দো‘আ কবুল হয় অর্থ হাত তুলে দো‘আ নয়; বরং সালামের পর যে সকল দো‘আ পাঠের কথা ছহীহ হাদীছ সমূহে এসেছে, সেগুলি পাঠ করা। এ সম্পর্কে যথাস্থানে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

(১০) আযান ও ইক্বামতের মাঝের দো‘আ, আযান চলাকালীন ও আযানের পরে দো‘আ : আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘আযান এবং ইক্বামতের মাঝের দো‘আ ফেরত দেওয়া হয় না’ *(আহমাদ ৩/১৫৫; আবুদাঊদ, হা/৫২১; সনদ ছহীহ, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৬৭১-এর টীকা নং-৩; সুবুলুস সালাম, তাহক্বীক্ব : আলবানী, হা/১৭০-এর টীকা দ্রঃ)*। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! মুয়াযযিনদের মর্যাদা যে আমাদের চেয়ে বেশী হয়ে যাবে, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ‘তুমিও তাই বল, মুয়াযযিন যা বলে। তারপর আযান শেষে চাও, যা চাইবে প্রদান করা হবে’ *(ছহীহ আবুদাঊদ, হা/৫২৪; সনদ হাসান, মিশকাত হা/৬৭৩ ‘আযানের ফযীলত’ অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, মুয়াযযিনের সাথে সাথে আযানের শব্দগুলি যে বলবে সে জান্নাতে যাবে *(মুসলিম, আবুদাঊদ, হা/৫২৭; মিশকাত হা/৬৫৮)*। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি আযান শুনে বলবে,

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْـــدُهُ وَرَسُـــوْلُهُ رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلاً وَّبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا.

উচ্চারণ : *আশ্হাদু আললা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্:দাহূ লা- শারীকা লাহূ ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহ:াম্মাদান ‘আবদুহূ ওয়া রসূলুহ, রযীতু বিল্লা-হি রব্বাওঁ ওয়া বিমুহ:াম্মাদির রসূলাওঁ ওয়া বিল ইসলা-মি দ্বীনা।*

অর্থ : ‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহ:াম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আল্লাহ্কে রব হিসাবে, মুহাম্মাদকে রাসূল হিসাবে এবং ইসলামকে দ্বীন হিসাবে মেনে নিয়েছি’। তাহ’লে তার পাপ সমূহ ক্ষমা করা হবে *(মুসলিম, আবুদঊদ, হা/৫২৫; মিশকাত হা/৬৬১)*।

(১১) যুদ্ধের মাঠে শত্রুর সাথে মোকাবেলার সময় : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘হে জনগণ! তোমরা যখন শত্রুর সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন আল্লাহ্র নিকট নিরাপত্তা চাও, ধৈর্যধারণ কর এবং জেনে রেখ, নিশ্চয়ই জান্নাত তরবারীর ছায়ার নীচে’ *(বুখারী, মুসলিম, আবুদাঊদ, হা/২৬৩১; মিশকাত হা/৩৯৩০ ‘কাফেরদের পত্রের মাধ্যমে ইসলামের দিকে আহ্বান’ অনুচ্ছেদ, ‘জিহাদ’ অধ্যায়)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, দু’সময় দো‘আ ফেরত দেওয়া হয় না: (১) আযানের সময় এবং (২) যুদ্ধের সময় *(ছহীহ আবুদাঊদ, হা/২৫৪০; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৬৭৩ ‘আযানের ফযীলত’ অনুচ্ছেদ)*।

(১২) সিজদার সময় : ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা সিজদায় বেশী বেশী দো‘আ কর, কেননা সিজদা হচ্ছে দো‘আ কবুলের উপযুক্ত সময়’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৭৩ ‘রুকূ‘র বর্ণনা’ অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, মানুষ সিজদা অবস্থায় তার প্রতিপালকের সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী হয়। অতএব তোমরা সিজদায় বেশী বেশী দো‘আ কর’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯৪ ‘সিজদাহ ও তার ফযীলত’ অনুচ্ছেদ)*। তবে সিজদায় কুরআনের আয়াত দ্বারা দো‘আ করা যাবে না’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৭৩)*।

(১৩) ছালাতের মধ্যে তাশাহ্হুদের পর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘তাশাহ্হুদের পর যার যা ইচ্ছা দো‘আ করবে’ *(বুখারী ১/২৫২ পৃঃ, হা/৮৩৫ ‘ছালাতের মধ্যে তাশাহ্হুদের পর ইচ্ছানুযায়ী দো‘আ করা’ অনুচ্ছেদ, ‘আযান’ অধ্যায়)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ছালাতের শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর পূর্বে যে কোন ধরনের দো‘আ করা যায়। চাই তা কুরআনের আয়াত হৌক অথবা হাদীছে বর্ণিত দো‘আ হৌক।

(১৪) কারো অনুপস্থিতিতে তার জন্য দো‘আ করলে দো‘আ কবুল হয়’ *(তিরমিযী, আবুদাঊদ হা/ ১৫৩৬; মিশকাত হা/২২৫০, সনদ হাসান, ‘দো‘আ’ অধ্যায়)*।

(১৫) তিন শ্রেণীর লোকের দো‘আ কবুল হওয়া অবশ্যম্ভাবী : ১. পিতামাতার দো‘আ ২. মুসাফিরের দো‘আ এবং ৩. মাযলূমের দো‘আ’ *(আবুদাঊদ, হা/১৫৩৬; মিশকাত হা/২২৫০, সনদ হাসান)*।

(১৬) অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিন শ্রেণীর লোকের দো‘আ ফেরত দেয়া হয় না। ১. আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণকারীর দো‘আ, ২. মাযলূমের দো‘আ, ৩. ন্যায়পরায়ন শাসকের দো‘আ *(সিলসিলা ছহীহা হা/১২১১/২৮৪৬)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিন শ্রেণীর দো‘আ রয়েছে, যা ফেরত দেওয়া হয় না। ১. পিতামাতার দো‘আ, ২. ছিয়াম পালনকারীর দো‘আ ও ৩. মুসাফিরের দো‘আ *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৭৯৭/১৮৪৫)*।

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে দো‘আ করা ও কবুলের বিভিন্ন সময় ও স্থান পরিদৃষ্ট হয়। আল্লামা নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভুপালী (রহঃ) তাঁর ‘নুযূলুল আবরার’ গ্রন্থে ২২টি স্থান ও সময় উল্লেখ করেছেন’ *(নুযূলুল আবরার, ৪৩-৫৪ পৃঃ)*। অনুরূপভাবে ছাহেবে কানযুল উম্মালও ১৮টি স্থান ও সময় উল্লেখ করেছেন।

দো‘আ করার আদব বা বৈশিষ্ট্য

দো‘আ করার কিছু আদব বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা পালন করা আবশ্যক। যেমন-

(১) হারাম খাওয়া, পান করা ও পরিধান করা হ’তে বিরত থাকা : রাসূলুল্লাহ (বাঃ) বলেন, ‘খাদ্য, পানি ও পোষাক হারাম হ’লে দো‘আ কবুল হয় না’ *(মুসলিম, মিশকাত, হা/২৭৬০; ‘ক্রয়-বিক্রয়’ অধ্যায়)*।

(২) খালেছ নিয়তে অর্থাৎ অন্তরে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে একনিষ্ঠভাবে দো‘আ করা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘নিশ্চয়ই কর্ম নিয়তের উপর নির্ভরশীল’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১)*।

(৩) নেক আমল পেশ করে দো‘আ করা : তিনজন লোক এক গুহায় আটকা পড়লে তারা তাদের নিজ নিজ সৎ আমল আল্লাহ্‌র নিকট পেশ করে প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৩৮ ,‘সৎ আমল ও সদাচরণ’ অনুচ্ছেদ,‘শিষ্টাচার’ অধ্যায়)*।

(৪) ওযূ করে দো‘আ করা : আবু মূসা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা পানি নিয়ে ওযূ করলেন এবং হাত তুলে দো‘আ করলেন *(বুখারী হা/৬৩৮৩; ফাৎহুল বারী, ১১/১৮৭ পৃঃ, ‘দো‘আ সমূহ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ- ৪১)*।

(৫) ক্বিবলামুখী হয়ে দো‘আ করা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দো‘আ করার ইচ্ছা করলে ক্বিবলামুখী হয়ে দো‘আ করতেন’ *(বুখারী হা/৬৩৪৩; ফাৎহুল বারী, ১১শ খণ্ড, পৃঃ ১৪৪, ‘দো‘আ’ অধ্যায়)*।

(৬) দো‘আ করার পূর্বে আল্লাহ্র প্রশংসা ও নবীর উপর দরূদ পড়া : ফাযালা ইবনু ওবায়েদ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে তার ছালাতের মাঝে দো‘আ করতে দেখলেন। ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রশংসা করল না এবং আল্লাহ্র নবীর উপর দরূদও পড়ল না। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, ‘হে মুছল্লী! তুমি দো‘আ করতে তাড়াহুড়া করলে। অতঃপর তাদেরকে দো‘আ করার নিয়ম শিক্ষা দিলেন। পরে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) অপর একজনকে দো‘আ করতে শুনলেন। লোকটি আল্লাহ্র প্রশংসা করল এবং নবীর উপর দরূদ পাঠ করল। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি দো‘আ কর, তোমার দো‘আ কবুল করা হবে, তুমি যা চাও তোমাকে তা প্রদান করা হবে’ *(ছহীহ নাসাঈ হা/১২৮৩; ছহীহ তিরমিযী হা/৩৭২৪, ‘দো‘আ’ অধ্যায়, মিশকাত হা/৯৩০ ‘রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ’ অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ)*।

বুরায়দা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) একজন লোককে বলতে শুনলেন, হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি তোমার নিকট চাই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি একমাত্র তুমিই আল্লাহ। তুমি ব্যতীত প্রকৃত কোন মা‘বূদ নেই। তুমি একক নিরপেক্ষ মুখাপেক্ষিহীন। যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারো থেকে জন্ম নেননি। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তারপর নবী করীম (ছাঃ) বললেন, ‘অবশ্যই সে আল্লাহর এমন নামে ডেকেছে যে নামে চাওয়া হ’লে প্রদান করেন এবং প্রার্থনা করা হ’লে কবুল করেন’ *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, বুলূগুল মারাম হা/১৫৬১)*।

প্রকাশ থাকে যে, কি শব্দে আল্লাহ্র প্রশংসা করতে হবে, তা এখানে উল্লেখ নেই। তবে অন্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্র প্রশংসা করতেন নিম্নোক্ত শব্দ দ্বারা-

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّه نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

(মুসলিম, মিশকাত হ/৫৮৬২ ‘নবুওয়াতের আলামত’ অনুচ্ছেদ; তিরমিযী, আবুদাঊদ হা/২১১৮; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩১৪৭ ‘বিবাহ’ অধ্যায়)।

সংক্ষিপ্তভাবে نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّىْ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَـرِيْمِ বলা যায়’ *(আবুদাঊদ, মিশকাত, হা/৪৪৬)*। এভাবেও বলা যায়-

الْحَمْدُ لِلّهِ وَحْدَهُ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لاَّ نَبِيَّ بَعْدَهُ

আর দরূদ হ’ল দরূদে ইবরাহীম, যা আমরা ছালাতের মাঝে পড়ে থাকি। অবশ্য অন্য বর্ণনায় এভাবে আছে,

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِأَنِّيْ اَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لاَ اِلهَ إِلاَّ أَنْتَ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدُ.

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা বিআন্নী আশ্হাদু আন্নাকা আংতাল্ল-হু লা-ইলাহা ইল্লা আংতাল আহ:াদুস্ব্ স্বামাদুল্লাযী লাম ইয়ালিদ্ ওয়ালাম্ ইউলাদ্ ওয়ালাম্ ইয়াকুল্লাহূ কুফুওয়ান আহ:াদ।*

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এ বলে প্রার্থনা করছি যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহ, তুমি ব্যতীত প্রকৃত কোন মা‘বূদ নেই। তুমি একক ও অভাবমুক্ত। যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁর থেকে জন্ম নেয়নি। আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই’ *(আবুদাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, বুলূগুল মারাম হা/১৫৬১; ছহীহ আবুদাউদ হা/১৫২১ ‘ছালাত’ অধ্যায়, ‘ইস্তিগফার’ অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ)*।

(৭) দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করে দো‘আ করা : এর প্রমাণে কিছু হাদীছ পাওয়া যায় *(ইবনু কাছীর, সূরা বাক্বারাহ ৪৫নং আয়াতের ব্যাখ্যা)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ‘মানুষ কোন পাপ করার পর সুন্দর করে ওযূ করে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ ক্ষমা করেন’ *(ছহীহ আবুদাঊদ, হা/১৫২১ ‘ছালাত’ অধ্যায়, ‘ইস্তিগফার’ অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ)*।

(৮) হাত তুলে দো‘আ করা এবং হাত কাঁধ বরাবর উঠানো : ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, চাওয়া হ’ল, তুমি তোমার দু’হাত তোমার কাঁধ বরাবর উঠাবে *(ছহীহ আবুদাঊদ, হা/১৪৮৯, মিশকাত হা/২২৫৬ ‘দো‘আ সমূহ’ অধ্যায়, সনদ ছহীহ)*।

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর হাত মুখের সামনা সামনি উঠাতেন’ *(আবুদাউদ, হা/১১৭৫ ‘ইস্তিসকাতে হাত তোলা’ অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ)*।

(৯) বিনয়ী, নম্রতা, ভীতি ও দরিদ্রতার ভাব নিয়ে দো‘আ করা : আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘তুমি মনে মনে সবিনয় ও শংকিতচিত্তে অনুচ্চস্বরে সঙ্গোপনে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর’ *(আ‘রাফ ২০৫)*।

(১০) পাপ স্বীকার করে দো‘আ করা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘কোন ব্যক্তি পাপ করার পর তা স্বীকার করে ক্ষমা চাইলে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৩৩ ‘ইস্তিগফার ও তওবা’ অনুচ্ছেদ)*।

(১১) আল্লাহ্‌র সুন্দর নামগুলির মাধ্যমে দো‘আ করা : পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, ‘আল্লাহ তা‘আলার রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব তোমরা সেই সকল নামেই তাঁকে ডাক’ *(আ‘রাফ ১৮০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র গুণবাচক নামগুলি ইখলাছের সাথে মুখস্থ রাখবে, আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবেন’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২২৮৭ ‘আল্লাহর নাম সমূহ’ অনুচ্ছেদ)*।

(১২) দো‘আ নীরবে করা : আল্লাহ তা‘আলা এবং তাঁর নবী (ছাঃ) নীরবে দো‘আ করার জন্য আদেশ করেছেন’ *(আ‘রাফ ৫৫, ২০৫)*।

(১৩) মনে আশা নিয়ে দৃঢ়তার সাথে দো‘আ করা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দৃঢ়তার সাথে চাইতে বলেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৮৪ ‘ছালাতুল খাওফ’ অনুচ্ছেদ)*।

(১৪) দো‘আ কবুল হয় না মনে করে তাড়াহুড়া না করা : রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘তোমাদের কোন ব্যক্তি তাড়াহুড়া না করলে তার দো‘আ কবুল করা হবে’ *(ছহীহ আবুদাঊদ, হা/১৪৮৪; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩১২১ ‘দো‘আ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭)*।

সকাল-সন্ধ্যায় পঠিতব্য দো‘আ সমূহ

(১) আয়াতুল কুরসী একবার *(ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব)*।

(২) সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও না-স তিনবার করে *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩২২; তিরমিযী হা/৫৬৭)*।

(৩) আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) বলেন, যখন সন্ধ্যা হ’ত তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতেন,

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰه وَالْحَمْدُ لِلّٰه لاَ اِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرِ مَا فِيْهَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا فِيْهَا، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ، رَبِّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابٍ فِىْ النَّارِ وَعَذَابٍ فِىْ الْقَبْرِ.

উচ্চারণ : *আমসাইনা- ওয়া আম্‌সাল্ মুল্‌কু লিল্লা-হি ওয়াল-হ:ামদু লিল্লা-হি লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্:দাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হ:াম্‌দু ওয়াহুয়া ‘আলা- কুল্লি শাইয়িং ক্বদীর, আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা মিন খায়রি হা-যিহিল লাইলাতি ওয়া খায়রি মা-ফীহা ওয়া আ‘ঊযুবিকা মিন শার্‌রিহা- ওয়া শার্‌রি মা- ফীহা-, আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ‘ঊযুবিকা মিনাল কাসালি ওয়াল হারামি ওয়া সূইল*

কিবার, রব্বি ইন্নী আ‘ঊযুবিকা মিন ‘আযা-বিং ফিন্‌না-রি ওয়া ‘আযা-বিং ফিল ক্বর।

অর্থ : ‘আমরা এবং সমগ্র জগৎ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সন্ধ্যায় প্রবেশ করলাম। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। তিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোন মা‘বূদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর। তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এ রাতের মঙ্গল চাই এবং এ রাতে যা আছে, তার মঙ্গল কামনা করি। আশ্রয় চাই এ রাতের অমঙ্গল হ’তে এবং এ রাতে যে অমঙ্গল রয়েছে তা হ’তে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই অলসতা, বার্ধক্য ও বার্ধক্যের অপকারিতা হ’তে। হে প্রভু! আশ্রয় চাই জাহান্নামের আযাব ও কবরের শাস্তি হ’তে’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৮১ ‘সকাল-সন্ধ্যায় ও নিদ্রা যাওয়ার সময় কি বলবে’ অনুচ্ছেদ)।*

(৪) শাদ্দাদ ইবনু আওস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, শ্রেষ্ঠ ইস্তেগফার হ’ল :

اَللَّهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْـــدِكَ مَـــا اسْتَطَعْتُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَّى وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَـــاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ–

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা আংতা রব্বী লা- ইলা-হা ইল্লা- আংতা খলাক্ব্‌তানী ওয়া আনা- ‘আব্‌দুকা ওয়া আনা- ‘আলা- ‘আহ্‌দিকা ওয়া ওয়া‘দিকা মাস্‌তাত্ব‘তু ওয়া আ‘ঊযুবিকা মিং শার্‌রি মা- স্বনা‘তু আবূউ লাকা বিনি‘মাতিকা ‘আলাইয়্যা ওয়া আবূউ বিযামবী ফাগ্‌ফির্‌লী ফাইন্নাহূ লা- ইয়াগ্‌ফিরুয্ যুনূবা ইল্লা- আংতা।*

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক, তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার বান্দা। আমি আমার সাধ্যমত তোমার প্রতিশ্রুতিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ রয়েছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হ’তে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। আমার উপর তোমার অনুগ্রহকে স্বীকার করছি এবং আমার পাপও স্বীকার করছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। নিশ্চয়ই তুমি ব্যতীত কোন ক্ষমাকারী নেই’।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি নিবিষ্ট মনে উক্ত দো‘আ দিবসে পাঠ করবে এবং সন্ধ্যার পূর্বে মারা যাবে, সে ব্যক্তি জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি

ইয়াক্বীনের সাথে উক্ত দো'আ রাতে পাঠ করবে এবং সকাল হওয়ার আগে মারা যাবে, সেও জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/২৩৩৫ 'তওবা ও ইস্তিগফার' অনুচ্ছেদ)*।

(৫) ছাওবান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় তিনবার করে নিম্নোক্ত দো'আ পাঠ করবে, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার উপর খুশী হয়ে যাবেন-

رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَّ بِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّا-

উচ্চারণ : *রযীতু বিল্লা-হি রব্বাওঁ ওয়াবিল ইসলা-মি দ্বী-নাওঁ ওয়া বিমুহ:াম্মাদিন নাবিয়্যা।*

অর্থ : 'আমি আল্লাহ্কে রব হিসাবে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে নবী হিসাবে পেয়ে খুশি হয়েছি' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩৯৯)*।

(৬) আব্দুর রহমান ইবনু আবু বাকরা (রাঃ) বলেন, আমি আমার আব্বাকে বললাম, আব্বা! আপনাকে প্রত্যেক সকালে ও বিকালে তিনবার করে বলতে শুনি-

اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ بَدَنِىْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ سَمْعِىْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ بَصْرِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ-

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা 'আ-ফিনী ফী বাদানী আল্ল-হুম্মা 'আ-ফিনী ফী সাম'ঈ আল্ল-হুম্মা 'আ-ফিনী ফী বাস্বরী লা- ইলা-হা ইল্লা- আংতা।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি আমার শরীরে নিরাপত্তা দান কর, আমার শ্রবণ ইন্দ্রিয়ে নিরাপত্তা দান কর এবং আমার দৃষ্টিশক্তিতে নিরাপত্তা দান কর।' তখন তিনি বললেন, হে বৎস! আমি রাসূল (ছাঃ)-কে আলোচ্য বাক্যগুলি দ্বারা দো'আ করতে শুনেছি। তাই আমি তাঁর নিয়ম পালন করতে ভালবাসি *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৫০৯০, সনদ হাসান, মিশকাত হা/২৪১৩)*।

(৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল(ছাঃ)! আমাকে এমন একটি দো'আর কথা বলুন, যা আমি সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করব। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি বল,

اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْئٍ وَمَلِيْكِهِ أَشْهَدُ أَنْ لاَّ اِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ-

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা 'আ-লিমাল্ গইবি ওয়াশ্-শাহা-দাতি ফা-ত্বিরস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আর্‌যি রব্বা কুল্লি শাইয়িং ওয়া মালীকিহ্, আশ্‌হাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লা- আংতা আ'উযুবিকা মিং শার্‌রি নাফ্‌সী ওয়া মিং শাররিশ শায়ত্ব-নি ওয়া শিরকিহ।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আল্লাহ, যিনি অদৃশ্য-দৃশ্য সকল বিষয় অবগত, আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তা, প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালক ও মালিক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার মনের অনিষ্ট হ'তে, শয়তানের অনিষ্ট ও তার শিরক হ'তে'। এ দো'আটি সকাল-সন্ধ্যায় এবং শয্যায় যাওয়ার সময়ও বলবে *(আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, ইবনু মাজাহ হা/৩৬৩২ মিশকাত হা/২৩৯০ 'সকাল-সন্ধ্যায় কি বলবে' অনুচ্ছেদ)*।

(৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) সকালে বলতেন,

اَللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ–

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা বিকা আস্ববাহ:না- ওয়া বিকা আম্‌সাইনা- ওয়া বিকা নাহ্:ইয়া- ওয়া বিকা নামূতু ওয়া ইলাইকাল মাস্বীর।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তোমার সাহায্যে আমরা সকালে উঠি, আবার তোমার সাহায্যে সন্ধ্যায় উপনীত হই। তোমার নামে আমরা বেঁচে থাকি, তোমার নামে মৃত্যুবরণ করি এবং তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন'।

সন্ধ্যায় বলতেন,

اَللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ–

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা বিকা আম্‌সাইনা- ওয়া বিকা আস্ববাহ্:না- ওয়া বিকা নাহ:ইয়া- ওয়া বিকা নামূতু ওয়া ইলাইকান নুশূর।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তোমার সাহায্যে আমরা সকালে উঠি, আবার তোমার সাহায্যেই সন্ধ্যায় উপনীত হই। তোমার নামে আমরা বেঁচে থাকি এবং তোমার নামেই মৃত্যুবরণ করি। তোমার নিকট রয়েছে আমাদের পুনরুত্থান' *(ছহীহ আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৩৮৯, সনদ ছহীহ, ইবনু মাজাহ হা/৩৮৬৮)*।

(৯) আবু আইয়াশ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় বলবে,

لاَ اِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ–

উচ্চারণ : *লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্‌:দাহূ লা- শারীকা লাহূ, লাহুল্ মুল্‌কু ওয়া লাহুল হ:াম্‌দু ওয়া হুয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িং ক্বদীর।*

অর্থ : 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁর হাতেই রয়েছে রাজত্ব। প্রশংসা একমাত্র তাঁরই। তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান'। এ আমল তার জন্য ইসমাঈল বংশীয় ১০জন দাসমুক্ত করার সমতুল্য গণ্য হবে এবং তার জন্য ১০টি নেকী লেখা হবে, ১০টি পাপ মোচন করা হবে এবং তার ১০টি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। সারা দিন শয়তান হ'তে নিরাপদ থাকবে *(ছহীহ আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৩৯৫)*।

(১০) আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) বলেন, আমরা একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে খুঁজার জন্য কঠিন অন্ধকারে মেঘাচ্ছন্ন রাতে বের হ'লাম। তিনি আমাদেরকে ছালাত আদায় করাবেন এ উদ্দেশ্যে। আমরা তাঁকে খুঁজে পেলে তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমরা কি ছালাত আদায় করেছ? আমি কিছু বললাম না। এভাবে তিনবার জিজ্ঞাসার পর তিনি বললেন, বল। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমি কি বলব? তিনি বললেন, সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার করে সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পড়। তোমার যে কোন সমস্যা দূর হবে *(ছহীহ আবুদাঊদ, হা/৫০৮২; ছহীহ তিরমিযী হা/৩৮২৮; সনদ হাসান)*।

(১১) আবান ইবনু ওছমান (রাঃ) বলেন, আমি ওছমান ইবনু আফফান (রাঃ) থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার করে বলবে,

بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْئٌ فِى الْأَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ–

উচ্চারণ : *বিস্‌মিল্লা-হিল্লাযী লা- ইয়াযুর্‌রু মা'আসমিহী শাইউং ফিল্ আর্‌যি ওয়া লা- ফিস্-সামা-ই ওয়া হুয়াস সামী'উল 'আলীম।*

অর্থ : 'আমি ঐ আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি, যার নামে আরম্ভ করলে আসমান ও যমীনের কোন বস্তুই কোনরূপ ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। তাহ'লে কোন বালা-মুছীবত তাকে স্পর্শ করবে না' *(তিরমিযী, ছহীহ আবুদাউদ, হা/৫০৮৮, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৩৯১)*।

(১২) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সকালে একশত বার এবং বিকালে একশত বার বলবে سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِـيْمِ وَ بِحَمْـــدِه *(সুব্‌হ:ানাল্ল-হিল 'আয:ীম ওয়া বিহ:াম্‌দিহ)* 'আমি উচ্চ মর্যাদাশীল আল্লাহ্‌র

প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা বর্ণনা করি', তাহ'লে তাকে এমন মর্যাদা দেওয়া হবে, যে মর্যাদা সৃষ্টিকুলের মধ্যে আর কোন ব্যক্তিকে দেওয়া হবে না' *(তিরমিযী, ছহীহ আবুদাঊদ হা/৫০৯১; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৩০৪, 'তাসবীহ ও তাহলীলের ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*।

(১৩) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) সকাল-সন্ধ্যায় উপনীত হ'লে নিম্নোক্ত বাক্যগুলি বলা ছাড়তেন না-

اَللَّهُمَّ اِنِّىْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِىْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اَللَّهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ العَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِىْ دِيْنِى وَدُنْيَاىَ وَاَهْلِىْ وَمَالِىْ، اَللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِىْ وَاَمِنْ رَوْعَاتِى، اَللَّهُمَّ احْفَظْنِىْ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَمِنْ خَلْفِىْ وَعَنْ يَمِيْنِىْ وَعَنْ شِمَالِىْ وَمِنْ فَوْقِىْ وَاَعُوْذُ بِعَظْمَتِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِىْ-

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকাল্ 'আফ্ওয়া ওয়াল 'আ-ফিইয়াতা ফিদ্ দুন্ইয়া- ওয়াল্ আ-খিরাহ, আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকাল 'আফ্ওয়া ওয়াল 'আ-ফিইয়াতা ফী দ্বীনী ওয়া দুন্ইয়া-ইয়া ওয়া আহ্লী ওয়া মা-লী আল্ল-হুম্মাস্তুর 'আওরা-তী ওয়া আ-মিন রাও'আতী আল্ল-হুম্মাহ্:ফায:নী মিম্ বায়নি ইয়াদায়্যা ওয়া মিন খলফী ওয়া 'আইঁ ইয়ামীনী ওয়া 'আং শিমা-লী ওয়া মিংফাওক্বী ওয়া আ'উযু বি'আয্:মাতিকা আন উগতা-লা মিন তাহ্:তী।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা চাই। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার দ্বীন, দুনিয়া, পরিবার ও সম্পদের নিরাপত্তা চাই। হে আল্লাহ! তুমি আমার দোষ সমূহ ঢেকে রাখ এবং ভীতিপ্রদ বিষয়সমূহ থেকে আমাকে নিরাপদে রাখ। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হেফাযত কর আমার সম্মুখ হ'তে, ডানদিক হ'তে, বাম দিক হ'তে এবং আমার উপর দিক হ'তে। হে আল্লাহ! আমি তোমার মর্যাদার নিকট আশ্রয় চাই মাটিতে ধ্বসে যাওয়া হ'তে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৩৯৭; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩১৩৫, সনদ ছহীহ)*।

(১৪) সাতবার বলতে হবে-

حَسْبِيَ اللهُ لَآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمَ.

উচ্চারণ : *হ:াসবিয়াল্ল-হু লা- ইলা-হা ইল্লা- হুওয়া 'আলাইহি তাওয়াক্কাল্তু ওয়াহুয়া রব্বুল 'আরশিল্ 'আয:ীম।*

অর্থ : 'আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই। তাঁর প্রতিই আমি ভরসা রাখি। আর তিনি মহান আরশের প্রতিপালক' *(আবুদউদ, ৪/৩২১ পৃঃ)*।

(১৫) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, রাসুল (ছাঃ) ফাতিমা (রাঃ)-কে উপদেশ দিয়ে বললেন, তুমি সকাল-সন্ধ্যায় বল,

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ اَصْلِحْ لِيْ شَانِيْ كُلَّهُ وَلاَ تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ.

উচ্চারণ : *ইয়া- হ:াইয়ু ইয়া ক্বাইয়ূম বিরহ্:মতিকা আস্‌তাগীছ আস্বলিহ্‌লী শা'নী কুল্লাহূ ওয়ালা- তাকিল্‌নী ইলা- নাফ্‌সী ত্বর্‌ফাতা 'আইনি।*

অর্থ : 'হে চিরঞ্জীব! হে চিরন্তন! তোমার দয়ার মাধ্যমে তোমার নিকট সাহায্য চাই। তুমি আমার সার্বিক অবস্থা ও সকল বিষয় সংশোধন কর। এক মুহূর্তের জন্যও সেগুলি আমার প্রতি সমর্পণ করো না' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২৭/২৯৪২)*।

(১৬) উম্মু সালমা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ফজরের ছালাতের পর বলতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা 'ইল্‌মান না-ফি'আ, ওয়ারিঝ্‌ক্বান ত্বইয়্যিবান ওয়া 'আমালাম মুতক্বাব্বালা।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উপকারী বিদ্যা, বৈধ রুযী ও গ্রহণীয় আমল চাচ্ছি' *(ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২৪৯৮)*।

(১৭) সন্ধ্যায় তিনবার বলতে হবে,

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

উচ্চারণ : *আ'ঊযুবি কালিমা-তিল্লাহিত্ তা-ম্মাতি মিং শার্‌রি মা- খলাক্ব।*

অর্থ : 'আমি আল্লাহ্‌র পূর্ণ নামের সাহায্যে তাঁর সকল সৃষ্টির অনিষ্ট হ'তে আশ্রয় চাই' *(ইবনু মাজাহ ২/২৬৬)*।

(১৮) রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় দশবার করে বলবে,

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ.

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা স্বল্লি ওয়া সাল্লিম ‘আলা- নাবিয়্যিনা- মুহাম্মাদ।*

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ কর’। সে ক্বিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ পাবে *(আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১/২৭৩)*।

শোয়ার দো‘আ

(১) আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন রাতে শয্যায় যেতেন, তখন তাঁর দু’হাত একত্রিত করে হাতে ফুঁ দিতেন এবং সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস পড়তেন। অতঃপর দু’হাত দ্বারা যতদূর সম্ভব শরীর মুছে ফেলতেন। মাথা, মুখ ও শরীরের সম্মুখভাগ মুছতেন। তিনি এরূপ তিনবার করতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৮৬ পৃঃ, হা/২১৩২ ‘কুরআনের ফযীলত সমূহ’ অধ্যায়)*।

(২) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, যদি কেউ শয়নকালে ‘আয়াতুল কুরসী’ পাঠ করে, তাহ’লে শয়তান তার নিকটবর্তী হবে না *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৮৫ পৃঃ, হা/২১২৩)*।

(৩) আবু মাস‘ঊদ আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে কেউ রাতে সূরা বাক্বারাহ্র শেষ দু’আয়াত পাঠ করবে, তার জন্য আয়াত দু’টিই যথেষ্ট হবে’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, ১৮৫ পৃঃ, হা/২১২৫)*। অর্থাৎ উক্ত ব্যক্তি সারা রাত বিপদমুক্ত থাকবে।

(৪) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা ‘আলিফ লাম তানযীল (সাজদাহ)’ এবং সূরা ‘তাবারাকাল্লাযী (মুলক)’ পড়ে নিদ্রা যেতেন *(আহমাদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ হা/৩০৬৬; মিশকাত হা/২১৫৫)*।

(৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন তোমাদের কেউ বিছানায় শুতে যায়, তখন সে যেন বলে,

بِاسْمِكَ رَبِّىْ وَضَعْتُ جَنْبِىْ وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِىْ فَارْحَمْهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ-

উচ্চারণ : *বিইস্মিকা রব্বী ওয়ায্ব‘তু জাম্বী ওয়া বিকা আর্ফা‘উহু ফাইন আম্সাক্তা নাফসী ফার্হ:াম্হা ওয়া ইন আর্সাল্তাহা- ফাহ্:ফায্:হা- বিমা- তাহ্:ফায্: বিহী ‘ইবাদাকাস্ব্ স্ব-লিহীন।*

অর্থ : ‘হে আমার প্রতিপালক! তোমার নামে আমার পার্শ্ব রাখলাম এবং তোমার নামেই তা উঠাব। যদি তুমি আমার আত্মাকে রেখে দাও, তবে তার প্রতি দয়া কর। আর যদি তাকে ফেরৎ দাও, তাহ’লে তার প্রতি লক্ষ্য কর, যেমনভাবে লক্ষ্য

কর তুমি তোমার নেক বান্দাদের প্রতি' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ২০৮, হা/২৩৮৪ 'সকাল-সন্ধ্যায় পঠিত দো'আ' অনুচ্ছেদ)*।

(৬) বারা ইবনু আযেব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন শয্যায় যেতেন তখন ডান পার্শ্বের উপর শয়ন করতেন। অতঃপর বলতেন,

اَللَّهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِىْ إِلَيْكَ وَفَوَضَّتُ اَمْرِىْ إِلَيْكَ وَالْجَـأْتُ ظَهْرِىْ إِلَيْكَ رَغْبَةً وَّرَهْبَةً إِلَيْكَ لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِـكَ الَّذِى أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِى أَرْسَلْتَ-

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা আস্‌লামতু নাফ্‌সী ইলাইকা ওয়া ওয়াজ্জাহ্‌তু ওয়াজ্‌হী ইলাইকা ওয়া ফাওওয়ায্বতু আমরী ইলায়কা ওয়ালজা'তু য:হরী ইলাইকা রগ্‌বাতাঁ ওয়া রহ্‌বাতান ইলাইকা লা-মাল্‌জাআ ওয়া লা-মাংজা মিংকা ইল্লা- ইলাইকা আ-মাংতু বিকিতা-বিকাল্লাযী আংঝালতা ওয়া বিনাবিইয়িকাল্লাযী আর্‌সালতা।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি নিজেকে তোমার নিকট সমর্পণ করলাম। আমি তোমার দিকে মুখ ফিরালাম, আমার কাজ তোমার নিকট ন্যস্ত করলাম, আমার পৃষ্ঠদেশকে তোমার দিকেই ঝুকিয়ে দিলাম আগ্রহে ও ভয়ে। তোমার সাহায্যের প্রতি ভরসা করলাম। একমাত্র তোমার নিকট ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থল নেই। আমি তোমার অবতীর্ণ কিতাবকে বিশ্বাস করি। আর ঐ নবীকে বিশ্বাস করি, যাকে তুমি নবী হিসাবে পাঠিয়েছ'। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কেউ যদি এ দো'আ পাঠ করে তারপর রাতে মৃত্যুবরণ করে, সে ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, ২০৯ পৃঃ, হা/২৩৮৫)*।

(৭) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন বিছানায় যেতেন তখন বলতেন,

الْحَمْدُ لِلَّه الَّذِىْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَأَوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لاَ كَافِىَ لَهُ وَلاَمُؤْوِىَ-

উচ্চারণ : *আল্‌হ:াম্‌দুলিল্লা-হিল্লাযী আত্ব'আমানা- ওয়া সাক্বানা ওয়া কাফা-না ওয়া আওয়া-না- ফাকাম মিম্‌মান লা- কা-ফিইয়া লাহূ ওয়লা- মূবিয়া।*

অর্থ : 'ঐ আল্লাহ্‌র প্রশংসা, যিনি আমাদেরকে খাওয়ালেন, পান করালেন, আমাদের প্রয়োজন নির্বাহ করলেন এবং আমাদেরকে আশ্রয় দিলেন। অথচ এমন কত লোক রয়েছে, যাদের না আছে কেউ প্রয়োজন নির্বাহক, আর না আছে কোন আশ্রয়দাতা' *(মুসলিম, মিশকাত, ২০৯ পৃঃ, হা/২৩৮৬)*।

(৮) হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন শয়নের ইচ্ছা করতেন, তখন হাত মাথার নীচে রাখতেন। অতঃপর তিন বার বলতেন,

اَللّٰهُمَّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ-

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা ক্বিনী 'আযা-বাকা ইয়াওমা তাব্'আছু 'ইবা-দাকা।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার আযাব হ'তে বাঁচিয়ে নিও, যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে পুনরুত্থিত করবে' *(তিরমিযী, মিশকাত, ২১০ পৃঃ, হা/২৪০০ 'সকাল-সন্ধ্যায় ও নিদ্রা যাওয়ার সময় দো'আ' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ)*।

(৯) হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন রাতে শয্যা গ্রহণ করতেন তখন তিনি তাঁর হাত গালের নীচে রাখতেন। অতঃপর বলতেন,

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَاَحْيَى-

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা বিস্মিকা আমূতু ওয়া আহ্ইয়া-।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নামে মৃত্যুবরণ করি এবং তোমার নামেই জীবিত হই' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, ২০৮ পৃঃ, হা/২৩৮২)*।

(১০) আলী (রাঃ) বলেন, একদা ফাতেমা (রাঃ) চাক্কি পিষতে তাঁর হাতে যে কষ্ট হয়, তা বলার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে গেলেন। তিনি সংবাদ পেয়েছিলেন যে, নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট যুদ্ধবন্দী গোলাম এসেছে। কিন্তু তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর সাক্ষাৎ পেলেন না। তখন আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট তা উল্লেখ করলেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) যখন আসলেন, তখন আয়েশা (রাঃ) তাঁকে এ সংবাদ দিলেন। আলী (রাঃ) বলেন, সংবাদ পেয়ে রাসূল (ছাঃ) আমাদের নিকটে আসলেন। তখন আমরা শয্যা গ্রহণ করেছি। আমরা উঠার চেষ্টা করলে তিনি বললেন, তোমরা নিজ নিজ জায়গায় থাক। অতঃপর তিনি আমার ও তার মধ্যখানে এসে বসলেন, যাতে তাঁর পায়ের শীতলতা আমার পেটে অনুভব করলাম। অতঃপর তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিসের সংবাদ দিব না, যা তোমরা যা চেয়েছ তার চেয়ে উত্তম। যখন তোমরা শয্যা গ্রহণ করবে, তখন ৩৩ বার سُبْحَانَ اللهِ *(সুব্হ:নাল্ল-হ)*, ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ *(আল্হ:ামদুলিল্লাহ)* এবং ৩৪ বার اَللهُ أَكْبَرُ *(আল্ল-হু আকবার)* বলবে। এটা তোমাদের চাকর অপেক্ষা উত্তম হবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, ২০৯ পৃঃ, হা/২৩৮৭)*।

পার্শ্ব পরিবর্তনের দো‘আ

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন রাতে পার্শ্ব পরিবর্তন করতেন, তখন বলতেন,

لاَ اِلَهَ إلاَّ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ–

উচ্চারণ : *লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হুল ওয়া-হি:দুল ক্বাহ্‌হা-র। রব্বুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযি ওয়া মা- বায়নাহুমাল ‘আঝীঝুল গফ্‌ফা-র।*

অর্থ : ‘আল্লাহ ব্যতীত কোন মা‘বূদ নেই, তিনি একক শক্তিশালী। আসমান-যমীন এবং এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু রয়েছে, সবকিছুর প্রতিপালক তিনি। তিনি পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল’ *(সনদ ছহীহ, মুস্তাদরাকে হাকেম, ১ম খণ্ড, ৭২৪ পৃঃ, হা/১৯৮০ ‘দো‘আ, তাকবীর ও তাহলীল’ অধ্যায়)*।

নিদ্রাবস্থায় ভয় পেয়ে অস্থির হ’লে দো‘আ

আমর ইবনু শো‘আইব (রাঃ) তার পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হ’তে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন তোমাদের কেউ ঘুমের মধ্যে ভয় পায়, তখন সে যেন বলে,

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمْزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَ اِنْ يَّحْضُرُوْنَ–

উচ্চারণ : *আঊযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তাম্মা-তি মিন গয্বাবিহী ওয়া ‘ইক্বা-বিহী ওয়া শার্‌রি ‘ইবা-দিহী ওয়া মিন হামঝা-তিশ শায়া-ত্বীনি ওয়া আইঁ ইয়াহ্:যুরুন।*

অর্থ : ‘আমি আল্লাহ্‌র পূর্ণবাক্য সমূহের আশ্রয় নিচ্ছি তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি হ’তে, তাঁর বান্দার অনিষ্ট হ’তে এবং শয়তানের খটকা হ’তে, আর সে যেন আমার নিকট উপস্থিত হ’তে না পারে’ *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৮৯৩, তিরমিযী, মিশকাত, ২১৭ পৃঃ, হা/২৪৭৭, সনদ হাসান)*।

নিদ্রাবস্থায় ভাল বা মন্দ স্বপ্ন দেখলে করণীয়

ঘুমের মধ্যে মন্দ স্বপ্ন দেখলে বাম পার্শ্বে তিনবার থুথু ফেলতে হবে, তিনবার أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ– *(আ‘ঊযুবিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্ব-নির্ রজীম)* পড়তে হবে এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করতে হবে। এ স্বপ্ন কারও সামনে বলা নিষিদ্ধ। ভাল

স্বপ্ন দেখলেও কাউকে বলতে হয় না। তবে একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুর সামনে অথবা জ্ঞানীদের সামনে বলা যেতে পারে।

আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘উত্তম স্বপ্ন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়। আর খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। কাজেই তোমাদের যে কেউ ভাল স্বপ্ন দেখে, সে যেন এমন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করে, যাকে সে ভালবাসে। আর যদি কেউ মন্দ স্বপ্ন দেখে তাহ’লে সে যেন এর ক্ষতি এবং শয়তানের অনিষ্ট হ’তে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চায় এবং বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে। স্বপ্নটি যেন কারো নিকট প্রকাশ না করে। তাহ’লে তা তার ক্ষতি করতে পারবে না’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, ৩৯৪ পৃঃ, হা/৪৬১২ ‘স্বপ্ন’ অধ্যায়)*।

জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন তোমাদের কেউ এমন স্বপ্ন দেখে, যা সে অপসন্দ করে, তখন সে যেন তার বাম দিকে তিন বার থুথু ফেলে। আর আল্লাহ্‌র নিকট তিন বার শয়তান হ’তে আশ্রয় চায় ও পার্শ্ব পরিবর্তন করে’ *(মুসলিম, মিশকাত, ৩৯৪ পৃঃ, হা/৪৬১৩)*।

শয্যা ত্যাগের দো‘আ সমূহ

(১) হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, যখন রাসূল (ছাঃ) ঘুম থেকে জাগ্রত হ’তেন তখন বলতেন,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ–

উচ্চারণ : *আল্‌হ:াম্‌দু লিল্লা-হিল্লাযী আহ্‌:ইয়া-না- বা‘দা মা- আমা-তানা- ওয়া ইলাইহিন নুশূর।*

অর্থ : ‘ঐ আল্লাহ্‌র প্রশংসা, যিনি মৃত্যুর পর আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করলেন। আমাদের প্রত্যাবর্তন তাঁরই দিকে’ *(বুখারী, মিশকাত, ২০৮ পৃঃ)*।

(২) উবাদা ইবনু ছামেত (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘কেউ যদি শেষ রাতে শয্যায় যাওয়ার পর ঘুম থেকে জেগে বলে,

لاَ اِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ–

উচ্চারণ : *লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্‌:দাহূ লা- শারীকা লাহ, লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হ:াম্‌দু ওয়া হুওয়া ‘আলা- কুল্লি শাইয়িং ক্বদীর, সুব্‌হ:া-নাল্লা-হি ওয়াল*

হ:ামদু লিল্লা-হি ওয়ালা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াল্ল-হু আকবার, ওয়া লা- হাওলা ওয়ালা- কুওওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হিল 'আলিইয়িল 'আয:ীম- রব্বিগ্ ফির্লী।

অর্থ : 'আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই অধীনে, প্রশংসা মাত্রই তাঁর। তিনি সমস্ত বস্তুর প্রতি ক্ষমতাশীল। আমরা আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করি। প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। আল্লাহ সবচেয়ে বড়। তাঁর সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি বা কোন উপায় নেই। তিনি উচ্চ, বড়। (শেষে বলবে,) 'হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও। তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে' *(বুখারী, ইবনু মাজাহ, হা/৩১৪২; মিশকাত হা/১২১৩ 'রাতে জাগ্রত হয়ে দো'আ' অনুচ্ছেদ, 'ছালাত' অধ্যায়)*।

(৩) অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘুম থেকে ওঠার সময় বলতেন,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ فِىْ جَسَدِىْ وَرَدَّ عَلَىَّ رُوْحِىْ وَأَذِنَ لِىْ بِذِكْرِهِ–

উচ্চারণ : *আল্হ:াম্দু লিল্লা-হিল্লাযী 'আ-ফা-নী ফী জাসাদী ওয়া রদ্দা 'আলাইইয়া রূহ:ী ওয়া আযিনালী বিযিক্রিহ।*

অর্থ : 'প্রশংসা ঐ আল্লাহ্র জন্য, যিনি আমার শরীরে নিরাপত্তা দান করেছেন, আত্মা ফেরত দিয়েছেন এবং তাঁকে স্মরণ করার সুযোগ দিয়েছেন' *(ছহীহ তিরমিযী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৪)*।

(৪) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন শেষ রাতে তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়ের জন্য উঠতেন, তখন সূরা আলে ইমরানের শেষ রুকূ তিলাওয়াত করতেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, ১০৬ পৃঃ)*।

অন্য বর্ণনায় শেষ রুকূর প্রথম ৫ আয়াত পড়ার কথা আছে *(ছহীহ নাসাঈ হা/১৬২৫; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১২০৯ 'রাতের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*।

মোরগ, গাধা ও কুকুরের ডাক শুনে দো'আ

রাতে বা দিনে মোরগের ডাক শুনলে আল্লাহ্র অনুগ্রহ চাইতে হবে। আর গাধা ও কুকুরের ডাক শুনলে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাইতে হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনবে তখন আল্লাহ্র অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে। কেননা মোরগ ফেরেশতা দেখতে পায়। আর যখন গাধার ডাক শুনবে, তখন শয়তান হ'তে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাইবে। কারণ গাধা শয়তান দেখতে পায়' *(মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫১)*।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমরা কুকুর ও গাধার চিৎকার শুনতে পাও, তখন ঐসব হ'তে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাও। কেননা তারা এমন কিছু দেখে থাকে, যা তোমরা দেখতে পাও না' *(আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত, পৃঃ ৩৩৭)*। আল্লাহ্র অনুগ্রহ চাওয়ার সময় বলা যায়, اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ أَسْأَلُكَ مِــنْ فَــضْلِكَ *(আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা মিং ফাযলিকা)*। আর পরিত্রাণ চাওয়ার সময় বলা যায়, –أَعُوْذُ بِاللهِ مِــنَ الــشَّيْطَانِ الــرَّجِيْمِ *(আ'ঊযুবিল্লা-হি মিনাশ্ শায়ত্বা-নির রজীম)*।

কাপড় পরিধানের দো'আ

মু'আয ইবনু আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নতুন কাপড় পরিধান করে, সে যেন বলে,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى كَسَانِى هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّى وَلاَ قُوَّةٍ–

উচ্চারণ : *আল্হ:াম্দু লিল্লা-হিল্লাযী কাসা-নী হা-যা ওয়া রাঝাক্বানীহি মিন্ গয়রি হাওলিম মিন্নী ওয়ালা- কুওয়াহ।*

অর্থ : 'যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্র জন্য, যিনি আমাকে এই পোষাক পরিধান করিয়েছেন এবং আমার শক্তি-সামর্থ্য ব্যতীতই তিনি তা আমাকে দান করেছেন' *(আবুদাঊদ, মিশকাত, ৩৩৫ পৃঃ, মিশকাত হা/৪৩৪৩ 'পোশাক' অধ্যায়, সনদ হাসান)*।

নতুন কাপড় পরিধানের দো'আ

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখনই কোন নতুন পোষাক পরিধান করতেন, তখন তার নাম উল্লেখ করতেন। যেমন পাগড়ী, জামা, চাদর ইত্যাদি। অতঃপর বলতেন,

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ–

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা লাকাল হ:াম্দু আংতা কাসাওতানীহি আস্আলুকা খইরহু ওয়া খইরা মা- স্বুনি'আ লাহু, ওয়া আ'ঊযুবিকা মিং শার্রিহী ওয়া শার্রি মা- স্বুনি'আ লাহু।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমারই, তুমি আমাকে এ পোষাক পরিধান করিয়েছ। আমি তোমার নিকট এর কল্যাণ কামনা করছি এবং যে উদ্দেশ্যে এটা প্রস্তুত করা হয়েছে, তারও কল্যাণ কামনা করছি এবং তার অনিষ্ট হ'তে পরিত্রাণ চাচ্ছি। আর যে অনিষ্টের উদ্দেশ্যে তা প্রস্তুত করা হয়েছে, সে অনিষ্ট হ'তে পরিত্রাণ চাচ্ছি' *(আবুদাউদ, মিশকাত ৩৭৫ পৃঃ, সনদ ছহীহ)*। অন্য বর্ণনায় পোষাক খোলার সময় 'বিস্মিল্লাহ' বলার কথা এসেছে *(তিরমিযী, সনদ ছহীহ, হিছনুল মুসলিম, পৃঃ ১৩)*।

পায়খানায় প্রবেশের দো'আ

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন তখন বলতেন,

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ-

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল্ খুবুছি ওয়াল্ খাবা-য়িছ।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অপবিত্র জিন ও অপবিত্রা জিন্নী হ'তে আশ্রয় চাচ্ছি' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হা/৩৩৭,পৃঃ ৩৪২ 'পেশাব-পায়খানার আদব' অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ-

উচ্চারণ : *বিসমিল্লা-হি আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল্ খুবুছি ওয়াল্ খাবায়িছ।*

অর্থ : 'আল্লাহর নামে, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অপবিত্র জিন নর-নারীর অনিষ্ট হ'তে আশ্রয় প্রার্থনা করি' *(তিরমিযী, মিশকাত পৃঃ ৪৩ হা/৩৫৮, সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/৫০-এর আলোচনা দ্রঃ)*।

পায়খানা হ'তে বের হওয়ার দো'আ

আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন পায়খানা হ'তে বের হ'তেন, তখন বলতেন غُفْرَانَكَ *(গুফ্রা-নাকা)* 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত, পৃঃ ৪৩, সনদ ছহীহ)*।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِيْ এ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(ইবনু মাজাহ হা/৩০১; মিশকাত হা/৩৭৪)*।

ওযূ করার পূর্বের দো'আ

সাঈদ ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি 'বিসমিল্লাহ' বলবে না, তার ওযূ হবে না' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত, পৃঃ ৪৬; হা/৪০২ 'ওযূর সুন্নাত' অনুচ্ছেদ; ইরওয়াউল গালীল, ১ম খণ্ড, ১১২ পৃঃ, সনদ হাসান, হা/৮৯)*। অর্থাৎ সে পূর্ণ নেকী পাবে না।

ওযূর পরের দো'আ

ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উত্তম রূপে ওযূ করবে অথবা পূর্ণ নিয়মের সাথে ওযূ করবে, অতঃপর বলবে,

أَشْهَدُ أَنْ لاَ اِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ–

উচ্চারণ : *আশ্হাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্‌:দাহূ লা- শারীকালাহূ ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহ:ম্মাদান 'আব্‌দুহূ ওয়া রসূলুহ।*

অর্থ : 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি একক, তার কোন শরীক নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহম্মাদ (ছঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হয়, যে কোন দরজা দিয়ে সে প্রবেশ করতে পারে' *(মুসলিম, মিশকাত ৩৯ পৃঃ হা/২৮৯ 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*। তিরমিযীতে বর্ধিত আকারে রয়েছে,

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ–

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মাজ 'আলনী মিনাত তাওওয়া-বীনা ওয়াজ'আলনী মিনাল মুতাত্বহহিরীন।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমাকে তওবাকারী ও পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর' *(ছহীহ তিরমিযী, মিশকাত হা/২৮৯; ইরওয়া হা/৯৬-এর আলোচনা দ্রঃ সনদ ছহীহ)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) ওযূর পর বলতেন,

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ اِلَهَ إِلاَّ اَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ–

উচ্চারণ : *সুব্‌হ:হানাকা আল্ল-হুম্মা ওয়া বিহ:াম্‌দিকা আশ্হাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লা- আংতা আস্‌তাগ্‌ফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তোমার নিকটেই ক্ষমা চাচ্ছি এবং তোমার নিকটেই ফিরে যাব' *(শাওকানী, তুহফাতুয যাকেরীন হা/৯৩; ইরওয়াউল গালীল, ৩/৯৪পৃঃ, হা/৬২৬ ও ৯৬-এর আলোচনা দ্রঃ)*।

বাড়ী থেকে বের হওয়ার দো'আ

(১) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন কোন ব্যক্তি ঘর হ'তে বের হওয়ার সময়ে বলে, بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُــوَّةَ إلاَّ بِــاللهِ *(বিস্‌মিল্লা-হি তাওয়াক্কাল্‌তু 'আলাল্ল-হ, ওয়া লা- হাওলা ওয়ালা- কুওওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হ)* 'আল্লাহ্‌র নামে বের হ'লাম, তাঁর উপর ভরসা করলাম। আমার কোন উপায় এবং ক্ষমতা নেই আল্লাহ ব্যতীত'। তখন তাকে বলা হয়, তোমাকে পথ দেখানো হ'ল, উপায় করে দেওয়া হ'ল এবং সংরক্ষণ করা হ'ল। ফলে শয়তান তার নিকট হ'তে দূর হয়ে যায় এবং অপর শয়তান এই শয়তানকে বলে, তুমি ঐ ব্যক্তির কি করবে, যাকে পথ দেখানো হয়েছে, উপায় বাতলে দেওয়া হয়েছে এবং রক্ষা করা হয়েছে' *(আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, তিরমিযী, ৩/১৫১ পৃঃ, হা/৩৬৬৬; মিশকাত, পৃঃ ২১৫, হা/২৪৪৩, 'বিভিন্ন সময়ের দো'আ সমূহ' অনুচ্ছেদ)*।

(২) উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখনই আমার ঘর হ'তে বের হ'তেন, তখন আকাশের দিকে মাথা উঠিয়ে বলতেন,

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَّ اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَجْهَــلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَىَّ-

***উচ্চারণ :** আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা আন্ আযিল্লা আও উযাল্লা আও আঝিল্লা আও উঝাল্লা আও আয:লিমা আও উয:লামা আও আজহালা আও ইয়ূজহালা 'আলাইইয়া।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই বিপথগামী হওয়া, বিপথগামী করা, উৎপীড়ন করা, উৎপীড়িত হওয়া, অজ্ঞতা প্রকাশ করা বা অজ্ঞতা প্রকাশ করার পাত্র হ'তে' *(আবুদাঊদ, ছহীহ তিরমিযী, ৩/১৫২ পৃঃ, মিশকাত পৃঃ ২১৫, হা/২৪৪২, সনদ ছহীহ)*।

মসজিদের দিকে গমনের দো'আ

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন মসজিদের দিকে যেতেন, তখন বলতেন,

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَّفِىْ لِسَانِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ فِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ فِـــىْ بَصَرِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ مِنْ خَلْفِىْ نُوْرَا وَّمِنْ أَمَامِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ مِنْ فَوْقِىْ نُوْرًا وِّمِـــنْ تَحْتِىْ نُوْرًا، اَللّٰهُمَّ أَعْطِنِىْ نُوْرًا–

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মাজ্‘আল্ ফী ক্বল্বী নূরা, ওয়া ফী লিসা-নী নূরা-, ওয়াজ্‘আল্ ফী সাম‘ঈ নূরা-, ওয়াজ্‘আল্ ফী বাস্বারী নূরা-, ওয়াজ্‘আল্ মিন্ খল্ফী নূরা-, ওয়া মিন্ আমা-মী নূরা-, ওয়াজ্‘আল্ মিন্ ফাওক্বী নূরা-, ওয়া মিন্ তাহ্:তী নূরা-, আল্ল-হুম্মা আ‘ত্বিনী নূরা-।*

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরে, জিহ্বায়, কর্ণে ও চোখে আলো দান কর। আমার পিছনে ও সামনে আলো দান কর। আলো দান কর আমার উপরে ও নীচে। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আলো দান কর’ *(মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ১০৬, হা/১১৯৫ ‘রাতের ছালাত’ অনুচ্ছেদ)*।

মসজিদে প্রবেশ করা ও বের হওয়ার দো‘আ

মসজিদে প্রবেশের একাধিক দো‘আ ছহীহ হাদীছ সমূহে বর্ণিত হয়েছে।

(১) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে যেন বলে,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ–

(আল্ল-হুম্মাফ্তাহ্:লী আব্ওয়া-বা রহ্:মাতিক) ‘হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দাও’। আর যখন বের হবে, তখন যেন বলে,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ–

(আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা মিং ফায্লিক) ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি’ *(মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৬৮, হা/৭০৩, ‘মসজিদ ও ছালাতের অন্যান্য স্থান সমূহ’ অনুচ্ছেদ)*।

(২) ফাতেমা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করতেন। অতঃপর বলতেন,

رَبِّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ-

(রব্বিগ্‌ফির্‌লী যুনূবী ওয়াফ্‌তাহ্‌:লী আব্‌ওয়া-বা রহ:মাতিক) ‘হে আল্লাহ! আমার পাপসমূহ ক্ষমা করে দাও এবং আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দাও’। আর যখন বের হ’তেন তখনও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করতেন। অতঃপর বলতেন,

رَبِّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ أَبْوَابَ فَضْلِكَ-

(রব্বিগ্‌ফির্‌লী যুনূবী ওয়াফ্‌তাহ্‌:লী আব্‌ওয়া-বা ফায্‌লিক) ‘হে আমার প্রতিপালক! আমার পাপ সমূহ ক্ষমা করে দাও এবং তোমার অনুগ্রহের দরজাসমূহ আমার জন্য খুলে দাও’ *(ছহীহ ইবনু মাজাহ, হা/৬৩২ ‘মসজিদে প্রবেশের দো‘আ সমূহ’ অনুচ্ছেদ; মিশকাত পৃঃ ৭০, হা/৭৩১ ‘মসজিদ ও ছালাতের অন্যান্য স্থান সমূহ’ অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ)*।

(৩) আমর ইবনুল ‘আছ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন, তখন বলতেন,

أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ-

উচ্চারণ : *আ‘উযু বিল্লা-হিল ‘আযীম ওয়াবি ওয়াজ্‌হিহিল কারীম, ওয়া সুল্‌ত্ব-নিহিল ক্বদীমি মিনাশ্‌ শায়ত্ব-নির রজীম।*

অর্থ : ‘আমি মহান আল্লাহ্‌র নিকট বিতাড়িত শয়তান হ’তে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যিনি সর্বদা রাজত্বের এবং মর্যাদাপূর্ণ চেহারার অধিকারী’ *(আবুদাঊদ, ১/৬৭ পৃঃ হা/৪৬৬; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৭৪৯)* ।

উপরোক্ত হাদীছ সমূহ একত্রিত করলে মসজিদে প্রবেশের দো‘আ হবে নিম্নরূপ:

أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ اَللّهُمَّ افْتَحْ لِىْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ-

উচ্চারণ : *আ‘উযু বিল্লা-হিল ‘আযীম ওয়াবি ওয়াজ্‌হিহিল কারীম, ওয়া সুল্‌ত্ব-নিহিল ক্বদীমি মিনাশ্‌ শায়ত্ব-নির রজীম। বিস্‌মিল্লা-হি ওয়াস্ব স্বলা-তু ওয়াস্‌সালা-মু ‘আলা- রসূলিল্লা-হি, আল্ল-হুম্মাফ্‌তাহ:লী আব্‌ওয়া-বা রহ্‌:মাতিক।*

আর মসজিদ থেকে বের হওয়ার দো‘আ হবে নিম্নরূপ:

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ اَللّٰهُــمَّ اعْصِمْنِىْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ–

উচ্চারণ : *বিস্‌মিল্লা-হি ওয়াস্ব স্বলা-তু ওয়াস্‌সালা-মু 'আলা- রসূলিল্লা-হি, আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা মিং ফায্বলিকা আল্ল-হুম্মা'সিম্‌নী মিনাশ্ শায়ত্ব-নির রজীম। (ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৬৩২, ৬৩৪; ছহীহ আবুদাউদ হা/৪৬৬; সনদ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/৭০৩,৭৩১, ৭৪৯)।*

আযানের জওয়াব এবং আযান শেষের দো'আ

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনে 'আছ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'যখন তোমরা মুআযযিনের আযান শুনতে পাও, তখন সে যা বলে তোমরা তাই বল। অতঃপর আমার উপর দরূদ পাঠ কর। কেননা যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তার উপর ১০ বার রহমত বর্ষন করবেন। অতঃপর তোমরা আল্লাহর নিকট আমার জন্য ওয়াসীলা নামক স্থানটি চাও। কেননা উহা জান্নাতের এমন একটি স্থান, যা আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে একজনের জন্য নির্ধারিত। আমার ধারণা, আমিই সে ব্যক্তি। যে ব্যক্তি আমার জন্য উক্ত স্থান প্রার্থনা করবে, তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যাবে' *(মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৬৫ পৃঃ হা/৬৫৭ 'আযানের ফযীলত ও মুয়াযযিনের করণীয়' অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, মুয়াযযিন যখন 'হাইয়া 'আলাছ ছালাহ' এবং 'হাইয়া 'আলাল ফালাহ' বলবে, তখন শ্রোতাকে 'লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৬৫ হা/৬৫৮)*।

জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আযান শুনে বলবে,

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِــيْلَةَ وَالْفَــضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَانِ الَّذِىْ وَعَدْتَهُ–

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা রব্বা হা-যিহিদ্ দা'ওয়াতিত তা-ম্মাহ ওয়াস্বলা-তিল ক্ব-য়িমাহ, আ-তি মুহ:াম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফায্বীলাহ, ওয়াব্'আছ্‌হু মাক্ব-মাম মাহ্:মূদানিল্লাযী ওয়া'আত্তাহ।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত ছালাতের তুমিই প্রভু! মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে অসীলা নামক স্থান ও মর্যাদা দান কর। তুমি তাঁকে সেই

প্রশংসিত স্থানে পৌঁছে দাও, যা তাঁকে প্রদানের ওয়াদা তুমি করেছ।' তাহ'লে ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য আমার শাফা'আত ওয়াজিব হয়ে যাবে' *(বুখারী, মিশকাত, হা/৬৫৯, পৃঃ ৬৫)*।

প্রকাশ থাকে যে, আযানের দো'আতে নিম্নোক্ত দু'টি বাক্য কেউ কেউ বৃদ্ধি করে থাকে। যার কোন ভিত্তি নেই। (১) وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ (২) اِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَـــادَ *(আলবানী, তাহক্বীক মিশকাত হা/৬৫৯ টীকা নং ২)*।

সা'দ ইবনু আবু ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মুআযযিনের আযান শুনে বলবে,

أَشْهَدُ أَنْ لاَ اِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً وَبِالْإِسَلاَمِ دِيْنًا–

উচ্চারণ : *আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্‌:দাহূ লা- শারীকালাহূ ওয়া আন্না মুহ:াম্মাদান 'আব্‌দুহূ ওয়া রসূলুহ, রযীতু বিল্লা-হি রব্বাঁ- ওয়া বিমুহ:াম্মাদির রসূলা-, ওয়া বিল ইসলা-মি দ্বীনা-।*

অর্থ : 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আল্লাহ্‌কে প্রতিপালক হিসাবে, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে রাসূল হিসাবে এবং ইসলামকে দ্বীন হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি' তাহ'লে তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে' *(মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৬৫, হা/৬৬১ 'আযানের ফযীলত ও মুয়াযযিনের করণীয়' অনুচ্ছেদ)*।

ইক্বামতের জবাব

ইক্বামত দেয়ার সময় মুছল্লীগণ মুয়াযযিনের সাথে সাথে ইক্বামতের শব্দগুলি বলবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আযান ও ইক্বামত উভয়কেই আযান বলেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৬২; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৮৮ পৃঃ; হাইয়াতু কিবারিল ওলামা ১/২৭১ পৃঃ)*। উল্লেখ্য, قَدْ قَامَت الصَّلاَةُ *(ক্বাদ ক্ব-মাতিস্ব স্বলা-হ)*-এর জবাবে أَقَامَهَا اللهُ وأَدَمَهَا বলার হাদীছটি য'ঈফ *(যঈফ আবদাউদ হা/৫২৮; ইরওয়াউল গালীল হা/২৪১, ১/২৫৮ পৃঃ; আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৬৭০-এর টীকান নং ১)*।

অতএব ইক্বামতের শব্দগুলির জবাবে মুছল্লীদেরও আযানের অনুরূপই বলতে হবে।

ইমাম ও মুয়াযযিনের জন্য দো'আ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ইমাম যিম্মাদার এবং মুয়াযযিন আমানতদার।

اللهُمَّ أَرْشِدِ الأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ *(আল্ল-হুম্মা আর্‌শিদিল্‌ আইম্মাতা ওয়াগ্‌ফির লিল মুওয়ায্‌যিনীন)* 'হে আল্লাহ! তুমি ইমামদের সঠিক পথ প্রদর্শন কর এবং মুয়াযযিনদের ক্ষমা কর' *(ছহীহ আবুদাউদ হা/৫১৭ সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৬৬৩)*।

তাকবীরে তাহরীমার পর পঠিত দো'আ সমূহ

(১) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) তাকবীরে তাহ্‌রীমা এবং ক্বিরাআতে মধ্যবর্তী সময়ে কিছু সময় চুপ থাকতেন। আমি একবার বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কুরবান হউক, আপনি যে তাকবীর ও ক্বিরাআতের মাঝে চুপ থাকেন, তখন কি বলেন? তিনি বললেন যে, আমি তখন বলি,

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ–

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা বা-'ইদ বাইনী ওয়া বাইনা খাত্ব-ইয়া-ইয়া কামা বা-'আত্তা বাইনাল মাশ্‌রিক্বি ওয়াল মাগরিব। আল্ল-হুম্মা নাক্বক্বিনী মিনাল খাত্ব-ইয়া কামা-ইয়ূনাক্বক্বাছ ছাওবুল আব্‌ইয়াযু মিনাদ দানাস। আল্ল-হুম্মাগ্‌সিল খাত্ব-ইয়া-ইয়া বিলমা-য়ি ওয়াছ ছালজি ওয়াল বারাদ।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমার ও আমার পাপ সমূহের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও, যেরূপ তুমি দূরত্ব সৃষ্টি করেছ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার পাপসমূহ হ'তে পরিচ্ছন্ন কর, যেরূপ পরিচ্ছন্ন করা হয় ময়লা থেকে সাদা কাপড়কে। হে আল্লাহ! তুমি আমার পাপসমূহ ধুয়ে ফেল পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৭৭, হা/৮১২ 'তাকবীরের পর কি বলবে' অনুচ্ছেদ)*।

(২) আলী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন ছালাত শুরু করতেন, তখন তাকবীরে তাহ্‌রীমার পর বলতেন,

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، إِنَّ صَلَوتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّيْ وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ جَمِيْعًا أَنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ وَاهْدِنِيْ لِأَحْسَنِ الْأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِيْ لِأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِيْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ-

উচ্চারণ : *ওয়াজ্জাহতু ওয়াজ্হি-য়্যা লিল্লাযী ফাত্বরাস সামা-ওয়াতি ওয়াল আরয়া হ:নীফাওঁ ওয়ামা- আনা মিনাল মুশরিকীনা। ইন্না- স্বলা-তী ওয়ানুসুকী ওয়া মাহ:ইয়া-য়্যা ওয়া মা-মাতী লিল্লা-হি রব্বিল 'আলা-মীন, লা-শারীকালাহূ, ওয়া বিযা-লিকা উমিরতু ওয়া আনা মিনাল মুসলিমীন। আল্ল-হুম্মা আংতাল মালিকু লা-ইলা-হা ইল্লা- আংতা, আংতা রব্বী ওয়া আনা 'আব্দুকা য:লামতু নাফ্সী ওয়া'তারফ্তু বিযাম্বী ফাগ্ফির্লী যুনূবী জামী'আ। আন্নাহূ লা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা- আংতা, ওয়াহ্দিনী লি আহ:সানিল আখলা-ক্ব, লা-ইয়াহ্দী লিআহ্:সানিহা ইল্লা- আংতা ওয়াস্বরিফ্ 'আন্নী সাইয়িআহা- লা- ইয়াস্বরিফু আন্নী সাইয়িআহা ইল্লা- আংতা, লাব্বাইকা ওয়া সা'আদাইকা ওয়াল খইরু কুল্লুহূ বিইয়াদাইক, ওয়াশ্শাররু লাইসা ইলাইকা আনা-বিকা ওয়া ইলাইকা, তাবা-রাক্তা ওয়া তা-'আলাইতা আস্তাগ ফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা।*

অর্থ : 'আমি আমার মুখমণ্ডল ফিরাচ্ছি তাঁর দিকে, যিনি আসমান ও যমীনসমূহ সৃষ্টি করেছেন। আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয়ই আমার ছালাত, আমার ইবাদত বা কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ আল্লাহ্র জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই। আর এ জন্যই আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। হে আল্লাহ! তুমিই বাদশাহ, তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তুমি আমার প্রভু, আর আমি তোমার দাস। আমি আমার উপর যুলম করেছি। তাই আমি আমার অপরাধ স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কর। নিশ্চয়ই তুমি ব্যতীত অন্য কেউ অপরাধ ক্ষমা করতে পারে না। আর আমাকে চালিত কর উত্তম চরিত্রের পথে, তুমি ব্যতীত অন্য কেউ উত্তম চরিত্রের পথে চালিত করতে পারে না। তুমি দূরে রাখ আমা হ'তে মন্দ আচরণকে, তুমি ব্যতীত অন্য কেউ আমাকে তা হ'তে

দূরে রাখতে পারে না। হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত আছি তোমার নিকটে এবং প্রস্তুত আছি তোমার আদেশ পালনে। কল্যাণ সমস্তই তোমার হাতে এবং অকল্যাণ তোমার উপর বর্তায় না। আমি তোমার সাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত আছি এবং তোমারই নিকট প্রত্যাবর্তন করব। তুমি মঙ্গলময়, তুমি উচ্চ। আমি তোমার নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছি এবং তোমার দিকে ফিরে যাচ্ছি' *(মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৭৭, হা/৮১৩)*।

(৩) আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন ছালাত শুরু করতেন তখন বলতেন,

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلٰهَ غَيْرُكَ–

উচ্চারণ : *সুব্হ:নাকা আল্ল-হুম্মা ওয়া বিহ:াম্দিকা ওয়া তাবা-রকাস্মুকা ওয়া তা'আ-লা- জাদ্দুকা লা-ইলাহা গইরুক।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! প্রশংসা সহকারে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তোমার নাম মঙ্গলময় হউক, তোমার নাম সুউচ্চ হউক। তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত, হা/৮১৫ ও ৮১৬-এর টীকা দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৭৭)*।

(৪) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন রাতে তাহাজ্জুদে দাঁড়াতেন তখন পড়তেন,

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَالِكُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَائُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ إِلٰهَ غَيْرُكَ.

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা লাকাল হ:ামদু আংতা ক্বইয়িমুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরয্, ওয়ামাং ফীহিন্না ওয়া লাকাল হ:ামদু আংতা নূরুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরয্, ওয়ামাং ফীহিন্না ওয়ালাকা হ:ামদু আংতা মা-লিকুস সামা-ওয়াতি ওয়াল আরয্, ওমাং ফীহিন্না ওয়ালাকাল হ:ামদু আংতাল হ:াক্বক্বু, ওয়া'দুকাল হ:াক্বু ওয়া লিক্বা-*

উকা হ:াক্বকুন ওয়া ক্বওলুকা হ:াক্বকুন, ওয়াল জান্নাতু হ:াক্বকুন, ওয়ান নারু হ:াক্বকুন, ওয়ান নাবয়্যুনা হ:াক্বকুন, ওয়া মুহ:াম্মাদুন হ:াক্বকুন, ওয়াস সা‘আতু হ:াক্বকুন, আল্ল-হুম্মা লাকা আসলামতু ওয়াবিকা আ-মাংতু ওয়া ‘আলাইকা তাওয়াককালতু, ওয়া ইলাইকা আ-নাবতু ওয়াবিকা খা-স্বামতু ওয়া ইলাইকা হ:াকামতু ফাগফিরলী মা- ক্বদ্দামতু ওয়ামা- আখ্খারতু ওয়ামা- আসরারতু ওয়ামা- আ‘লাংতু ওয়ামা- আংতা আ‘‘লামু বিহী মিন্নী, আংতাল মুক্বাদ্দিমু, ওয়া আংতাল মুআ-খখিরু, লা-ইলা-হা ইল্লা- আংতা ওয়া লা-ইলা-হা গইরুক।

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তোমারই জন্য। আসমান, যমীন এবং এদের মধ্যস্থিত যা কিছু আছে সবকিছুর তুমিই অধিকর্তা। প্রশংসা মাত্রই তোমার। আসমান, যমীন এবং এদের মধ্যস্থিত যা কিছু আছে, তুমি সবকিছুর নূর বা জ্যোতি। (হে আল্লাহ!) প্রশংসা মাত্রই তোমার জন্য। আসমান, যমীন এবং উভয়ের মধ্যস্থিত যা কিছু আছে তুমি ঐ সবের প্রতিপালক। (হে আল্লাহ!) প্রশংসা মাত্রই তোমার। আসমান ও যমীনের রাজত্ব তোমার। সকল গুণকীর্তন তোমার জন্যই। তুমি সত্য, তোমার অঙ্গীকার সত্য, তোমার বাণী সত্য, তোমার দর্শন লাভ সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, নবীগণ সত্য, মুহাম্মাদ (ছাঃ) সত্য এবং ক্বিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ! তোমার নিকটে আত্মসমর্পন করলাম, তোমারই উপর নির্ভরশীল হ’লাম, তোমার উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করলাম, তোমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হ’লাম, তোমারই সাহায্যের প্রত্যাশায় শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ’লাম এবং তোমাকেই বিচারক নির্ধারণ করলাম। অতএব আমার পূর্বের ও পরের গোপনীয় এবং প্রকাশ্য দুষ্কর্ম সমূহ মাফ করে দাও। তুমি ব্যতীত ইবদতের যোগ্য কোন মা‘বূদ নেই’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ১০৭, হা/১২১১ ‘রাতে ছালাতে দাঁড়ানোর সময় কি বলবে’ অনুচ্ছেদ)*।

রুকূর দো‘আ সমূহ

(১) ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন তোমাদের কেউ রুকূ করবে তখন সে যেন তিনবার বলে, سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ *(সুব্হ:া-না রব্বিয়াল আযীম)* ‘আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি’ *(আবুদাউদ, মিশকাত, পৃঃ ৮২)*।

(২) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) রুকূ এবং সিজদায় বেশী বেশী বলতেন,

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ-

উচ্চারণ : *সুব্হ:া-নাকা আল্ল-হুম্মা রব্বানা ওয়া বিহ:ামদিকা আল্ল-হুম মাগ্ফির্লী।*

অর্থ : 'হে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ! তোমার প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা বর্ণনা করছি। হে আল্লাহ! আমাকে তুমি মাফ করে দাও' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৮২, হা/৮৭১ 'রুকূ' অনুচ্ছেদ)*।

(৩) আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) রুকূ এবং সিজদায় বলতেন,

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ .

উচ্চারণ : *সুব্বূহুন কুদ্দূসুন রব্বুল মালা-ইকাতি ওয়ার-রূহ:।*

অর্থ : '(আল্লাহ) স্বীয় সত্তায় পবিত্র এবং গুণাবলীতেও পবিত্র যিনি ফেরেশতাকুল এবং জিবরীল (আঃ)-এর প্রতিপালক' *(মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৮২, হা/৮৭২)*।

(৪) আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন রুকূ করতেন তখন বলতেন,

اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَمُخِّيْ وَعَظْمِيْ و عَصْبِيْ.

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা লাকা রকা'তু ওয়া বিকা আ-মাংতু ওয়া লাকা আসলামতু খশা'আলাকা সাম'ঈ ওয়া বাস্বারী ওয়া মুখখী ওয়া 'আয:মী, ওয়া 'আস্ববী।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য রুকূ করছি, একমাত্র তোমারই প্রতি ঈমান এনেছি। একমাত্র তোমার কাছেই আত্মসমর্পন করেছি। আমার কর্ণ, চোখ, মস্তিষ্ক, হাড় স্নায়ূ তোমার ভয়ে শ্রদ্ধায় বিনয়াবনত' *(মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৭৭, হা/৮১৩ 'তাকবীরে তাহরীমার পরে কি বলবে' অনুচ্ছেদ)*।

(৫) আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) রুকূ এবং সিজদায় বলতেন, سُبْحَنَكَ وَبِحَمْدِكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ *(সুব্হ:া-নাক ওয়া বিহ:াম্দিকা আস্তাগ্ফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা)*। 'তোমার প্রশংসা সহকারে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তোমার নিকট ক্ষমা চাই, তোমার নিকট তওবা *করি' (সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৬৯)*।

রুকূ হ'তে উঠার দো'আ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন ইমাম 'সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ' বলবে, তখন তোমরা বলবে, اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ *(আল্ল-হুম্মা রব্বানা- লাকাল হ:াম্‌দ)* 'হে আল্লাহ! যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র তোমারই' (*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৮২*)।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন রুকূ হ'তে মাথা উঠাতেন, তখন বলতেন,

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْأَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْأَ الْأَرْضِ وَمِلْأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ–

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা রব্বানা- লাকাল হ:াম্‌দু মিল্‌আস সামা-ওয়া-তি ওয়া মিল্‌আল আরযি ওয়া মিল্‌আ মা- শি'তা মিং শাইয়িম বা'দু আহ্‌লাছ ছানা-য়ি ওয়াল মাজ্‌দি আহ:াক্কু মা-ক্ব-লাল 'আবদু ওয়া কুল্লুনা- লাকা 'আবদুন, আল্ল-হুম্মা লা- মা-নি'আ লিমা- আ'ত্বইতা ওয়ালা- মু'ত্বিয়া লিমা- মানা'তা ওয়ালা- ইয়ান্‌ফায়ু যাল জাদ্দি মিংকাল জাদ্দ।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তোমারই প্রশংসা যা আসমান পরিপূর্ণ, যমীন পরিপূর্ণ এবং তুমি যা চাও তা পরিপূর্ণ। হে প্রশংসা ও মর্যাদার অধিকারী! মানুষ যা (তোমার প্রশংসায়) বলে তুমি তার চেয়ে অধিক উপযোগী। আমরা সকলেই তোমার দাস। হে আল্লাহ! তুমি যা প্রদান করবে, তাতে বাধা দেওয়ার কেউ নেই। আর তুমি যাতে বাধা প্রদান করবে, তা প্রদানের কেউ নেই। কোন সম্পদশালীর সম্পদ তোমার শাস্তি হ'তে রক্ষা করতে পারবে না। সে সম্পদও তোমার নিকট থেকে প্রাপ্ত' (*মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৮২*)।

সিজদার দো'আ

(১) তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى *(সুব্‌হ:া-না রব্বিয়াল আ'লা)* (*তিরমিযী, মিশকাত, পৃঃ ৮৩, সনদ হাসান*)।

(২) سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ

(সুব্‌হ:া-নাকা আল্লা-হুম্মা রব্বানা-ওয়া বিহ:াম্‌দিকা আল্লা-হুম মাগ্‌ফির্‌লী)

(৩) سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ

(সুব্বূহু:ন কুদ্দূসুন রব্বুল মালা-ইকাতি ওয়ার-রূহ:)

(৪) আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন সিজদা করতেন তখন বলতেন,

اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ خَلَقَهُ وَصَــوَّرَهُ وشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ–

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা লাকা সাজাদ্‌তু ও বিকা আ-মাংতু ওয়া লাকা আস্‌লামতু সাজাদা ওয়াজ্‌হিয়া লিল্লা-যী খালাক্বাহূ ওয়া স্বওওয়ারাহূ ওয়া শাক্কা সাম'আহু ওয়া বাস্বারহূ তাবা-রকাল্ল-হু আহ:সানুল খ-লিক্বীন।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য সিজদা করছি, তোমার প্রতি ঈমান এনেছি, তোমার জন্য নিজেকে সপে দিয়েছি। আমার মুখমণ্ডল সিজদায় অবনত হয়েছে সেই সত্তার জন্য, যিনি একে সৃষ্টি করেছেন, এর আকৃতি দান করেছেন এবং এর কান ও চোখ খুলে দিয়েছেন। মঙ্গলময় আল্লাহ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তা' (*মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৭৭, হা/৮১৩*)।

(৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) সিজদায় বলতেন,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ كُلَّهُ دِقَّهُ وَجُلَّهُ وَاَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلاَنِيَّتَهُ وَسِرَّهُ–

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মাগ্‌ফির্‌লী যাম্‌বী কুল্লাহূ দিক্কাহূ ওয়া জিল্লাহূ ওয়া আউওয়ালাহূ ওয়া আ-খিরাহূ ওয়া 'আলা-নিয়্যাতাহূ ওয়া সির্‌রাহ।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি আমার ছোট-বড়, পূর্বের-পরের এবং প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও' (*মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৭৭, হা/৮৯২*)।

(৬) আয়েশা (রাঃ) বলেন, এক রাতে আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বিছানায় পেলাম না। আমি তাঁকে খুঁজতে লাগলাম। আমার হাত তাঁর পায়ের তলাতে ঠেকল। তখন তিনি মসজিদে উভয় পায়ের পাতা খাড়া অবস্থায় সিজদায় ছিলেন। তখন তিনি বলছিলেন,

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَاتِكَ وَبِمُعَافَتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْــكَ لاَ اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ–

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযু বিরিয-কা মিন সাখতিকা ওয়াবি মু'আ-ফাতিকা মিন 'উকূবাতিক, ওয়া আ'উযুবিকা মিংকা লা-উহ্:স্বী ছানা-আন 'আলাইকা আংতা কামা- আছ্নাইতা 'আলা-নাফ্সিক।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে তোমার অসন্তুষ্টি হ'তে আশ্রয় চাই। আর তোমার শাস্তি হ'তে পরিত্রাণ চাই। তোমার প্রশংসা করে শেষ করা যায় না। তুমি সেই প্রশংসার যোগ্য যেরূপ তুমি নিজেই করেছ' (*মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৭৮*)।

দুই সিজদার মাঝের দো'আ

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) দু'সিজদার মাঝে বলতেন,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ-

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম মাগ্ফির্লী ওয়ার্হ:ামনী ওয়াহ্দিনী ওয়া 'আ-ফিনী ওয়ার্ঝুক্বনী।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ কর, আমায় রহম কর, আমাকে হেদায়াত দান কর, আমায় শান্তি দান কর এবং আমায় রিযিক দাও' (*মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৭৭, হা/৮৯৩*)।

হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) দু'সিজদার মাঝে বলতেন, رَبِّ اغْفِرْلِىْ *(রব্বিগ্ফির্লী)* 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর' (*নাসাঈ, মিশকাত, পৃঃ ৮৪*)। ইবনু মাজাহতে দু'বার বলার কথা রয়েছে (*ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৭৩৯; ইরওয়া হা/৩৩৫, সনদ ছহীহ*)।

তেলাওয়াতে সিজদার দো'আ

আয়েশা (রাঃ) রাতে কুরআনের সিজদার আয়াতে বলতেন,

سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ-

উচ্চারণ : *সাজাদা ওয়াজহিয়া লিল্লাযী খলাক্বাহূ ওয়া শাক্কা সাম'আহূ ওয়া বাস্বরহূ বিহ:াওলিহী ওয়া কুওওয়াতিহ।*

অর্থ : 'আমার মুখমণ্ডল সিজদায় অবনত হয়েছে সেই মহান সত্তার জন্য, যিনি একে সৃষ্টি করেছেন এবং এর কর্ণ, চক্ষু খুলেছেন স্বীয় ইচ্ছায় ও শক্তিতে' (*নাসাঈ, মিশকাত, পৃঃ ৯৪, সনদ ছহীহ*)।

তাশাহ্হুদ

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন তোমাদের কেউ ছালাতে বসবে তখন সে যেন বলে,

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ–

উচ্চারণ : *আত্তাহি:ইয়া-তু লিল্লা-হি ওয়াস স্বলাওয়া-তু ওয়াত্ব-ত্বইয়িবা-তু আস-সালা-মু ‘আলাইকা আইয়ুহান নাবিইয়ু ওয়া রহ:মাতুল্ল-হি ওয়া বারাকা-তুহ, আস্‌সালা-মু ‘আলাইনা- ওয়া ‘আলা-‘ইবা-দিল্লা-হিস স্ব-লিহীন আশ্‌হাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহ:াম্মাদান ‘আব্‌দুহূ ওয়া রসূলুহ।*

অর্থ : ‘মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক সমস্ত ইবাদত আল্লাহ্‌র জন্য। হে নবী! আপনার উপর শান্তি, রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হউক। আমাদের উপর এবং নেক বান্দাদের উপরও শান্তি অবতীর্ণ হউক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ইবাদতের যোগ্য আর কোন মা‘বূদ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল’ (*বুখারী, মিশকাত, পৃঃ ৮৫*)।

রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ

কা‘ব ইবনু উজরা (রাঃ) বলেন, একবার আমরা রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আপনার উপর কিভাবে সালাম পাঠ করার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন? তাহ’লে আমরা আপনার প্রতি ও আপনার পরিবারের প্রতি কিভাবে ছালাত (দরূদ) পাঠ করব? তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা বল,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ–

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা স্বল্লি 'আলা-মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলা-আ-লি মুহাম্মাদ কামা-স্বল্লাইতা 'আলা- ইব্‌রা-হীম, ওয়া 'আলা- আ-লি ইব্‌রা-হীমা ইন্নাকা হ:ামীদুম মাজীদ, আল্ল-হুম্মা বা-রিক 'আল-মুহ:াম্মদ, ওয়া 'আলা-আ-লি মুহ:াম্মাদ কামা-বা-রকতা 'আলা ইব্‌র-হীম, ওয়া 'আলা- আ-লি ইব্‌র-হীম, ইন্নাকা হ:ামীদুম মাজীদ।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর রহমত বর্ষণ কর, যেভাবে রহমত বর্ষণ করেছ ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! বরকত অবতীর্ণ কর মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর, যেভাবে তুমি বরকত নাযিল করেছ ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত' (*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৮৬, হা/৯১৯*)।

সালাম ফিরানোর পূর্বের দো'আ সমূহ

(১) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) তাঁদেরকে (ছাহাবীগণকে) এই দো'আ শিক্ষা দিতেন, যেভাবে তাঁদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ- اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَمِنَ الْمَغْرَمِ-

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন 'আযা-বি জাহান্নাম ওয়া আ'উযুবিকা মিন 'আযা-বিল কৃবর, ওয়া আ'উযুবিকা মিং ফিতনাতিল মাসীহি:দ দাজজা-ল, ওয়া আ'উযুবিকা মিং ফিত্‌নাতিল মাহ্:ইয়া- ওয়াল মামা-ত, আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল্ মা'ছামি ওয়া মিনাল মাগ্‌রম।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জাহান্নামের আযাব হ'তে আশ্রয় চাচ্ছি, কবরের আযাব হ'তে আশ্রয় চাচ্ছি, আশ্রয় চাচ্ছি কানা দাজ্জালের পরীক্ষা হ'তে। তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি জীবন ও মৃত্যুর পরীক্ষা হ'তে এবং তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি পাপ ও ঋণের বোঝা হ'তে' (*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৮৭*)।

(২) আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বললাম, আমাকে একটি দো'আ শিক্ষা দিন, যা আমি আমার ছালাতের মধ্যে পড়ব। তখ রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি বল,

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ–

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা ইন্নী য:লামতু নাফসী যু:লমান কাছীরা-, ওয়ালা- ইয়াগ্‌ফিরুয যুনূবা ইল্লা- আংতা ফাগ্‌ফির্‌লী মাগ্‌ফিরাতাম মিন্ 'ইন্‌দিকা ওয়ার্‌হ:ামনী ইন্নাকা আংতাল গফূরুর রহ:ীম।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি আমার উপর অত্যধিক অন্যায় করেছি এবং তুমি ব্যতীত পাপ ক্ষমা করার কেউ নেই। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। ক্ষমা একমাত্র তোমার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। আমার প্রতি রহম কর। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু' (*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৮৭, হা/৯৩৯*)।

(৩) আবু মূসা (রাঃ) তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, রাসূল (ছাঃ) এ দো'আ পড়তেন,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّىْ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ–

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম মাগ্‌ফির্‌লী মা- ক্বদ্দামতু ওয়ামা- আখখারতু ওয়ামা- আস্‌রর্‌তু ওয়ামা- আ'লান্‌তু ওয়ামা- আংতা আ'লামু বিহী মিন্নী, আংতাল মুক্বদ্দিমু ওয়া আংতাল মুওয়াখখিরু লা-ইলা-হা ইল্লা- আংতা।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি যে সব গুনাহ ইতিপূর্বে করেছি এবং যা পরে করব, সব তুমি মাফ করে দাও। মাফ করে দাও সেই পাপরাশি, যা আমি গোপনে করেছি, আর যা প্রকাশ্যে করেছি। মাফ কর আমার সীমালংঘনজনিত পাপ সমূহ এবং সেই সব পাপ, যে পাপ সম্বন্ধে তুমি আমার চেয়ে অধিক জান। তুমি যা চাও, তা আগে কর এবং তুমি যা চাও তা পিছনে কর। তুমি আদি, তুমি অনন্ত। তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মা'বূদ নেই' (*মুসলিম, ২য় খণ্ড , পৃঃ ৩৪৯*)।

(৪) সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) নিম্নোক্ত শব্দগুলি দ্বারা পরিত্রাণ চাইতেন।

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُبِكَ مِــنْ اَنْ اُرَدَّ إِلَــى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ–

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল বুখলি ওয়া আ'ঊযুবিকা মিনাল জুব্‌নি ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন্ আন্ উরাদ্দা ইলা আর্‌যালিল উমুরি ওয়া আ'ঊযুবিকা মিং ফিৎনাতিদ দুনইয়া ওয়া 'আউযুবিকা মিন 'আযাবিল ক্বাব্‌র।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি কৃপণতা হ'তে, কাপুরুষতা হ'তে, বার্ধক্যের চরম দুঃখ-কষ্ট থেকে, দুনিয়ার ফিৎনা-ফাসাদ ও কবরের আযাব হ'তে' (*বুখারী, মিশকাত হা/৯৬৪; বুলূগুল মারাম, পৃঃ ৯৬*)।

মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমার হাত ধরে বললেন, হে মু'আয! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে ভালবাসি, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমিও আপনাকে ভালবাসি। রসূল (ছাঃ) বললেন, মু'আয তুমি প্রত্যেক ছালাতের শেষে এই দো'আটি কখনো ছেড়ো না।

اللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ–

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা আ'ইন্নী 'আল্লা যিক্‌রিকা ওয়া শুক্‌রিকা ওয়া হুস্‌নি ইবা-দাতিকা।*

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনাকে স্মরণ করার জন্য, আপনার শুকরিয়া আদায় করার জন্য এবং আপনার সুন্দর ইবাদত করার জন্য আমাকে সাহায্য করুন *(আহ্‌মাদ, আবুদাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৯৪৯, বাংলা মিশকাত হা৮৮৮)।*

বুরায়দা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) একজন লোককে বলতে শুনলেন,

اللّٰهُمَّ اِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّيْ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَــمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ–

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা বিআন্নী আশ্‌হাদু আন্নাকা আংতাল্ল-হু লা-ইলা-হা ইল্লা- আংতাল আহ:াদুস্ স্বমাদুল লাযী লাম্ ইয়ালিদ্ ওয়ালাম্ ইউলাদ্ ওয়ালাম্ ইয়াকুল্লাহূ কুফুওয়ান আহ:াদ।*

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি একমাত্র তুমিই আল্লাহ। তুমি ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই। তুমি একক অমুখাপেক্ষী। যিনি

কাউকে জন্ম দেননি এবং কারো থেকে জন্ম নেননি। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই' *(আবুদাউদ, বুলূগুল মারাম হা/১৫৬১)*।

তারপর নবী করীম (ছাঃ) বললেন, অবশ্যই সে আল্লাহ্র এমন নামে ডেকেছে, যে নামে চাওয়া হলে প্রদান করেন এবং প্রার্থনা করা হলে কবুল করেন।

প্রকাশ থাকে যে, ছালাতের মধ্যে সালাম ফিরানোর পূর্বে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে যে কোন দো‘আ পাঠ করা জায়েয *(বুখারী, 'কিতাবুদ দাওয়াত' হা/৬৩২৮)*।

তবে ছালাতের মধ্যে আপন আপন ভাষায় দো‘আ করা যাবে না। এমনকি আরবীতেও নিজের বা কারো বানানো দো‘আও পাঠ করা যাবে না এবং কুরআন ও ছহীহ হাদীছে প্রমাণিত দো‘আগুলির অনুবাদ করে পড়াও চলবে না। কেননা রুসূলুল্লাহ (ছাঃ) মানুষের ভাষাকে ছালাতের মধ্যে নিষেধ করেছেন।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ هذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِّنْ كَلاَمِ النَّاسِ اِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ-

রসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই ছালাত মানুষের কথাবার্তা বলার ক্ষেত্র নয়। এটাতো কেবল তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন তিলাওয়াতের জন্যই সুনির্দিষ্ট' *(মুসলিম, 'কিতাবুল মাসাজিদ ও মাওয়াযিউছ ছালাত', হা/৫৩৭; আবুদাউদ হা/৭৯৫; নাসাঈ, 'কিতাবুস সাহউ' হা/১২০৩; আহমাদ হা/২২৬৪৪; দারিমী, 'কিতাবুছ ছালাত' হা/১৪৬৪; বুলূগুল মারাম, 'কিতাবুছ ছালাত' হা/২১৭)*।

সালাম ফিরানোর পর পঠিত দো‘আ সমূহ

(১) রসূলুল্লাহ (ছাঃ) সালাম ফিরানোর পর একবার الله اكـــبر (আল্লাহু আকবার) বলতেন *(বুখারী, ১ম খণ্ড, 'সালাম ফিরানোর পর যিকির' অনুচ্ছেদ)*।

(২) ছাওবান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ছালাত শেষে তিনবার ক্ষমা চাইতেন অর্থাৎ أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ *(আস্তাগ্ফিরুল্ল-হ, আস্তাগ্ফিরুল্ল-হ, আস্তাগ্ফিরুল্ল-হ)* (আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি) বলতেন। অতঃপর বলতেন,

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ -

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা আংতাস সালা-মু ওয়া মিংকাস সালা-মু তাবা-রাক্তা ইয়া-যাল্ জালা-লি ওয়াল্ ইকরা-ম।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময়। তোমার নিকট থেকেই শান্তির আগমন। তুমি বরকতময়, হে প্রতাপ ও সম্মানের অধিকারী!' (*মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৮৮*)।

(৩) মুগীরা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) প্রত্যেক ফরয ছালাতের পর বলতেন,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ-

উচ্চারণ : *লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্:দাহূ লা- শারীকা লাহূ লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হ:াম্দু ওয়া হুয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িং ক্বদীর, আল্ল-হুম্মা লা- মা-নি'আ লিমা- আ'ত্বাইতা ওয়ালা- মু'ত্বিয়া লিমা- মানা'তা ওয়ালা- ইয়াংফাউ যাল জাদ্দি মিংকাল জাদ্দ।*

অর্থ : 'আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই প্রশংসা এবং তিনি সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ! তুমি যা প্রদানের ইচ্ছা কর, তা কেউ প্রতিরোধ করতে পারে না এবং তুমি যাতে বাধা দাও, তা কেউ প্রদান করতে পারে না এবং কোন সম্পদশালীর সম্পদই তোমার নিকট তাকে রক্ষা করতে পারে না' (*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৮৮*)।

(৪) আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন ছালাতের সালাম ফিরাতেন, তখন উচ্চৈঃস্বরে বলতেন,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ-

উচ্চারণ : *লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ:দাহূ লা- শারীকা লাহূ লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হ:াম্দু ওয়াহুয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িং ক্বদীর, লা- হ:াওলা ওয়ালা- কুউওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হি লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়ালা- না'বুদু ইল্লা- ইয়্যা-হু লাহুন নি'মাতু ওয়া লাহুল ফায্লু ওয়া লাহুছ ছানাউল হ:াসনু লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু মুখলিস্বীনা লাহুদ দীন, ওয়ালাও কারিহাল কাফিরূন।*

অর্থ : ‘আল্লাহ ব্যতীত কোন মা‘বূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁর, প্রশংসা তাঁরই। তিনি সর্বশক্তিমান। আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি নেই। আল্লাহ ব্যতীত কোন মা‘বূদ নেই। আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি। নে‘মত তাঁর, তাঁরই অনুগ্রহ এবং তাঁরই উত্তম প্রশংসা। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। দ্বীনকে আমরা একমাত্র তাঁরই জন্য মনে করি, যদিও কাফেররা অপসন্দ করে’ (*মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৮৮, হা/৯৬৩*)।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘কোন ব্যক্তি যদি প্রত্যেক ছালাতের পর ৩৩ বার سُبْحَانَ اللهِ *(সুব্হ:নাল্ল-হ)* (আল্লাহ পরম পবিত্র), ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلَّهِ *(আলহ:মদুলিল্লা-হ)* (সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য), ৩৩ বার اللهُ أَكْبَر *(আল্ল-হু আকবার)* (আল্লাহ মহান) এবং নিম্নোক্ত দো‘আ একবার বলে, তাহ’লে তার সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমতুল্যও হয়’ (*মুসলিম, ১ম খণ্ড, হা/৪১৮; মিশকাত হা/৯৬৭*)।

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

উচ্চারণ : *লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্:দাহূ লা- শারীকা লাহু লাহুল্ মুল্কু ওয়া লাহুল্ হ:াম্দু ওয়া হুয়া ‘আলা- কুল্লি শাইয়িং ক্বদীর।*

অর্থ : ‘আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোন মা‘বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁর এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান’।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যেক ছালাতের শেষে সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস একবার করে পড়তেন। আর মাগরিব ও ফজরের ছালাতের পর তিনবার করে পড়তেন’ (*আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, হিছনুল মুসলিম, পৃঃ ৪৩; মিশকাত হা/৯৮৯*)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যেক ছালাতের শেষে সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস একবার করে পড়তেন *(আহমাদ, আবুদাউদ, বায়হাক্বী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৯৬৭ ‘ছালাতের পর যিকির’ অনুচ্ছেদ)।* আর ইখলাছ সহ মাগরিব ও ফজরের ছালাতের পর তিনবার করে পড়তেন *(আবুদাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২১৬৩)।*

اللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ–

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা আ'ইন্নী 'আল্লা যিক্‌রিকা ওয়া শুক্‌রিকা ওয়া হুস্‌নি ইবা-দাতিকা।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আপনাকে স্মরণ করার জন্য, আপনার শুকরিয়া আদায় করার জন্য এবং আপনার সুন্দর ইবাদত করার জন্য আমাকে সাহায্য করুন' *(আহ্‌মাদ, আবুদাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৯৪৯, বাংলা মিশকাত হা৮৮৮)।*

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُــرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ–

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল জুব্‌নি ওয়া আ'ঊযুবিকা মিনাল বুখ্‌লি ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন আরযালিল 'উমুরি ওয়া আ'ঊযুবিকা মিং ফিৎনাতিদ দুনইয়া ওয়া 'আযা-বিল ক্বাব্‌রি।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ আমি আপনার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি কাপুরুষতা হ'তে কৃপণতা হ'তে, অতি বার্ধক্যে পৌঁছে যাওয়া হ'তে। আপনার আশ্রয় প্রর্থনা করছি দুনিয়ার ফিৎনা হ'তে ও কবরের আযাব হ'তে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৯৬৪)।*

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ–

উচ্চারণ : *সুব্‌হ:া-নাল্লা-হি ওয়া বিহাম্‌দিহী 'আদাদা খালক্বিহী ওয়া রিযা নাফ্‌সিহী ওয়া যিনাতা 'আর্‌শিহী ওয়া মিদা-দা কালেমা-তিহী।*

অর্থ : 'আমি আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব প্রশংসা জ্ঞাপন করছি তাঁর সৃষ্টিকুলের সংখ্যার সমপরিমাণ, তাঁর সত্তার সন্তুষ্টির সমতুল্য এবং তাঁর আরশের ওযন ও কালেমা সমূহের ব্যাপ্তি সমপরিমাণ' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩০১)।*

رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّا–

উচ্চারণ : *রাযীতু বিল্লা-হি রাব্বাওঁ ওয়া বিল ইস্‌লা-মি দ্বীনাওঁ ওয়া বিমুহ:াম্মাদিন্‌ নাবিইয়া* (৩ বার)।

অর্থ : 'আমি সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম আল্লাহ্‌র উপরে প্রতিপালক হিসাবে, ইসলামের উপরে দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মাদের উপরে নবী হিসাবে' *(আহ্‌মাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩৯৯)।*

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ–

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা আজির্নী মিনান্ না-রি* (৭ বার)।

অর্থ : 'হে আল্লাহ্ তুমি আমাকে জাহান্নাম থেকে পানাহ দাও'! *(আহ্মাদ, নাসাঈ, ইবনু হিব্বান, তানক্বীহ শরহে মিশকাত ২/৯৩, সনদে কোন দোষ নেই)।*

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ

উচ্চারণ : *লা-হাওলা ওয়ালা ক্বুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হি।*

অর্থ : 'নেই কোন ক্ষমতা, নেই কোন শক্তি, আল্লাহ ব্যতীত' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩০২)।*

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ وَسُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ–

উচ্চারণ : *সুব্হ:া-নাল্লা-হি ওয়া বিহ:াম্দিহী ওয়া সুব্হা-নাল্লা-হিল 'আয:ীম।*

অর্থ : 'আল্লাহর প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি'। এই দো'আ পাঠের ফলে তার সকল গোনাহ্ ঝরে যাবে। যদিও তা সাগরের ফেনা সমতুল্য হয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ্, মিশকাত হা/২২৯৬-৯৮)*। অথবা সকালে ও সন্ধ্যায় ১০০ বার করে *"সুব্হা-নাল্লা-হি ওয়া বিহাম্দিহী"* পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ–

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মাক্ফিনী বিহ:ালা-লিকা 'আন হ:ারা-মিকা ওয়া আগ্নিনী বিফায্লিকা আম্মাং সিওয়া-কা।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হারাম ছাড়া হালাল দ্বারা যথেষ্ট করুন এবং আপনার অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে অন্যদের হ'তে মুখাপেক্ষীহীন করুন'! রাসূল (ছাঃ) বলেন, পাহাড় পরিমাণ ঋণ থাকলেও আল্লাহ তার ঋণ মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন *(তিরমিযী, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২৪৪৯)*।

اَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ–

উচ্চারণ : *আস্তাগ্ফিরুল্লা-হাল্লাযী লা-ইলা-হা ইল্লা হুয়াল হ:াইয়ুল ক্বাইয়ূম ওয়া আতূবু ইলাইহি।*

অর্থ : 'আমি আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক। আমি তাঁর দিকে ফিরে যাচ্ছি বা তাওবা করছি। এই দো'আ পড়লে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন, যদিও সে জিহাদের ময়দান থেকে পলাতক আসামী হয়। রাসূল (ছাঃ) দৈনিক ১০০ বার তওবা করতেন *(ছহীহ তিরমিযী, হা/২৮৩১)।*

اَللهُ لاَ اِلهَ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلاَ نَوْمٌ لَه مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِيْ الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلاَّ بِإِذْنِه يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِه اِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَلاَ يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ–

আ-য়া-তুল কুরসী : *আল্ল-হু লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হ:ইয়ুল ক্বাইয়ূম। লা-তা'-খুযুহু সিনাতুঁ ওয়ালা নাঊম। লাহূ মা- ফিস্‌সামা-ওয়াতি ওয়ামা ফিল আরযি। মাংযাল্লাযী ইয়াশ্‌ফা'উ ইংদাহূ ইল্লা বিইয্‌নিহী, ইয়া'লামু মা বাইনা আইদীহিম ওয়া মা-খাল্‌ফাহুম ওয়ালা-ইউহ:ীতূনা বিশাইয়িম্‌ মিন 'ইলমিহী ইল্লা-বিমা শা-আ ওয়াসি'আ কুর্‌সিইয়ুহুস্‌ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযা, ওয়ালা-ইয়াউদুহূ হি:ফ্‌যুহুমা ওয়া হুয়াল 'আলিইয়ুল 'আয:ীম (বাক্বারাহ ২৫৫)।*

অর্থ : আল্লাহ্‌ তিনি, যিনি ব্যতীত (প্রকৃত) কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক। কোন রূপ তন্দ্রা বা নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সবকিছু তাঁরই মালিকানাধীন। তাঁর হুকুম ব্যতীত এমন কে আছে যে তাঁর নিকটে সুপারিশ করতে পারে? তাঁদের সম্মুখে ও পিছনে যা কিছু আছে সবকিছুই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসমুদ্র হ'তে তারা কিছুই আয়ত্ব করতে পারে না, কেবল যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর আরশ (সিংহাসন) সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টন করে আছে। আর সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে মোটেই শ্রান্ত করে না। তিনি সর্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা মহান'।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, প্রত্যেক ফরয ছালাত শেষে আয়াতুল কুরসী পাঠকারীর জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য আর কোন বাধা থাকে না, মৃত্যু ব্যতীত *(নাসাঈ)।* শয়নকালে পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত তার হেফাযতের জন্য একজন ফেরেশতা পাহারায় নিযুক্ত থাকে। যাতে শয়তান তার নিকটবর্তী হ'তে না পারে *(বুখারী)।*

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতের পর 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করতেন *(নাসাঈ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৭২)।*

কেউ দো'আ চাইলে কি বলতে হবে?

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, আমার মা, আমাকে নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার এই ছোট খাদেম আনাস, আপনি তার জন্য আল্লাহ্র নিকট দো'আ করুন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন,

اَللّٰهُمَّ اكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَاَطِلْ عُمْرَهُ وَاغْفِرْلَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيْمَا رَزَقْتَهُ–

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মাক্ছির মা-লাহূ ওয়াওয়ালাদাহূ ওয়া আত্বিল উম্রাহূ ওয়াগ্ফির লাহূ ওয়াবা-রিক লাহূ ফীমা- রঝাক্বতাহ।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আপনি তার অর্থ, সন্তান ও বয়স বেশী করে দিন। আর তাকে ক্ষমা করুন এবং তাকে যে রুযী দিয়েছেন তাতে বরকত দিন' *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/২৭৯২-৯৩)।*

বাসর রাতে স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে ছালাত আদায়ের পর দো'আ

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন মহিলা তার স্বামীর কাছে আসবে, তখন স্বামী ছালাত আদায়ের জন্য দাঁড়াবে এবং তার পিছনে তার স্ত্রীও দাঁড়াবে এবং উভয়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করার পর বলবে,

اَللَّهُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْ أَهْلِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيَّ أَللَّهُمَّ ارْزُقْهُمْ مِنِّيْ وَارْزُقْنِيْ مِنْهُمْ اَللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ فِيْ خَيْرٍ وَفَرِّقْ بَيْنَنَا اِذَا فَرَّقْتَ فِيْ خَيْرٍ–

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা বা-রিকলী ফী আহ্লী ওয়াবা-রিকলী ফীইয়া, আল্ল-হুম্মার ঝুক্বহুম মিন্নী ওয়ারঝুক্বনী মিন্হুম। আল্ল-হুম্মাজ্মা' বাইনানা মা- জমা'তা ফী খইরিন, ওয়া ফাররিক্ব বাইনানা- ইযা- ফার্রক্বতা ফী খইর।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমাদের স্বার্থে আমার পরিবারে বরকত দিন এবং আমার মাঝে পরিবারের স্বার্থে বরকত দিন। হে আল্লাহ! তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে রিযিক দান করুন এবং আমাকে তাদের পক্ষ থেকে রিযিক দান করুন। হে আল্লাহ! যে কল্যাণ আপনি জমা করেছেন তা আপনি আমাদের মাঝে জমা করুন। আর যদি আপনি কল্যাণকে পৃথক করেন তাহ'লে আমাদের মাঝে পৃথক করুন' *(আলবানী, আদাবুয যিফাফ ৯৬ পৃঃ)।*

বাড়ীতে প্রবেশের দো'আ

আবু মালেক আশ‘আরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন কোন ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করে, তখন সে যেন বলে,

بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا وَعَلَى رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا–

উচ্চারণ : *বিস্মিল্লা-হি ওয়ালাজ্না- ওয়া বিস্মিল্লা-হি খরাজ্না-ওয়া ‘আলা-রব্বিনা- তাওয়াক্কাল্না- ।*

অর্থ : ‘আমরা আল্লাহর নামে বাড়ীতে প্রবেশ করলাম। আল্লাহর নামে বাড়ী হ’তে বের হয়েছিলাম। আর আমরা আমাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখি’ *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/২৪৪৪)*।

চিন্তা দূর করার দো‘আ

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চিন্তাযুক্ত অবস্থায় বলতেন,

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ–

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ‘উযুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল-হু:ঝনি ওয়াল ‘আজঝি ওয়াল কাসালি ওয়াল জুব্নি ওয়াল বুখ্লি ওয়া দ্বলাইদ দায়নি ওয়া গালাবাতির রিজা-ল।*

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পরিত্রাণ চাই চিন্তা, শোক, অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, ঋণের বোঝা ও মানুষের জবরদস্তি হ’তে’ (*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ২১৬, হা/২৪৫৮*)।

বিপদাপদের দো‘আ

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বিপদের সময় বলতেন,

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لاَ إِلٰــهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ–

উচ্চারণ : *লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হুল 'আযীমুল হালীম। লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু রব্বুল 'আরশিল 'আযীম, লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু রব্বুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়া রব্বুল আরযি ওয়া রব্বুল 'আরশিল কারীম।*

অর্থ : 'আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, যিনি মহান, যিনি সহনশীল। আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি মহান আরশের প্রতিপালক। আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালক এবং মহান আরশের প্রতিপালক' (*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হা/২৪১৭, পৃঃ ২১২*)। অপর ছহীহ বর্ণনায় রয়েছে, নবী করীম (ছাঃ) বিপদের সময়ে বলতেন,

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ–

উচ্চারণ : *লা- ইলা-হা ইল্লা-আংতা সুব্হা-নাকা ইন্নী কুংতু মিনায যা-লিমীন।*

অর্থ : 'তুমি (আল্লাহ) ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি। নিশ্চয়ই আমি অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত' *(আম্বিয়া ৮৭; তিরমিযী)*।

শত্রু এবং শক্তিধর ব্যক্তির সাক্ষাতকালে দো'আ

আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন কোন দল সম্পর্কে ভয় করতেন, তখন বলতেন,

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ–

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা ইন্না- নাজ্'আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিং শুরূরিহিম।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমরা তোমাকে তাদের সম্মুখে করলাম, তুমিই তাদের দমন কর। আর তাদের অনিষ্ট হ'তে তোমার নিকট আশ্রয় চাই' (*আবুদাঊদ, মিশকাত, পৃঃ ২১৫, সনদ ছহীহ*)।

অপর বর্ণনায় রয়েছে, এসময়ে রাসূল (ছাঃ) বলতেন, حَسْبُنَا اللهُ نِعْمَ الْوَكِيْلُ *(হাস্বুনাল্ল-হু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল)* 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি কতইনা উত্তম কর্মবিধায়ক' (*বুখারী, মুসলিম*)।

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত দো‘আটি সূরা আলে ইমরানের ১৭৩নং আয়াত। তবে আমাদের দেশের অনেক লেখক এর সঙ্গে সূরা আনফালের ৪০নং আয়াতাংশ যুক্ত করে একটি দো‘আ তৈরী করেছেন, যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত নয়। দো‘আটি নিম্নরূপ,

حَسْبُنَا اللهُ نِعْمَ الْوَكِيْلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ

ঋণমুক্ত হওয়ার দো‘আ

আলী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত একদা তার নিকট এক ঋণগ্রস্ত এসে বলে, আমি আমার ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম, আমাকে সাহায্য করুন! আলী (রাঃ) বললেন, আমি কি তোমাকে এমন এক বাক্য শিখাব, যা রাসূল (ছাঃ) আমাকে শিখিয়েছেন। যদি তোমার উপর পাহাড় পরিমাণ ঋণও চেপে থাকে, আল্লাহ তা পরিশোধ করে দিবেন। তুমি বলবে,

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ-

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মাক্‌ফিনী বিহ:লা-লিকা ‘আন্‌ হ:রা-মিকা ওয়াগ্‌নিনী বিফায্‌লিকা আম্মান সিওয়া-ক।*

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হালালের সাহায্যে হারাম হ’তে বাঁচাও এবং তোমার অনুগ্রহ দ্বারা তুমি ব্যতীত সকল কিছু হ’তে আমাকে অমুখাপেক্ষী করে দাও। তুমি ছাড়া যেন আমাকে আর কারো মুখাপেক্ষী হ’তে না হয়’ (*তিরমিযী, মিশকাত, হা/২৪৪৯, পৃঃ ২১৬, হাদীছ ছহীহ*)।

বাচ্চাদের জন্য পরিত্রাণ চাওয়ার দো‘আ

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) হাসান-হুসাইনের জন্য নিম্নোক্তভাবে পরিত্রাণ চাইতেন,

أُعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ وَّمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ-

উচ্চারণ : *আ‘ঊযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মাতি মিং কুল্লি শাইত্ব-নিওঁ ওয়া হা-ম্মাহ, ওয়া মিং কুল্লি ‘আইনিল লা-ম্মাহ।*

অর্থ : ‘প্রত্যেক শয়তান হ’তে আল্লাহর পূর্ণ কালেমা দ্বারা তোমাদের দু’জনের জন্য পরিত্রাণ চাচ্ছি। আর পরিত্রাণ চাচ্ছি প্রত্যেক বিষাক্ত কীট হ’তে এবং প্রত্যেক ক্ষতিকর চক্ষু হ’তে’ (*বুখারী হা/৩৩৭১; মিশকাত, হা/১৫৩৫, পৃঃ ১৩৪*)।

রোগী দেখার দো‘আ

(১) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত একবার নবী করীম (ছাঃ) একজন বেদুঈনকে দেখতে গেলেন। আর তাঁর নিয়ম এই ছিল যে, যখন তিনি কোন রোগীকে দেখতে যেতেন তখন বলতেন, لاَ بَأْسَ طَهُــوْرٌ إِنْــشَاءَ اللهُ *(লা- বা‘সা তুহূরুন ইংশা-আল্ল-হ)* ‘ভয় নেই, আল্লাহর মেহেরবানীতে আরোগ্য লাভ করবে ইনশাআল্লাহ’ (*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হা/১৫২৯, পৃঃ ১৩৪*)।

(২) আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমাদের মধ্যেকার কেউ যখন অসুস্থ হ’ত, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার ডান হাত রোগীর শরীরে বুলাতেন এবং বলতেন,

اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِى لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَائُكَ شِفَاءً لاَ يُغَــادِرُ سَقْمًا–

উচ্চারণ : *আয্হিবিল বা‘স, রব্বান না-স, ওয়াশ্ফি আংতাশ শা-ফী লা- শিফা-আ ইল্লা- শিফাউকা শিফা-আন লা- ইউগা-দিরু সাক্ব-মা।*

অর্থ : ‘হে মানুষের প্রতিপালক! এ রোগ দূর কর এবং আরোগ্য দান কর, তুমিই আরোগ্য দানকারী। তোমার আরোগ্য ব্যতীত কোন আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য, যা বাকী রাখে না কোন রোগ’ (*বুখারী, মিশকাত, হা/১৫৩০, পৃঃ ১৩৪*)।

বিভিন্ন রোগে ঝাড়-ফুঁকের কয়েকটি দো‘আ

(১) আয়েশা (রাঃ) বলেন, যখন কোন মানুষ তার কোন অঙ্গে ব্যথা অনুভব করত অথবা কোথাও ফোঁড়া, বাঘী বা যখম দেখা দিত, তখন নবী করীম (ছাঃ) তার উপর নিজের আঙ্গুল বুলাতেন এবং বলতেন,

بِسْمِ اللهِ تُرْبَةُ اَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا لِيُشْفَى سَقِيْمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا–

উচ্চারণ : *বিস্মিল্লা-হি তুর্বাতু আর্যিনা বিরীক্বতি বা‘যিনা লিউশফা সাক্বীমুনা বি ইযনি রব্বিনা।*

অর্থ : ‘আল্লাহ্র নামে, আমাদের যমীনের মাটি আমাদের কারো থুথুর সাথে মিশে আমাদের রোগীকে ভাল করবে, আমাদের রবের নির্দেশে’ (*বুখারী, মিশকাত, হা/১৫৩১, পৃঃ ১৩৪*)।

(২) আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন পীড়িত হ'তেন, তখন সূরা নাস, ফালাক্ব পড়ে নিজের শরীরে ফুঁ দিতেন এবং নিজের হাত দ্বারা শরীর মুছে ফেলতেন (*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হা/১৫৩২, পৃঃ ১৩৪*)।

(৩) ওছমান ইবনু আবুল 'আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একবার তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট বেদনার অভিযোগ করলেন, যা তিনি তার শরীরে অনুভব করছিলেন। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি তোমার বেদনার জায়গায় হাত রাখ এবং তিনবার বিসমিল্লাহ বল এবং সাত বার বল, اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِه مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَأُحَاذِرُ (*'আউযু বিইয্‌যাতিল্লা-হি ওয়া কুদ্‌রতিহি মিং শার্‌রি মা আজিদু ওয়া উহ:াযিরু*) 'আমি আল্লাহ্‌র প্রতাপ ও তাঁর ক্ষমতার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি ঐ বস্তু হ'তে, যা আমি অনুভব করছি ও আশংকা করছি, তার অনিষ্ট হ'তে' (*মুসলিম, মিশকাত, হা/১৫৩৩, পৃঃ ১৩৪*)।

(৪) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একবার জিবরীল (আঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)! আপনি কি অসুস্থতা বোধ করছেন? রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ। জিবরীল (আঃ) বললেন,

بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ اَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللهِ اَرْقِيْكَ-

উচ্চারণ : *বিস্‌মিল্লা-হি আর্‌ক্বীকা মিং কুল্লি শাইং ইউযিকা মিং শার্‌রি কুল্লি নাফ্‌সিন আও আইনিন হ:াসিদিন আল্ল-হু ইয়াশ্‌ফীকা বিস্‌মিল্লা-হি আর্‌ক্বীকা।*

অর্থ : 'আল্লাহ্‌র নামে আপনাকে ঝাঁড়ছি এমন প্রত্যেক বিষয় হ'তে, যা আপনাকে কষ্ট দেয়, প্রত্যেক ব্যক্তির অকল্যাণ হ'তে অথবা প্রত্যেক বিদ্বেষী চক্ষুর অকল্যাণ হ'তে। আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য করুন। আল্লাহ্‌র নামে ঝাঁড়ছি' (*মুসলিম মিশকাত, হা/১৫৩৪, পৃঃ ১৩৪*)।

জীবনের নিরাশার সময় বলবে

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَالْحِقْنِىْ بِالرَّفِيْقِ الْأَعْلَى-

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মাগ্‌ফিরলী ওয়ার্‌হ:াম্‌নী ওয়াল্‌হি:ক্বনী বির-রফীক্বিল আ'লা-।*

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর এবং আমাকে মহান বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দাও’ (*বুখারী, ৭/১০*)।

যে কোন বিপদে পতিত ব্যক্তির দো‘আ

উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যদি কোন মুসলমানের উপর কোন বিপদ আসে এবং বলে,

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ اجِرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاخْلُفْ لِىْ خَيْرًا مِّنْهَا–

উচ্চারণ : *ইন্না- লিল্লা-হি ওয়া ইন্না- ইলাইহি র-জি‘উন, আল্ল-হুম্মা আজির্নী ফী মুস্বীবাতি ওয়াখ্লুফ্ লী খইরাম মিনহা-।*

অর্থ : ‘আমরা আল্লাহ্র জন্য এবং তাঁর নিকটেই আমাদের প্রত্যাবর্তন। হে আল্লাহ! আমার বিপদে আমাকে প্রতিদান দাও এবং আমাকে এর চেয়ে উত্তম প্রতিনিধি দাও। তাহ’লে আল্লাহ তাকে এর চেয়ে উত্তম প্রতিনিধি দান করবেন’ (*সিলসিলা, মিশকাত, হা/১৬১৮, পৃঃ ১৪০*)। উল্লেখ্য যে, মৃত্যু সংবাদের জন্য নির্ধারিত কোন দো‘আ নেই। তবে মৃত্যু সংবাদ বিপদ সংবাদ হেতু এ দো‘আ পড়া যায়।

মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করার সময় পঠিত দো‘আ

উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আবু সালামার নিকট আসলেন, এমতাবস্থায় তার চক্ষু খোলা ছিল, তিনি তাঁর চক্ষু বন্ধ করলেন। অতঃপর বললেন, ‘রূহ যখন কবয করা হয় তখন চক্ষু তার অনুসরণ করে। এ কথা শুনে আবু সালামার পরিবারের কিছু লোক চিৎকার করে কেঁদে উঠল। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা তোমাদের আত্মার জন্য কল্যাণ ছাড়া অমঙ্গল কামনা কর না। তোমরা যা বল ফেরেশতাগণ তার সাথে সাথে আমীন বলেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন,

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِيْ سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّيْنَ وَاخْلُفْهُ فِيْ عَقِبِهِ فِي الْغَـــابِرِيْنَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَافْسَحْ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ–

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মাগ্ফির্ লি আবী সালা-মাতা ওয়ার্ফা’ দারাজাতাহূ ফিল মাহ্দিইয়ীনা ওয়াখ্লুফহূ ফী ‘আক্বিবিহি ফিল গ-বিরীন, ওয়াগ্ফির্ লানা- ওয়া লাহূ ইয়া- রব্বাল ‘আ-লামীন, ওয়াফসাহ: লাহূ ফী ক্ববরিহী ওয়া নাব্বির লাহূ ফীহ।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি আবু সালামাকে মাফ করে দাও। আর হেদায়াত প্রাপ্তদের মধ্যে তাকে উচ্চ মর্যাদা দাও এবং তার পিছনে যারা রয়ে গেল তাদের মধ্যে তুমি তার প্রতিনিধি হও। হে বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে ও তাকে ক্ষমা কর। তার কবর প্রশস্ত করে দাও এবং সেখানে তার জন্য আলোর ব্যবস্থা কর' (*মুসলিম, মিশকাত হা/১২১৯, 'জানাযা' অধ্যায়*)।

যে কোন মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আটি সংক্ষিপ্ত করে এভাবে বলা যায়-

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّيْنَ وَافْسَحْ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ-

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মাগ্ফির্ লাহূ ওয়ার্ফা' দারাজাতাহূ ফিল মাহ্দিইয়ীনা ওয়াফসাহ: লাহূ ফী ক্বব্রিহী ওয়া নাব্বির লাহূ ফীহ।*

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি তাকে মাফ করে দাও। আর হেদায়াত প্রাপ্তদের মধ্যে তাকে উচ্চ মর্যাদা দাও। তার কবর প্রশস্ত করে দাও এবং সেখানে তার জন্য আলোর ব্যবস্থা কর।

জানাযার ছালাতে মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন জানাযার ছালাত পড়তেন তখন বলতেন,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلاَمِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ اَللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ-

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মাগ্ফির লিহ:াইয়িনা- ওয়া মাইয়িতিনা- ওয়া শা-হিদিনা- ওয়া গ-য়িবিনা- ওয়া স্বগীরিনা- ওয়া কাবীরিনা- ওয়া যাকারিনা- ওয়া উংছা-না, আল্ল-হুম্মা মান আহ:ইয়াইতাহূ মিন্না ফাআহ:য়িহী 'আলাল ইসলা-ম, ওয়া মাং তাওয়াফফাইতাহূ মিন্না ফাতাওয়াফফাহূ 'আলাল ঈমান, আল্ল-হুম্মা লা-তাহ:রিমনা- আজ্রাহূ ওয়ালা- তাফ্তিন্না- বা'দাহ।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত, উপস্থিত-অনুপস্থিত, ছোট-বড়, নর-নারী সকলকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! আমাদের মাঝে যাদের জীবিত রাখবে, তাদেরকে ইসলামের উপর জীবিত রাখ। আর যাদের মৃত্যু দান করবে, তাদের

ঈমানের সাথে মৃত্যু দান কর। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তার নেকী হ'তে বঞ্চিত কর না এবং তার মৃত্যুর পর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করো না' (*আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৬৫৫, পৃঃ ১৫৬, সনদ ছহীহ*)।

আওফ ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) একবার এক জানাযার ছালাত পড়ালেন। আমি তাঁর দো'আর কিছু অংশ মনে রেখেছি। তিনি বলেছিলেন,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهْ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَابْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَادْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ–

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মাগ্‌ফির লাহূ ওয়ারহ:ামহূ ওয়া 'আ-ফিহী ওয়া'ফু 'আনহু ওয়া আকরিম নুযুলাহূ ওয়া ওয়াস্‌সি' মাদ্‌খলাহ, ওয়াগ্‌সিলহু বিলমা-য়ি ওয়াছছালজি ওয়ালবারাদ, ওয়া নাক্কিহী মিনাল খাত্ব-য়া কামা- নাক্কায়তাছ ছাওবাল আব্‌ইয়াযু মিনাদ দানাস, ওয়াবদিলহু দা-রান খইরাম মিন দা-রিহী ওয়া আহলান খইরাম মিন আহলিহী ওয়া ঝাওজান খইরাম মিন ঝাওজিহী ওয়াদ্‌খিলহুল জান্নাতা ওয়া আ'ইয্‌হু মিন 'আযা-বিল ক্ববরি ওয়া 'আযা-বিন না-র।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও, তার উপর রহম কর, তাকে পূর্ণ নিরাপত্তা দান কর, তাকে ক্ষমা কর, মর্যাদার সাথে তার আপ্যায়ণ কর, তার বাসস্থান প্রশস্ত কর। তুমি তাকে ধৌত করে দাও পানি, বরফ ও শিশির দিয়ে। তুমি তাকে পাপ হ'তে এমনভাবে পরিষ্কার কর যেমনভাবে সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। তাকে দুনিয়ার ঘরের পরিবর্তে উত্তম ঘর প্রদান কর। তাকে দুনিয়ার পরিবারের চেয়ে উত্তম পরিবার দান কর। তার দুনিয়ার স্ত্রীর চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান কর এবং তুমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। আর তাকে কবরের আযাব এবং জাহান্নামের আযাব হতে বাঁচাও' (*মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৭৫, 'জানাযা' অধ্যায়*)।

কবরে লাশ রাখার দো'আ

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমরা লাশ কবরে রাখ, তখন বল, بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ *(বিস্‌মিল্লা-হি ওয়া আলা মিল্লাতি*

রসূলিল্লাহ) 'আল্লাহ্র নামে এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর মিল্লাতের উপর (লাশকে কবরে রাখছি)' (*আবুদাউদ, বুলূগুল মারাম, পৃঃ ১৬০*)। মৃতব্যক্তিকে ডান কাতে কবরে রাখা সুন্নাত। চিৎ করে এবং বুকের উপর হাত রেখে কবরে রাখার কোন প্রমাণ নেই। আর মাটি দেওয়ার সময় বিসমিল্লাহ ছাড়া কোন দো'আ নেই।

মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর দো'আ

ওছমান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন মুরদাকে দাফন করে অবসর গ্রহণ করতেন তখন বলতেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, তোমরা তাঁর জন্য কবরে স্থায়িত্ব চাও (অর্থাৎ সে যেন ফেরেশতাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে)। এখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে' (*আবুদাঊদ, মিশকাত, হা/১৭০৭, পৃঃ ২৬*)।

উল্লেখ্য যে, দাফনের পর বলা যায়, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَثَبِّتْــهُ *(আল্ল-হুম্মাগ্ফির লাহূ ওয়া ছাববিতহু) 'হে আল্লাহ! তুমি এই মৃতকে ক্ষমা কর ও তাকে দৃঢ়পদ রাখ'।* আর জানাযার দো'আগুলিও ব্যক্তিগতভাবে পড়া যায় *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৩৩; হিছনুল মুসলিম, দো'আ নং ১৬৪)*। দাফনের পর সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দো'আ করা বিদ'আত এবং বহুল প্রচলিত মাটি দেয়ার দো'আটিও নিতান্তই য'ঈফ, যা পরিত্যাজ্য। দো'আটি নিম্নরূপ,

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرى

কবর যিয়ারতের দো'আ

বুরায়দা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে এ দো'আ শিক্ষা দিতেন, যখন তারা কবর যিয়ারতে বের হ'তেন,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ-

উচ্চারণ : *আস্সালা-মু 'আলায়কুম আহ্লাদ দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুস্লিমীনা ওয়া ইন্না- ইংশা-আল্ল-হু বিকুম লালা-হিকূন, নাস্আলুল্ল-হা লানা- ওয়া লাকুমুল 'আ-ফিয়াহ।*

অর্থ : ‘হে কবরবাসী মুমিন ও মুসলমান! তোমাদের প্রতি সালাম বর্ষিত হৌক, আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হচ্ছি ইনশাআল্লাহ। আমরা আল্লাহ্র নিকট আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি’ (*মুসলিম, মিশকাত, হা/১৭৬৪, পৃঃ ১৫৪*)।

অন্য বর্ণনায় নিম্নরূপ দো‘আও বর্ণিত হয়েছে,

اَلسَّلاَمُ عَلَيْ أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ–

উচ্চারণ : *আস্সালা-মু ‘আলা- আহ্লিদ দিয়া-রি মিনাল মু‘মিনীনা ওয়াল মুস্লিমীনা ওয়া ইয়ার হ:ামুল্ল-হুল মুসতাক্বদিমীনা ওয়াল মুসতাখিরীনা ওয়া ইন্না- ইংশা-আল্ল-হু বিকুম লালা-হিকূন।*

অর্থ : ‘কবরবাসী মুমিন ও মুসলমানদের প্রতি সালাম বর্ষিত হৌক, অবশ্যই আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হব ইনশাআল্লাহ। আমরা আল্লাহ্র নিকট আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি’ (*মুসলিম, মিশকাত, হা/১৭৬৭,পৃঃ ১৫৪*)।

উল্লেখ্য যে, ক্বরব যিয়ারতের বহুল প্রচলিত দো‘আর প্রমাণে হাদীছটি যঈফ। দো‘আটি নিম্নরূপ,

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ–

ঝড়-তুফানের দো‘আ

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, বাতাস যখন দ্রুত প্রবাহিত হ’ত তখন রাসূল (ছাঃ) বলতেন,

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَمَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ–

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা খইরহা- ওয়া খইরা মা- ফীহা ওয়া খইরা মা- উরসিলাত বিহী ওয়া আ‘উযুবিকা মিন শার্রিহা- ওয়া শার্রি মা- ফীহা ওয়া শার্রি মা- উরসিলাত বিহ।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে ঝড় ও বাতাসের কল্যাণ চাই, যে কল্যাণ তার মধ্যে নিহিত রয়েছে এবং যে কল্যাণ তার সাথে প্রেরিত হয়েছে। আর আমি আশ্রয় চাচ্ছি তোমার নিকট তার অনিষ্ট হ'তে, তার ভিতরে নিহিত অনিষ্ট হ'তে এবং যে অনিষ্ট তার সাথে প্রেরিত হয়েছে, সে অনিষ্ট হ'তে' (*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ১৩২*)। উল্লেখ্য যে, ঝড়-তুফানের সময় আযান দেয়া বিদ'আত।

মেঘের গর্জন শুনলে পঠিত দো'আ

আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) যখন মেঘের গর্জন শুনতেন তখন কথা বলা ছেড়ে দিতেন এবং বলতেন,

سُبْحَانَ الَّذِى يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ–

উচ্চারণ : *সুব্‌হ:া-নাল্লাযী ইয়ুসাব্বিহু:র রা'দু বিহ:াম্‌দিহী ওয়াল মালা-য়িকাতু মিন খীফাতিহ।*

অর্থ : 'পাক পবিত্র সেই মহান সত্তা, যার পবিত্রতা বর্ণনা করে প্রশংসা সহকারে মেঘের গর্জন এবং ফেরেশতাগণ তার ভয়ে ভীত হয়ে পবিত্রতা বর্ণনা করে' (*মুয়াত্তা মালেক, মিশকাত, হা/১৫২২, পৃঃ ১৩৩, সনদ ছহীহ*)।

বৃষ্টি প্রার্থনার দো'আ সমূহ

(১) জাবের (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে হাত উঠিয়ে বলতে দেখেছি,

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مَغِيْثًا مَرِيْئًا مَرِيْعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلاً غَيْرَ أَجِلٍ–

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মাস্‌ক্বিনা- গাইছাম মুগীছাম মারীআম মারী'আ- না-ফি'আন গইরা য্ব-র্‌রিন 'আজিলান গয়রা আ-জিল।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে এমন বৃষ্টি দাও, যা ফসল উৎপাদনের উপযোগী, কল্যাণকর, ক্ষতিকারক নয়, শীঘ্রই আগমনকারী, বিলম্বকারী নয়' (*আবুদাঊদ, মিশকাত, হা/১৫০৭,পৃঃ ১৩২, সনদ ছহীহ*)।

(২) আমর ইবনু শো'আইব তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, তার পিতা তার দাদা হ'তে বর্ণনা করেন যে, তার দাদা বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন তখন বলতেন,

اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهِيْمَتَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ–

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মাস্‌ক্বি ‘ইবা-দাকা ওয়া বাহীমাতাকা ওয়াংশুর রহ:মাতাকা ওয়া আহ্:য়ি বালাদাকাল মাইয়িত।*

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! তুমি তোমার বান্দাগণকে এবং চতুষ্পদ জন্তুগুলিকে পানি পান করাও, তোমার রহমত পরিচালনা কর, আর তোমার মৃত শহরকে জীবিত কর’ (*আবুদাঊদ, মিশকাত, হা/১৫০৬, পৃঃ ১৩২, সনদ ছহীহ, হাসান*)।

(৩) আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বৃষ্টি হওয়ার সময় বলতেন, اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَّافِعًا *(আল্ল-হুম্মা স্বইয়িবান নাফি‘আ)* ‘হে আল্লাহ! মুষলধারে উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ করুন’ (*আবুদাঊদ, মিশকাত, হা/১৫০০,পৃঃ ১৩৩, সনদ ছহীহ*)। বৃষ্টি শেষে বলতেন, مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِــــهِ ***(মুত্বিরনা বিফায্বলিল্লা-হি ওয়া রহমাতিহ)*** ‘আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও রহমতে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে’ (*বুখারী, ‘ইসতিসক্বা’ অধ্যায়, মিশকাত হা/১০৩৮*)।

বৃষ্টি বন্ধের দো‘আ

এক সপ্তাহ ব্যাপী বৃষ্টি হ’তে থাকলে জনৈক ব্যক্তি এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! বৃষ্টি বন্ধের দো‘আ করুন। তখন রাসূল্লাহ (ছাঃ) বললেন,

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِرَابِ وَبُطُــوْنِ الْأَوْدِيَــةِ وَمَنَابِــتِ الشَّجَرَةِ–

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা হ:াওয়ালায়না- ওয়ালা- ‘আলাইনা- আল্ল-হুম্মা ‘আলাল আকা-মি ওয়ায্ব যিরা-বি ওয়া বুতূনিল আওদিয়াতে, ওয়া মানা-বাতিশ্ শাজারাহ।*

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বর্ষণ কর, আমাদের উপর নয়। হে আল্লাহ! উচু ভূমিতে ও পাহাড়-পর্বতে, উপত্যকা অঞ্চলে এবং বনাঞ্চলে বর্ষণ কর’ (*বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৩*)।

নতুন চাঁদ দেখে দো‘আ

ত্বালহা ইবনু ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন নতুন চাঁদ দেখতেন তখন বলতেন,

اَللهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللهُ–

***উচ্চারণ :** আল্লা-হু আক্‌বার, আল্ল-হুম্মা আহিল্লাহূ 'আলাইনা- বিল আমনি ওয়াল ঈমা-নি ওয়াস্‌সালা-মাতি ওয়াল ইসলা-মি ওয়াত্তাওফীক্বি লিমা- তুহিঃব্বু ওয়া তারয্ব- রব্বুনা- ওয়া রব্বুকাল্ল-হ।)*

অর্থ : 'আল্লাহ সবচেয়ে বড়। হে আল্লাহ! এ নতুন চাঁদকে আমাদের নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সাথে উদয় কর। আর যা তুমি ভালবাস এবং যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও, সেটাই আমাদের তাওফীক্ব দাও। আল্লাহ তোমার এবং আমাদের প্রতিপালক' (*তিরমিযী, মিশকাত, হা/২৪২৮, পৃঃ ২১৪, সনদ ছহীহ*)।

উল্লেখ্য, শা'বান কিংবা রামাযানের চাঁদ দেখলেই অত্র দো'আটি পড়তে হবে তা নয়; বরং যখনই নতুন চাঁদ দেখবে, তখনই এই দো'আ পড়তে হবে।

ইফতারের সময় পঠিত দো'আ

(১) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন ইফতার করতেন তখন বলতেন,

ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ–

উচ্চারণ : *যাহাবায যঃমা-উ ওয়াবতাল্লাতিল 'উরূক, ওয়া ছাবাতাল আজ্‌রু ইংশা-আল্লা-হু।*

অর্থ : 'পিপাসা দূর হ'ল, শিরা-উপশিরা সিক্ত হ'ল এবং নেকী নির্ধারিত হ'ল ইনশাআল্লাহ' (*আবুদাঊদ, মিশকাত, হা/১৯৯৩,'ছিয়াম' অধ্যায়, সনদ ছহীহ*)।

(২) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনে 'আছ (রাঃ) ইফতারের সময় বলতেন,

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِىْ–

***উচ্চারণ :** আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা বিরহঃমাতিকাল্লাতী ওয়াসি'আত কুল্লা শাইয়িন আং তাগফিরা লী।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তোমার যে রহমত সকল কিছু পরিবেষ্টন করে রেখেছে, তার দ্বারা প্রার্থনা জানাই, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও' (*ইবনু মাজাহ, পৃঃ ১২৫, সনদ*

ছহীহ, ইবনু হাজার)। উল্লেখ্য যে, দেশে প্রচলিত اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِــكَ اَفْطَــرْتُ মর্মে হাদীছটি যঈফ *(যঈফ আবুদাউদ হা/২৩৫৮ 'ছিয়াম' অধ্যায়; যঈফ ইবনু মাজাহ, ১৩৫ পৃঃ)*।

খানা খাওয়ার পূর্বের দো'আ

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ আহার করে, তখন সে যেন বলে, بِــسْمِ اللهِ *(বিস্‌মিল্লা-হ)* 'আল্লাহর নামে শুরু করছি' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪১৫৯ 'খাওয়া-দাওয়া' অধ্যায়)*। আর প্রথমে তা বলতে ভুলে গেলে বলবে, بِسْمِ اللهِ فِى أَوَّلِه وَأَخِرِه *(বিস্‌ল্লি-হি ফী আওয়ালিহী ওয়া আ-খিরিহি)* 'খাওয়ার শুরু ও শেষ আল্লাহর নামে' (*তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭, সনদ ছহীহ, আলবানী*)। অথবা بِسْمِ اللهِ اَوَّلَهُ وَاَخِــرَهُ *(বিস্‌মিল্লা-হি আওয়ালাহু ওয়া আ-খিরাহু)* বলবে। আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির উপর সন্তুষ্ট হন, যে খাওয়া ও পান করার মাঝে اَلْحَمْدُ لِلّهِ *(আলহ:াম্‌দু লিল্লা-হ)* বলে (*মুসলিম, মিশকাত, হা/৪২০০*)।

খাওয়ার পরের দো'আ

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَاَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা বা-রিক লানা- ফীহি ওয়া আত'ইমনা- খইরাম মিন্‌হ্‌।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি আমাদের এই খাদ্যে বরকত দাও এবং এর চেয়ে উত্তম খাবার খাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও'।

(১) আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, যখন নবী করীম (ছাঃ) দস্তরখান উঠাতেন তখন বলতেন,

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلاَ مُوَدَّعٍ وَلاَ مُسْتَغْنًى عَنْــهُ رَبَّنَا-

উচ্চারণ : *আলহ:াম্‌দু লিল্লা-হি হ:াম্‌দান কাছীরান ত্বইবাম মুবা-রাকাং ফীহি গইরা মাক্‌ফিইয়িন ওয়ালা- মুওয়াদ্দা'ইন ওয়ালা- মুস্‌তাগনান 'আনহু রব্বানা-।*

অর্থ : 'পাক পবিত্র, বরকতময় আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা। তাঁর নে'মত হ'তে মুখ ফিরানো যায় না, তাঁর অন্বেষণ ত্যাগ করা যায় না এবং এর প্রয়োজন থেকেও মুক্ত থাকা যায় না'। তাহ'লে তার পূর্বের গোনাহ সমূহ মাফ করে দিবেন (*বুখারী, মিশকাত, পৃঃ ৩৫৫*)।

(২) মু'আয ইবনু আনাস তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আহার করবে অতঃপর বলবে,

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنِىْ هَذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّىْ وَلاَ قُوَّةَ-

উচ্চারণ : *আল-হ:াম্দু লিল্ল-হিল্লাযী আত'আমানী হা-যা ওয়া রঝাক্বানীহি মিন গইরি হ:াওলিম মিন্নী ওয়ালা-কুউওয়াহ।*

অর্থ : 'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এ পানাহার করালেন এবং এর সামর্থ্য প্রদান করলেন, যাতে ছিল না আমার কোন উপায়, ছিল না কোন শক্তি' (*তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮৪, সনদ ছহীহ, আলবানী*)।

(৩) আবু আইয়ূব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন পান করতেন, তখন বলতেন,

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِىْ اَطْعَمَ وَسَقَى وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا-

উচ্চারণ : *আল-হ:াম্দু লিল্লা-হিল্লাযী আত'আমা ওয়া সাক্বা- ওয়া সাউওয়াগাহূ ওয়া জা'আলা লাহূ মাখরাজা-।*

অর্থ : 'ঐ আল্লাহ্র প্রশংসা, যিনি খাওয়ালেন, পান করালেন এবং সহজভাবে প্রবেশ করালেন ও তা বের হওয়ার ব্যবস্থা করলেন' (*আবু দাউদ, মিশকাত, হা/৪২০৭*)। উল্লেখ্য যে, দেশে প্রচলিত اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ মর্মে বর্ণিত হাদীছ যঈফ (*যঈফ আবু দাউদ, হা/৩৮৫০; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৪২০৪-এর টীকা*)।

দুধ পান করার দো'আ

দুধ পান করার সময় নিম্নোক্ত দো'আ পাঠ করতে হয়,

اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ-

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা বা-রিক্ লানা- ফীহি ওয়া ঝিদ্না- মিন্হূ।*

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এতে বরকত দান কর এবং তা বৃদ্ধি করে দাও’ *(ছহীহ আবুদাউদ হা/৩৭৩০; সনদ হাসান, ইবনু মাজাহ হা/৩৩২২; মিশকাত হা/৪২৮৩ ‘পান করা’ অধ্যায়)।*

মেযবানের জন্য মেহমানের দো‘আ

ইবনু বুসর বলেন, একবার নবী করীম (ছাঃ) আমাদের বাড়ী আসেন। আমার আব্বা মেহমানদের জন্য খেজুর ও রুটি পেশ করেন। খাওয়া শেষে তিনি যখন রওয়ানা হ’লেন, তখন আমার পিতা তাঁর আরোহীর লাগাম ধরে বললেন, আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট কিছু দো‘আ করুন। তখন তিনি বললেন,

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْلَهُمْ وَارْحَمْهُمْ-

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা বা-রিক্ লাহুম ফীমা রঝাক্বতাহুম ওয়াগ্ফির্ লাহুম ওয়ারহ:মহুম।*

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে যে রিযিক প্রদান করেছ, তাতে তাদের জন্য বরকত প্রদান কর। তাদের পাপসমূহ ক্ষমা কর এবং তাদের প্রতি রহমত নাযিল কর’ (*মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ২১৩*)।

যে পানাহার করাল তার জন্য দো‘আ

একদা রাসূল (ছাঃ) জনৈক ছাহাবীর বাড়ীতে কিছু পান করার পরে বলেছিলেন,

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِىْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِىْ.

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা আত‘ঈম মান আত‘আমানী ওয়াসক্বী মান সাক্ব-নী।*

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! যে আমাকে আহার করাল তুমি তাকে আহার করাও, যে আমাকে পান করাল তুমি তাকে পান করাও’ (*মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮৪*)।

নতুন ফল দেখার পর পঠিত দো‘আ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, মানুষ নতুন ফল রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে নিয়ে আসতেন। রাসূল (ছাঃ) তা গ্রহণ করে বলতেন,

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مُدِّنَا–

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা বা-রিক লানা- ফী ছামারিনা- ওয়া বা-রিক লানা ফী মাদীনাতিনা- ওয়া বা-রিক লানা- ফী স্ব-'ঈনা ওয়া বা-রিক লানা- ফী মুদ্দিনা- ।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য আমাদের ফলসমূহে বরকত দাও, আমাদের শহরে বরকত দাও, আমাদের ছা'-এ ও মুদ্দে অর্থাৎ মাপে বরকত দাও' (*মুসলিম, তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮৩*) ।

নব দম্পতির জন্য দো'আ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বিবাহিত ব্যক্তিকে অভিনন্দন জানিয়ে বলতেন,

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ–

উচ্চারণ : *বা-রাকাল্ল-হু লাক, ওয়া বা-রাকা 'আলাইক, ওয়া জামা'আ বায়নাকুমা- ফী খইর ।*

অর্থ : 'আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন, তোমাদের উভয়ের প্রতি বরকত নাযিল করুন এবং তোমাদেরকে কল্যাণের সাথে একত্রে রাখুন' (*তিরমিযী, মিশকাত, পৃঃ ২১৫, সনদ ছহীহ*) ।

নতুন স্ত্রী গ্রহণ অথবা চতুষ্পদ জন্তু ক্রয়ের সময় কপালে হাত রেখে পঠিতব্য দো'আ

'আমর ইবনু শো'আইব তার পিতা হ'তে তার দাদার মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ কোন নারীকে বিবাহ করে অথবা কোন খাদেম ক্রয় করে তখন সে যেন বলে,

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ–

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা খইরাহা ওয়া খইরা মা- জাবালতাহা- আলইহি ওয়া আ'উযুবিকা মিন শার্রি হা- ওয়া শার্রি মা- জাবালতাহা- 'আলাইহ।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তার মঙ্গল চাই এবং তার সেই কল্যাণময় স্বভাবের প্রার্থনা করি, যার উপর তুমি তাকে সৃষ্টি করেছ। আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই তার অনিষ্ট হ'তে, যে অনিষ্ট দিয়ে তুমি তাকে সৃষ্টি করেছ'। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, চুলের সম্মুখভাগ ধরে বরকতের দো'আ পড়তে হবে (*তিরমিযী, মিশকাত, পৃঃ ২১৫, সনদ ছহীহ*)।

স্ত্রী সহবাসের দো'আ

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ আপন স্ত্রীর সাথে মিলিত হ'তে ইচ্ছা করবে, তখন বলবে,

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا–

উচ্চারণ : *বিস্মিল্লা-হি আল্ল-হুম্মা জান্নিব্নাশ্ শায়ত্ব-না ওয়া জান্নিবিশ্ শায়ত্ব-না মা- রঝাক্বতানা-।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তোমার নামে আরম্ভ করছি তুমি আমাদের নিকট হ'তে শয়তানকে দূরে রাখ। আমাদের এ মিলনের ফলে যে সন্তান দান করবে, তা হ'তেও শয়তানকে দূরে রাখ' (*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ২১২*)।

ক্রোধ দমনের দো'আ

মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেন, একদা দু'জন লোককে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সামনে গালাগালি করতে দেখে তিনি তাদের একজনের রাগ অনুভব করে বললেন, আমি একটা কালেমা জানি, যদি সে তা বলে তাহ'লে ক্রোধ দূর হয়ে যাবে, তা হচ্ছে,

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ–

উচ্চারণ : *আউযুবিল্লা-হি মিনাশ্ শাইত্ব-নির রজীম।*

অর্থ : 'আমি অভিশপ্ত শয়তান হ'তে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি' (*বুখারী, তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮৩*)।

বিপন্ন লোককে দেখে দো'আ

ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কেউ বিপন্ন লোক দেখলে বলবে,

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ وَفَضَّلَنِى عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً-

উচ্চারণ : *আল-হ:াম্‌দু লিল্লা-হিল্লাযী 'আফা-নী মিম্মাবতালা-কা বিহী, ওয়া ফায্‌যলানী 'আলা- কাছীরিম মিম মান খলাক্ব তাফযীলা-।*

অর্থ : 'সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য, যিনি তোমাকে বিপদ দ্বারা পরীক্ষায় নিপতিত করেছেন, তা হ'তে আমাকে নিরাপদে রেখেছেন এবং তার সৃষ্টির অনেকের চেয়ে আমাকে অনুগ্রহ করেছেন' (*তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮১, সনদ ছহীহ*)।

মজলিসের মধ্যে পঠিতব্য দো'আ

ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, গণনা করে দেখা গেছে রাসূল (ছাঃ) একই মজলিসে দাঁড়ানোর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত একশত বার বলতেন,

رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ-

উচ্চারণ : *রব্বিগ্‌ফির্‌লী ওয়াতুব 'আলাইয়া ইন্নাকা আংতাত তওয়াবুল গফূর।*

অর্থ : 'হে আমার রব! তুমি আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার তওবা কবুল কর, নিশ্চয়ই তুমি তওবা কবুলকারী, ক্ষমাশীল' (*তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮১, হাদীছ ছহীহ*)।

মজলিসের কাফফারা

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন মজলিসে বসে অনর্থক বেশী কথা বলে অতঃপর উঠার পূর্বে বলে,

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ أنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ أَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ-

উচ্চারণ : *সুব্‌হ:া-নাকা আল্ল-হুম্মা ওয়া বিহ:াম্‌দিকা আশ্‌হাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্ল-আংতা আস্‌তাগ্‌ফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি তোমার প্রশংসার সাথে। আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাই এবং তোমার দিকে ফিরে যাই'। তাহলে তার অনর্থক কথা বলার পাপ সমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়' (*তিরমিযী, মিশকাত, পৃঃ ২১৪, সনদ ছহীহ*)।

কুরআন তেলাওয়াত ও মজলিস শেষের দো'আ

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন কোন মজলিস বা বৈঠকে কুরআন তেলাওয়াত করতেন অথবা কোন ছালাত আদায় করতেন, তখন এসব বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করতেন নিম্নোক্ত দো'আ দ্বারা,

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ–

উচ্চারণ : *সুব্‌হ:া-নাকা আল্ল-হুম্মা ওয়া বিহ:াম্‌দিকা আশ্‌হাদু আল্ল- ইলা-হা ইল্লা-আংতা আস্‌তাগ্‌ফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক।*

আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আপনি যখন কোন মজলিসে বসে কুরআন তেলাওয়াত করেন অথবা ছালাত আদায় করেন, আমি আপনাকে দেখি এসবের সমাপ্তি ঘোষণা করেন এই দো'আ দ্বারা। এর কারণ কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যে ব্যক্তি কল্যাণমূলক কথা বলে এগুলির দ্বারা সমাপ্তি ঘোষণা করবে, ক্বিয়ামত পর্যন্ত এসব শব্দাবলী তার অনুগামী হবে। আর যে ব্যক্তি অকল্যাণমূলক কথা বলবে, এ শব্দগুলি তার জন্য কাফফারা স্বরূপ হবে' (*আহমাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৭৭, সনদ ছহীহ*)।

কেউ সম্পদ দান করার জন্য পেশ করলে তার জন্য দো'আ

আব্দুল্লাহ ইবনু আবী আওফা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সামনে কেউ ছাদাক্বাহ নিয়ে আসলে, তিনি বলতেন, اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ *(আল্ল-হুম্মা স্বল্লি আলাইহি)* 'হে আল্লাহ! তার উপর রহমত বর্ষণ কর' (*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ১৫৬*)। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলতেন, بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ *(বারকাল্ল-হু লাকা ফী আহলিকা ওয়া মালিকা)* 'আল্লাহ তোমার সম্পদ ও পরিবারবর্গে বরকত দান করুন' (*বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৩৩*)।

ঋণ পরিশোধের সময় ঋণদাতার জন্য দো'আ

بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ–

উচ্চারণ : *বারকাল্ল-হু লাকা ফী আহ্‌লিকা ওয়া মা-লিকা ইন্নামা জাযাউস সালাফিলহ:ামদু ওয়াল আদাউ।*

অর্থ : ‘আল্লাহ আপনার সম্পদ ও পরিবারবর্গে বরকত দান করুন। আর ঋণদানের বিনিময় হচ্ছে কৃতজ্ঞতা এবং সময় মত নির্ধারিত বিষয় আদায় করা’ (*ইবনু মাজাহ, পৃঃ ১৭৪, ‘হেবা’ অধ্যায়, সনদ ছহীহ*)।

শিরক থেকে বাঁচার দো‘আ

শিরক থেকে বাঁচার জন্য রাসূল (ছাঃ) বলতেন,

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكُ لِمَا لاَ أَعْلَمُ–

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ‘উযুবিকা আন উশরিকা বিকা ওয়া আনা আ‘লামু ওয়া আস্‌তাগ্‌ফিরুকা লিমা- লা- আ‘লাম।*

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! আমার জানা অবস্থায় তোমার সাথে শিরক করা হ’তে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আর অজানা অবস্থায় শিরক হয়ে গেলে ক্ষমা প্রার্থনা করছি’ (*ছহীহুল জামে‘ ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৩*)।

অশুভ লক্ষণ বা কোন জিনিস অপসন্দ হ’লে দো‘আ

একদা ছাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! অশুভ লক্ষণের কাফফারা কি? তখন রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা বলবে,

اَللّٰهُمَّ لاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكَ وَلاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ وَلاَ اِلهَ غَيْرُكَ–

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা লা- ত্বয়র ইল্লা- ত্বয়রুকা, ওয়ালা- খইরা ইল্লা খয়রুকা, ওয়া লা- ইলা-হা গয়রুকা।*

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! তুমি ক্ষতি না করলে অশুভ বা কুলক্ষণ বলে কিছু নেই এবং তোমার কল্যাণ ছাড়া কোন কল্যাণ নেই। তুমি ছাড়া হক্ব কোন মা‘বূদ নেই’ (*সিলসিলা আহাদীছিছ ছহীহাহ, হা/১০৬৫*)।

পশুর পিঠে অথবা যানবাহনে আরোহণের দো‘আ

আলী ইবনু রাবী‘আহ (রাঃ) বলেন, আলী (রাঃ)-এর নিকটে এক আরোহী নিয়ে যাওয়া হ’লে তিনি তার উপর পা রাখার সময় বলেন,

بِسْمِ اللهِ اَلْحَمْدُ للّه، سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَـــا لَمُنْقَلِبُوْنَ، اَلْحَمْدُ للّه، اَلْحَمْدُ للّه، اَلْحَمْدُ للّه، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَـــرُ، اَللهُ أَكْبَـــرُ، سُبْحَانَكَ اَللّهُمَّ إِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ-

উচ্চারণ : *বিস্‌মিল্লা-হি আল-হ:াম্‌দুলিল্লা-হি, সুব্‌হ:া-নাল্লাযী সাখ্‌খারা লানা- হা-যা- ওয়ামা- কুন্না- লাহূ মুক্বরিনীন ওয়া ইন্না- ইলা- রব্বিনা- লামুংক্বলিবূন, আল-হ:াম্‌দু লিল্লা-হ, আল-হ:াম্‌দু লিল্লা-হ, আল-হ:াম্‌দু লিল্লা-হ, আল্ল-হু আক্‌বার, আল্ল-হু আক্‌বার আল্ল-হু আক্‌বার, সুব্‌হ:া-নাকা আল্ল-হুম্মা ইন্নী য:লামতু নাফ্‌সী ফাগ্‌ফিরলী ফাইন্নাহূ লা- ইয়াগ্‌ফিরুয যুনূবা ইল্লা আংত।*

অর্থ : 'আমি আল্লাহর নামে আরোহন করছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। আমি পবিত্রতা বর্ণনা করছি সে মহান আল্লাহর, যিনি একে (বাহন) আমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। যদিও আমরা একে অনুগত করতে সক্ষম ছিলাম না। আর অবশ্যই আমরা প্রত্যাবর্তন করব আমাদের রবের দিকে'। তার পর তিনবর 'আল-হামদুলিল্লাহ', অতঃপর তিনবার 'আল্লাহু আকবাব'। হে আল্লাহ! তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। হে আল্লাহ! আমি আমার আত্মার প্রতি অন্যায় করেছি, সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, তুমি ব্যতীত কেউ ক্ষমা করার নেই' (*তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮২, সনদ ছহীহ*)।

সফরের দো'আ

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন সফরের উদ্দেশ্যে উটের পীঠে আরোহন করতেন তখন বলতেন,

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَلَنَا هذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّـــا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ، اَللّهُمَّ انَّا نَسْأَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَـــا تَرْضَى اَللّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هذَا وَاطْوِلَنَا بُعْدَهُ اَللّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِى الـــسَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ اَللّهُمَّ انِّى أَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَـــةِ الْمَنْظَـــرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْأَهْلِ-

উচ্চারণ : *আল্ল-হু আক্‌বার, আল্ল-হু আক্‌বার, আল্ল-হু আক্‌বার সুব্‌হ:া-নাল্লাযী সাখ্‌খারা লানা- হা- যা- ওয়ামা- কুন্না- লাহূ মুক্বরিনীন ওয়া ইন্না- ইলা- রব্বিনা- লামুংক্বলিবূন, আল্ল-হুম্মা ইন্না নাস্‌আলুকা ফী সাফারিনা- হা-যাল বির্‌রা ওয়াত*

তাক্বওয়া ওয়া মিনাল 'আমালি মা-তারয্ব-, আল্ল-হুম্মা হাব্বিন 'আলাইনা- সাফরানা- হা-যা- ওয়া আত্ববি লানা- বু'দাহু, আল্ল-হুম্মা আংতাস স্ব-হিবু ফিস সাফারি ওয়াল খলীফাতু ফিল আহলি ওয়াল মা-ল, আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন ওয়া'ছা-ইস সাফারি ওয়া কা-বাতিল মানযারি ওয়া সূইল মুংক্বালাবি ফিল মা-লি ওয়াল আহল।

অর্থ : 'আল্লাহ সবচেয়ে বড় (তিনবার), ঐ আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করি, যিনি এটিকে (বাহন) আমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। অথচ তাকে আমরা অনুগত করতে সক্ষম নই। অবশ্যই আমরা আমাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তন করব। হে আল্লাহ! আমরা এই সফরে তোমার নিকট নেকী ও তাক্বওয়া চাই। আর তোমার পসন্দনীয় আমল চাই। হে আল্লাহ! এ সফরকে আমাদের উপর সহজ করে দাও এবং তার দূরত্বকে কমিয়ে দাও। হে আল্লাহ! তুমিই আমাদের এই সফরের সাথী আর পরিবারের উপর রক্ষক। হে আল্লাহ! তোমার নিকট আশ্রয় চাই সফরের কষ্ট হ'তে আর সফরের কষ্টদায়ক দৃশ্য হ'তে এবং সফর হ'তে প্রত্যাবর্তনকালে সম্পদ ও পরিবারের ক্ষয়ক্ষতি ও কষ্টদায়ক দর্শন হ'তে।

আর যখন রাসূল (ছাঃ) সফর হ'তে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন নিম্নের অংশটুকু বেশী করে বলতেন,

أَئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ-

উচ্চারণ : *আইবূনা তাইবূনা 'আবিদূনা লিরব্বিনা হ:ামিদূনা।*

অর্থ : 'আমরা প্রত্যাবর্তন করছি, তওবা করতে করতে ইবাদত রত অবস্থায় এবং আমাদের রবের প্রশংসা করতে করতে' (*মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ২১৩*)।

নৌকা ও ভাসমান যানে আরোহণের দো'আ

নূহ (আঃ) নৌকায় আরোহনের সময় নিম্নবর্ণিত দো'আ পাঠ করেছিলেন,

بِسْمِ اللهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَحِيْمٌ-

উচ্চারণ : *বিস্‌মিল্লা-হি মাজ্‌রেহা- ওয়া মুর্‌সা-হা- ইন্না- রব্বী লাগাফুরুর রহীম।*

অর্থ : 'এর গতি ও এর স্থিতি আল্লাহ্‌র নামে। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল দয়াবান' *(হূদ ৪১)*।

উল্লেখ্য যে, অত্র দো‘আটি স্থল যানে চড়ে বলা যাবে না। অথচ আমাদের দেশে অনেক গাড়ির সামনে এ দো‘আটি লেখা থাকে এবং গাড়ী ছাড়ার সময় সুপারভাইজার এ দো‘আটি বলে। যা নিতান্তই ভুল।

গ্রামে বা শহরে প্রবেশের দো‘আ

রাসূল (ছাঃ) কোন গ্রামে বা শহরে প্রবেশের সময় বলতেন,

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّموَاتِ السَّبْعِ وَمَا اَظْلَلْنَ وَرَبَّ الْأَرْضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا اَقْلَلْنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا أَضْلَلْنَ وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ أَسْأَلُكَ خَيْرَ هذِهِ الْقَرِيَّةِ وَخَيْرَ اَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ اَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا–

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা রব্বাস্ সামা-ওয়াতিস সাব‘ই ওয়ামা- আয্বলালনা ওয়া রব্বাল আরযীনাস সাব‘ই ওয়ামা আক্বলালনা ওয়া রব্বুশ শায়া-ত্বীনে ওয়ামা আয্বলালনা ওয়া রব্বার রিয়া-হি: ওয়ামা যারয়না, আসআলুকা খয়রা হা-যিহিল ক্বরইয়াতি ওয়া খয়রা আহলিহা- ওয়া খয়রা মা- ফীহা ওয়া আ‘উযুবিকা মিন শার্‌রিহা- ওয়া শার্‌রি আহলিহা- ওয়া শার্‌রি মা- ফীহা-।*

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! তুমি সপ্ত আকাশ ও তার ছায়া এবং সপ্ত যমীন ও তার বেষ্টিত স্থানের রব, শয়তানদের ও তাদের দ্বারা ভ্রষ্টদের রব এবং প্রবল বাতাস যা ধুলি উড়ায়, তার রব। আমি তোমার নিকট চাচ্ছি এ গ্রাম, গ্রামবাসী ও যা কিছু গ্রামে রয়েছে তার কল্যাণ। আশ্রয় চাচ্ছি এ গ্রাম, গ্রামবাসী ও যা কিছু এ গ্রামে রয়েছে, তার অনিষ্ট হ’তে’ (*হাকেম, আয-যাহাবী, ২য় খণ্ড, ১০০ পৃঃ; নাসাঈ*)।

বাজারে প্রবেশের দো‘আ

ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করে সে যেন বলে,

لاَ إِلهَ الاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ–

উচ্চারণ : *লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ:দাহূ লা- শারীকা লাহ, লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হ:াম্দু ইউহ্:য়ী ওয়া ইউমীতু, ওয়া হুয়া হ:াইয়ুন লা- ইয়ামূতু বিয়াদিহিল খইর, ওয়া হুয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িং ক্বদীর।*

অর্থ : 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা একমাত্র তাঁর জন্যই। তিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যু ঘটান। তিনি চিরঞ্জীব, মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। সকল বিষয়ের কল্যাণ তাঁর হাতেই। তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান' (*তিরমিযী, মিশকাত, পৃঃ ২১৪, সনদ ছহীহ*)।

সফরকারীর জন্য গৃহে অবস্থানকারীদের দো'আ

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) কোন লোককে বিদায় দিলে তার হাত ধরতেন, বিদায়ী ব্যক্তি হাত না ছাড়লে রাসূল (ছাঃ) হাত ছাড়তেন না। বিদায়ের সময় রাসূল (ছাঃ) বলতেন,

اَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَواتِيْمَ عَمَلِكَ زَوَّدَكَ اللهُ التَقْــوَى وَغَفَــرَ ذَنْبَــكَ وَيَسَّرَلَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ-

উচ্চারণ : *আসতাওদি'উল্ল-হা দীনাকা ওয়া আমা-নাতাকা ওয়া খাওয়াতীমা 'আমালিকা, যাওওয়াদা কাল্ল-হুত তাক্বওয়া- ওয়া গাফারা যাম্বাকা ওয়া ইয়াস্সারা লাকাল খয়রা হ:ায়ছু মা- কুংতা।*

অর্থ : 'আমি তোমার দ্বীন, তোমার আমানত এবং শেষ আমল আল্লাহর উপর ছেড়ে দিচ্ছি। আল্লাহ তোমাকে তাক্বওয়া দান করুন, তোমার পাপ ক্ষমা করুন, তুমি যেখানেই থাক আল্লাহ তোমার জন্য কল্যানকে সহজসাধ্য করুন' (*তিরমিযী, মিশকাত, পৃঃ ২১৫, সনদ ছহীহ*)।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এসময়ে সফরকারী ব্যক্তি গৃহে অবস্থানকারীদের জন্য দো'আ করবেন,

اَسْتَوْدِعُكُمُ اللهَ الَّذِىْ لاَ تَضِيْعُ وَدَائِعُهُ-

উচ্চারণ : *আস্তওদি'উ কুমুল্ল-হাল্লাযী লা- তাযী'উ ওয়াদা-য়ি'উহ।*

অর্থ : 'আমি তোমাদেরকে সে আল্লাহর নিকট গচ্ছিত রাখছি, যার নিকট গচ্ছিত সম্পদ নষ্ট হয় না' (*ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ*)।

উপরে আরোহনকালে এবং নীচে নামার সময় দো‘আ

জাবের (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন উপরের দিকে আরোহন করতাম, তখন ‘আল্লাহ আকবার’ বলতাম। আর যখন নীচের দিকে অবতরণ করতাম তখন বলতাম, ‘সুবহানাল্লা-হ’ (*বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৪৪*)।

আনন্দদায়ক অথবা ক্ষতিকারক কিছু দেখলে পঠিত দো‘আ

আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন আনন্দদায়ক কিছু লক্ষ্য করতেন, তখন বলতেন,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ–

উচ্চারণ : *আলহ:াম্‌দু লিল্লাহিল্লাযী বিনি‘মাতিহি তাতিম্মুস স্বালিহ:া-তু।*

অর্থ : ‘সে আল্লাহ্‌র প্রশংসা, যার অনুগ্রহে সৎ কার্য সুসম্পন্ন হয়’। আর যখন ক্ষতিকর কিছু লক্ষ করতেন, তখন বলতেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ– *(আলহ:াম্‌দু লিল্লাহি ‘আলা কুল্লি হ:াল)* ‘সর্বাবস্থায় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য’ *(হাকেম, ১/৪৯৯ পৃঃ; আলবানী, ছহীহুল জামে‘, ৪/২০১ পৃঃ; হিছনুল মুসলিম, ১২০ পৃঃ)*।

কেউ প্রশংসা করলে কি বলবে?

اَللّٰهُمَّ لاَ تُؤَخِذْنِىْ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَاغْفِرْلِىْ مَا لاَ يَعْلَمُوْنَ وَاجْعَلْنِىْ خَيْرًا مِّمَّا يَظُنُّوْنَ –

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা লা- তুআ-খিযনী বিমা- ইয়াকূলূন, ওয়াগ্‌ফির্‌লী মা- লা-ইয়া‘লামূন, ওয়াজ‘আলনী খয়রাম মিম্মা- ইয়াযু:ননূন।)*

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! যা বলা হচ্ছে তার জন্য আমাকে ধর না, আর আমাকে ক্ষমা কর, যা তারা জানে না। আর আমাকে তাদের ধারণার চেয়ে ভাল করে দাও’ (*আদাবুল মুফরাদ, ৭৬১ পৃঃ*)।

আশ্চর্যজনক অবস্থায় ও আনন্দের সময় পঠিতব্য দো‘আ

‘সুবহা-নাল্লাহ’ (*বুখারী, ফৎহুল বারী, ১/২১০*)। ‘আল্লাহু আকবার’ (*বুখারী, ফাৎহুল বারী, ৮/৪৪১*)। ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় বলবে, لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ (লা-ইলাহা ইল্লাল্ল-হু) (*বুখারী, ফৎহুল বারী, ৬/১৮১*)।

হাঁচিদাতা ও শ্রোতার জন্য পঠিতব্য দো‘আ

হাঁচি দাতা বলবে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ *(আল-হ:াম্‌দুলিল্ল-হ)* ‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য’। যিনি শুনবেন তিনি বলবেন, يَرْحَمُكَ اللهُ *(ইয়ারহ:ামুকাল্লা-হ)* ‘আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন’। অতঃপর হাঁচি দাতা ব্যক্তি পুনরায় বলবে, يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ *(ইয়াহ্‌দিকুল্ল-হু ওয়া ইউস্বলিহ: বা-লাকুম)* ‘আল্লাহ তোমাদের হেদায়াত দান করুন এবং তোমাদেরকে সংশোধন করুন’ *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৭৩৩; তিরমিযী, ২/৩৫৪ পৃঃ)*।

অমুসলিমদের হাঁচির জবাব

অমুসলিমদের হাঁচি আসলে বলবে,

يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

(ইয়াহ্‌দিকুল্ল-হু ওয়া ইউস্বলিহ: বা-লাকুম) ‘আল্লাহ তোমাদের হেদায়াত দান করুন এবং তোমাদেরকে সংশোধন করুন’ *(আবুদাউদ, দারেমী, তিরমিযী, ২/৩৫৪ পৃঃ; মিশকাত হা/৪৭৪০ ‘আদব’ অধ্যায়)।*

অমুসলিমদের সালামের জবাব

অমুসলিম ব্যক্তি সালাম দিলে তার উত্তরে বলতে হবে, وَعَلَيْكَ *(ওয়া আলাইকা)* *[বুখারী, ফৎহুল বারী, ১১/৪২]*।

অন্তরকে পাপ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখার দো‘আ

নবী (ছাঃ) বলতেন,

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْاَخْلَاقِ وَالْاَعْمَالِ وَالْاَهْوَاءِ–

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ‘উযুবিকা মিন মুংকার-তিল আখলা-ক্ব ওয়াল আ‘মা-লি ওয়াল আহওয়া-।*

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাই চরিত্র, কর্ম ও প্রবৃত্তির অনিষ্ট হতে’ *(তিরমিযী, রিয়াযুছ ছালিহীন হা/১৪৮৩)।*

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِيْ وَمِنْ شَرِّ بَصَرِيْ وَمِنْ شَرِّ لِسَانِيْ وَمِنْ شَرِّ قَلْبِيْ مِنْ شَرِّ مَنِيِّيْ-

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিং শাররি সামঈ ওয়া মিং শার্‌রি বাস্বরী ওয়া মিং শাররি লিসা-নী ওয়ামিন শাররি ক্বলবী ওয়া মিং শাররি মানিয়্যী।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাই আমাদের কর্ণ, আমাদের চক্ষু, আমাদের জিহ্বা ও আমাদের অন্তরের অনিষ্ট হ'তে এবং আমার শুক্র অবৈধ স্থানে পতিত হওয়া থেকে' (*আবুদাউদ, তিরমিযী, রিয়াযুছ ছালিহীন হা/১৪৮৩*)।

অন্তরকে সব সময় আল্লাহ্‌র আনুগত্যে রাখার দো'আ

اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ-

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা মুছার্রিফাল কুলূবি ছার্রিফ কুলূবানা 'আলা ত্বা'আতিকা।*

অর্থ : 'হে অন্তর পরিবর্তনকারী আল্লাহ! আমাদের অন্তরকে তোমার আনুগত্যের প্রতি পরিবর্তন কর' (*মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯*)। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বেশী বেশী বলতেন,

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ-

উচ্চারণ : *ইয়া মুক্বাল্লিবাল কুলূবি ছাব্বিত ক্বালবী 'আল্লা দীনিকা।*

অর্থ : 'হে অন্তর পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর দৃঢ় রাখ' (*তিরমিযী, মিশকাত হা/১০২, হাদীছ ছহীহ*)।

দরজা-জানালা বন্ধ করা এবং যে কোন খাদ্যদ্রব্য ঢাকার সময় দো'আ

দরজা-জানালা বন্ধ করার সময় এবং যে কোন খাদ্যদ্রব্য ঢাকার সময় بِسْمِ اللهِ (*বিসমিল্লা-হ*) বলবে (*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪২৯৪, ৪২৯৫*)। দরজা-জানালা বন্ধ করার অথবা খাদ্রদ্রব্য ঢাকার কিছু না থাকলে بِسْمِ اللهِ (*বিসমিল্লা-হ*) বলে একটি খড়ি দরজায় অথবা হাঁড়ির উপর রাখবে। এতে যে কোন ধরনের বালা-মুছীবত থেকে ঘর ও খাদ্যদ্রব্য নিরাপদ থাকবে (*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪২৯৮-৯৯*)।

তিলাওয়াতকারী ও শ্রোতাদের আয়াতের জবাব (ছালাতে বা বাইরে)

শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, এ নিয়মটি উন্মুক্ত। তাই ছালাতের ভিতর ও বাহির উভয় অবস্থা এবং ফরয ও নফল উভয় ছালাত এর অন্তর্ভুক্ত।

(১) سَبِّحِ اسْــمَ رَبِّــكَ الْــأَعْلَى *(সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ‘লা)*-এর জওয়াবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) سُــبْحَانَ رَبِّــيَ الْــأَعْلَى *(সুব্হা-না রাব্বিয়াল আ’লা)* বলতেন *(আহমাদ, আবুদাউদ, হাকেম, মিশকাত হা/৮৫৯, হাদীছ ছহীহ)*।

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সূরা ক্বিয়ামাহ-এর শেষে পড়বে أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَــى أَنْ يُحْيِــيَ الْمَــوْتَى *(আলাইসা যা-লিকা বিক্বা-দিরিন ‘আলা- আই ইউয়িয়াল মাওতা-)* সে যেন বলে, سُبْحَانَكَ فَبَلَــى *(সুব্হা-নাকা ফাবালা-)* **অর্থ :** ‘আমি তোমার পবিত্রতা সহকারে বলছি, হ্যাঁ *[আবুদাউদ, বায়হাক্বী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৮৬০; আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নবী, (বৈরুতঃ ১৪০৩ হিঃ/১৯৮৩ খ্রীঃ) হাশিয়া, পৃঃ ৮৬]*।

(৩) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা আর-রহমানের فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ-এর জওয়াবে বলতে বলেন, لاَ بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْــدُ *(লা বিশাইয়িম মিন নি‘আমিকা রাব্বানা নুকাযযিবু ফালাকাল হামদু)*। **অর্থ :** হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার কোন নে‘মত অস্বীকার করি না, আর প্রশংসা একমাত্র তোমার জন্য।

উল্লেখ্য যে, সূরা ত্বীন-এর শেষে ‘বালা ওয়া আনা আল যা-লিকা মিনাশ শাহেদীন’ এবং সূরা মুরসালত-এর শেষে ‘আমান্না বিল্লাহ’ ও সূরা বাক্বারার শেষে ‘আমীন’ বলার প্রমাণে পেশকৃত হাদীছ যঈফ *(আবুদাউদ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৮৬০; আলবানী, হাশিয়া মিশকাত টীকা নং ৬; ইবনে কাছীর, ১/৭৪৬ পৃঃ)*।

অনুরূপভাবে ‘আল্লা-হুম্মা হা-সেবনী হিসা-বায় ইয়াসীরা’ দো‘আটি সূরা গাশিয়ার সাথে খাছ নয়, বরং ছালাতের মধ্যে যে কোন দো‘আর স্থানে পড়া যায় *(আহমাদ, মিশকাত হা/৫৫৬২, হাদীছ ছহীহ)*।

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সূরা ও আয়াতের ফযীলত

রাতে সূরা কাহাফ পড়লে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রহমত অবতীর্ণ হয় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১১৮)*।

যারা সূরা বাক্বারাহ এবং আলে ইমরান তেলাওয়াত করবে তাদের জন্য এ সূরা দু'টি ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ্র নিকট সুপারিশ করবে এবং সূরা দু'টি ক্বিয়ামতের মাঠে ছায়া হিসাবে থাকবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১২০)*।

যে ব্যক্তি শোয়ার সময় আয়াতুল কুরসী পড়বে শয়তান সারা রাত তার নিকটে যাবে না *(বুখারী, মিশকাত হা/২১২৩)*।

যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাক্বারাহ্র শেষ দু'আয়াত তেলাওয়াত করবে সে ব্যক্তি সারা রাত বিপদমুক্ত থাকবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১২৫)*।

সূরা এখলাছ কুরআনের তিনভাগের একভাগ অর্থাৎ তিনবার সূরা এখলাছ পাঠ করলে একবার কুরআন তেলাওয়াতের নেকী পাওয়া যাবে। যে ব্যক্তি সূরা মুলক পড়বে ক্বিয়ামতের দিন এ সূরা তার জন্য ক্ষমা হওয়া পর্যন্ত সুপারিশ করতে থাকবে *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২১৫৩)*।

মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট পঠিতব্য দো'আ

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) এবং আবু হুরায়রা (রাঃ) যৌথভাবে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের মুমূর্ষু ব্যক্তিকে لَا اِلَـــهَ اِلاَّ اللهُ-এর তালক্বীন দাও' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬১৫)*।

মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যার শেষ বাক্য হবে لَا اِلَهَ اِلاَّ اللهُ সে জান্নাতে যাবে' *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৬২১ হাদীছ ছহীহ)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকটে ভাল কথা বল। কারণ তোমাদের কথার উপর ফেরেশতাগণ আমীন বলেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬১৭)*।

উল্লেখ্য যে, মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট সূরা ইয়াসীন পড়ার প্রমাণে বর্ণিত হাদীছ নিতান্তই যঈফ *(আলবানী, মিশকাত হা/১৬২২-এর টীকা নং ৩)*। অনুরূপভাবে মৃত ব্যক্তির নিকটে কুরআন পড়ারও কোন প্রমাণ নেই।

পিতা-মাতার জন্য দো'আ

নবী করীম (ছাঃ) স্বীয় পিতামাতার জন্য বললেন,

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْراً

উচ্চারণ : রাব্বিরহ:াম্হুমা কামা রাব্বাইয়ানী ছাগীরা।

অর্থ : 'হে আমাদের পালনকর্তা! তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন' *(ইসরা ২৪)*।

নূহ (আঃ) স্বীয় পিতামাতা ও মুমিনদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন এভাবে-

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

উচ্চারণ : রাব্বিগ্ফির্লী ওয়ালি ওয়া-লি দাইয়া ওয়ালিমান দাখালা বায়তিয়া মু'মিনাও ওয়ালিল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনা-ত।

অর্থ : 'হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যারা মুমিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে ক্ষমা করুন' *(নূহ ২৮)*।

দুঃখ-কষ্টের সময় পঠিতব্য দো'আ

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হ'লে বলতেন, يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ *(ইয়া হাইয়ু ইয়া ক্বাইয়ূমু বিরাহমাতিকা আস্তাগীছ)* 'হে চিরঞ্জীব! হে চিরস্থায়ী! আপনার রহমতের মাধ্যমে আপনার নিকটে সাহায্য চাই' *(তিরমিযী, হাকেম, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১/২৭৩ পৃঃ; মিশকাত হা/২৪৫৪)*।

সন্তান ও পরিবারের জন্য দো'আ

ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় সন্তান ও পরিবারের জন্য নিম্নোক্তভাবে দো'আ করেন,

رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْ إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ-

উচ্চারণ : *রাব্বানা লিইউক্বীমুছ ছালাতা ফাজ'আল আফয়িদাতাম মিনাননা-সি তাহবী ইলাইহিম ওয়ারঝুক্বহুম মিনাছ ছামারা-তি লা'আল্লাহুম ইয়াশকুরূন।*

অর্থ : 'হে আমাদের প্রতিপালক! তারা যেন ছালাত ক্বায়েম করে। মানুষের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দাও এবং তাদেরকে ফল-ফলাদি দ্বারা রুযী দান কর। সম্ভবতঃ তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে' *(ইবরাহীম ৩৭)*।

মুমিনগণ তাদের নিজেদের জন্য এবং স্বীয় পরিবারবর্গের জন্য বলেন,

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا–

উচ্চারণ : *রাব্বানা হাবলানা মিন আঝওয়াজিনা ওয়া যুররিইয়াতিনা কুররাতা আ'ইউনিউঁ ওয়াজ'আলনা লিলমুত্তাক্বীনা ইমা-মা।*

অর্থ : 'আমাদের পালনকর্তা! আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান করুন এবং আমাদেরকে মুত্তাক্বীদের জন্য আদর্শ স্বরূপ করুন' *(ফুরক্বান ৭৪)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আব্বাস (রাঃ)-কে বললেন, আপনি আপনার সন্তানদের নিয়ে সোমবার সকালে আসেন, আমি তাদের জন্য এমন দো'আ করব, যা দ্বারা আল্লাহ আপনাকে এবং আপনার সন্তানদেরকে উপকৃত করবেন। রাবী বলেন, আমরা সকালে তাঁর নিকটে গেলে তিনি বললেন,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْعَبَّاسِ وَوُلْدِهِ مَغْفِرَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً لَا تُغَادِرُ ذَنْبًا اللَّهُمَّ احْفَظْهُ فِيْ وُلْدِهِ–

উচ্চারণ : *আল্লাহুম্মাগ্ফির্ লিল আব্বাসি ওয়া উলদিহি মাগ্ফিরাতাং যা-হিরাতাওঁ ওয়া বা-ত্বিনাতাল লা তুগা-দির যানবান আল্লা-হুম্মাহফাযহু ফী উলদিহি।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি আব্বাস ও তার সন্তানদেরকে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য ভাবে ক্ষমা কর, তার কোন পাপ ছেড় না। হে আল্লাহ! তুমি তাকে তার সন্তানদের ব্যাপারে নিরাপদে রাখ' *(তিরমিযী, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৬১৪৯, হাদীছ ছহীহ, টীকা নং ৬)*।

উল্লেখ্য যে, এখানে আব্বাস নামের স্থলে ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে হবে।

সুসন্তান প্রার্থনার দো'আ

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ

উচ্চারণ : *রব্বি হাবলী মিনাস স্বলিহীন।*

অর্থ : 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে নেক্কার সন্তান দান কর' *(ছফফাত ১০০)*।

কারো বিদ্যা-বুদ্ধির জন্য দো'আ

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আমাকে তাঁর বুকের সাথে জড়িয়ে নিয়ে বললেন, اَللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ *(আল্লা-হুম্মা আল্লিমহুল হিকমাহ)* 'হে আল্লাহ! তুমি ইবনু আব্বাসকে জ্ঞান দান কর' *(বুখারী, মিশকাত হা/৬১৩৮)*।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, اَللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِيْ الدِّيْنِ *(আল্লা-হুম্মা ফাক্কিহহু ফিদ্দীন)* 'হে আল্লাহ! তুমি ইবনু আব্বাসকে দ্বীনের বুঝ দান কর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬১৩৯)*।

অন্যের মাধ্যমে সালাম পাঠালে তার উত্তর

জনৈক ছাহাবী বলেন, আমার আব্বা আমাকে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে পাঠালেন এবং বললেন, তুমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে যাও এবং তাঁকে সালাম প্রদান কর। আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে গেলাম এবং বললাম, আমার আব্বা আপনাকে সালাম বলেছেন, তখন রাসুল (ছাঃ) বললেন, عَلَيْكَ وَعَلَى اَبِيْكَ السَّلاَمُ *(আলাইকা ওয়া আলা আবীকাস-সালাম)* 'তোমার প্রতি এবং তোমার পিতার প্রতি সালাম বা শান্তি বর্ষিত হোক' *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৬৫৫, হাদীছ ছহীহ)*।

অতএব সালাম দাতার জন্য বলতে হবে, عَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ *(আলাইকা ওয়া আলাইহিস সালা-ম)*।

আল্লাহ্‌র গুণবাচক নাম সমূহ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি ঐ নামগুলির প্রতি বিশ্বাস রাখবে অথবা ধারাবাহিকভাবে পড়বে বা মুখস্থ রাখবে সে জান্নাতে যাবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২২৮৭)*।

তাহাজ্জুদ ছলাতের পূর্বে তেলাওয়াত ও তাসবীহ

ইবনু আব্বস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বিছানা থেকে উঠে সূরা আলে ইমরানের শেষ রুকূ পাঠ করতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৯৫)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বিছানা থেকে উঠে আকাশের দিকে তাকিয়ে সূরা আলে ইমরানের শেষ রুকূর প্রথম পাঁচ আয়াত পাঠ করতেন *(নাসাঈ, মিশকাত হা/১২০৯, হাদীছ ছহীহ)*।

রাসূল (ছাঃ) তাহাজ্জুদ ছালাত পড়ার জন্য উঠে ১০ বার *'আল্লা-হু আকবার'* ১০ বার *'আল-হামদু লিল্লা-হ'* ১০ বার *'সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী,* ১০ বার *'আস্তাগফিরুল্লা-হ'* ও ১০ বার *'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ* পড়তেন *(ছহীহ আবুদাউদ, হা/৭৪১)*।

প্রকাশ থাকে যে, *'সুবহা-নাল মালিকিল কুদ্দূস'* এবং *'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন যীক্বিদ্দুনইয়া ওয়া যীক্বি ইয়াউমাল ক্বিয়ামাহ'* ১০ বার করে বলার প্রমাণে পেশকৃত হাদীছটি যঈফ *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/১২১৬)*।

জান্নাত চাওয়া ও জাহান্নাম হ'তে বাঁচার দো'আ

রাসুল (ছাঃ) বলতেন,

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ–

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকাল জান্নাতা ওয়া আউযুবিকা মিনান না-রি।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জান্নাত চাই এবং জাহান্নাম হ'তে বাঁচতে চাই' *(আবুদাউদ, ছহীহ ইবনু মাজাহ ২/৩২৮ পৃঃ)*।

ইদায়নের তাকবীর বা দো'আ

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) আরাফার দিনে ফজর হ'তে কুরবানীর দিন আছর পর্যন্ত নিম্নোক্ত দো'আটি বলতেন,

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ–

উচ্চারণ : *আল্লা-হু আক্বার আল্লা-হু আক্বার লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আক্বার আল্লা-হু আক্বার ওয়া লিল্লাহিল হ:াম্দ (ইবনু আবী শায়বা, সনদ ছহীহ; যাদুল মা'আদ ১/৪৩৩)।*

উল্লেখ্য যে, বহুল প্রচলিত اللهُ اَكْبَرْ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا سُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً– দো'আটির প্রমাণে কোন গ্রহণযোগ্য হাদীছ পাওয়া যায় না।

হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারী মুহরিম ব্যক্তির তালবিয়া

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে এহরাম বেঁধে বলতে শুনেছি,

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ-

উচ্চারণ : *লাব্বাইকা আল্লা-হুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল হ:ামদা ওয়ান্নি'মাতা লাকা ওয়াল মুল্‌কা লা শারীকা লাকা।*

অর্থ : 'আমি তোমার ডাকে সাড়া দিয়ে উপস্থিত হয়েছি, হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত হয়েছি, আমি উপস্থিত হয়ে ঘোষণা করছি যে, তোমার কোন শরীক নেই। আমি উপস্থিত হয়েছি, নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নে'মত তোমারই এবং রাজত্বও তোমার, তোমার কোন শরীক নেই' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫৪১)।*

রুকনে ইয়ামনী এবং হাজারে আসওয়াদের মাঝে দো'আ

আব্দুল্লাহ ইবনু সায়েব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে উপরের দু'রুকনের মাঝে বলতে শুনেছি,

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

উচ্চারণ : *রাব্বানা আ-তিনা ফিদ দুনইয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আ-খিরাতে হাসানাতাওঁ ওয়া ক্বিনা আযা-বান্না-রি।*

অর্থ : 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাও' *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/২০৮১)।*

ছাফা ও মারওয়া পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে পঠিতব্য দো'আ

জাবির (রাঃ) নাবী কারীম (ছাঃ)-এর হজ্জের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন ছাফা পাহাড়ের নিকটে গেলেন তখন পড়লেন,

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ-

উচ্চারণ : *ইন্নাস্ স্বাফা ওয়াল মারওয়াতা মিং শা'আইরিল্লা-হি আবদাউ বিমা বাদাআল্লা-হু বিহি।*

অর্থ : 'নিশ্চয়ই ছাফা ও মারওয়া পাহাড় আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভুক্ত। আমি (হজ্জ) ঐ স্থান হ'তে আরম্ভ করব যেখান হ'তে আল্লাহ আরম্ভ করেছেন'। অতঃপর তিনি পাহাড়ের উপরে উঠলেন এবং কা'বা ঘর দেখতে পেয়ে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ ঘোষণা করলেন ও তাকবীর পাঠ করলেন। অতঃপর বললেন,

لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ أَنْجزَ وَعْدَهُ وَنَصرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ-

উচ্চারণ : *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌:দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হ:াম্‌দু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িং ক্বাদীর, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌:দাহু আংজাঝা ওয়া'দাহু ওয়া নাস্বারা 'আব্‌দাহু ওয়া হাযামাল আহ্‌:যা-বা ওয়াহ:দাহু।*

অর্থ : 'আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁর হাতে, প্রশংসা একমাত্র তাঁর। তিনি সমস্ত বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ নেই। যিনি স্বীয় ওয়াদা পূরণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন, আর তিনি একাই সম্মিলিত বাহিনীকে পরাস্ত করেছেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৫৫৫)*। উল্লেখ্য যে, দো'আটি তিনবার বলতে হবে। মারওয়া পাহাড়ে উঠেও তিনবার বলতে হবে।

আরাফার মাঠে দো'আ

আমর ইবনু শো'আইব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হ'তে বর্ণনা করেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, সবচেয়ে উত্তম দো'আ হচ্ছে, আরাফার দিনের দো'আ। আর সবচেয়ে উত্তম কথা হচ্ছে, যা আমি বলেছি এবং আমার পূর্বে নবীগণ যা বলেছেন অর্থাৎ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ-

উচ্চারণ : *লা ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্‌:দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হ:ামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িং ক্বাদীর।*

অর্থ : 'আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁর হাতে, প্রশংসা একমাত্র তাঁর। তিনি সমস্ত বস্তুর উপর ক্ষমতাবান' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২৫৯৮, হাদীছ ছহীহ)।*

মাশ'আরে হারামের নিকট যিকির

জাবির (রাঃ) বলেন, রাসুল (ছাঃ) মাশ'আরে হারামের নিকট পৌঁছে কিবলামুখী হ'লেন তারপর প্রার্থনা করলেন। তিনি আল্লাহু আকবার বললেন, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ ও আলহামদুলিল্লা-হ বললেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৫৫৫)*। উল্লেখ্য যে, এসব যিকিরের কোন সংখ্যা উল্লেখ নেই।

পাথর নিক্ষেপের সময় তাকবীর

রাসূল (ছাঃ) প্রথম ও দ্বিতীয় বার পাথর নিক্ষেপের সময় তিনবার 'আল্লা-হু আকবার' বলতেন এবং সামনে একটু বেড়ে ক্বিবলামুখী হয়ে হাত তুলে প্রার্থনা করতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫৫৫)*।

কুরবানীর দো'আ

জুনদুব ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যবেহকারী 'বিসমিল্লা-হ' বলে যবেহ করবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১৪৭২)*।

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) সাদা-কালো মিশ্রিত শিং ওয়ালা ছাগলের দু'টি চোয়ালের উপর পা রেখে 'বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবার' বলে কুরবানী করলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৩)*।

কোন ব্যক্তি কোন উপকার বা ভাল আচরণ করলে তার জন্য দো'আ

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি কারো নিকট ভাল কিছু করলে সে যদি তার জন্য বলে جَــزَاكَ اللهُ خَيْــرًا *(জাযা-কাল্লা-হু খাইরান)* 'আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন'; তাহ'লে সে উপযুক্ত প্রশংসা করল' *(আহমাদ, ছহীহ তিরমিযী, মিশকাত হা/৩০২৪)*।

আয়না দেখার দো'আ

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) (আয়নার প্রতি লক্ষ্য করলে) বলতেন, اَللَّهُــمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِــيْ فَأَحْــسِنْ خُلُقِــيْ *(আল্লা-হুম্মা হাসসানতা খালক্বী ফা আহ্:সিন*

খুলুক্বী') 'হে আল্লাহ! তুমি আমার সৃষ্টি সুন্দর করেছ, কাজেই আমার চরিত্র সুন্দর কর' *(আহমাদ, মিশকাত হা/৫০৯৯, হাদীছ ছহীহ)*।

রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠের ফযীলত

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তার উপর ১০ বার রহমত বর্ষণ করবেন, ১০টি পাপ মোচন করে দিবেন এবং ১০টি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন' *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৯২২)*।

উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আপনার প্রতি বেশী বেশী দরূদ পড়তে চাই, অতএব আমি আমার দো'আর কত অংশ দরূদ পড়তে পারি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার ইচ্ছা। আমি বললাম, চার ভাগের এক ভাগ দরূদ পাঠ করব? রাসূল বললেন, তোমার ইচ্ছা। যদি বেশী কর তবে তোমার জন্য ভাল। আমি বললাম, দুই ভাগের এক ভাগ দরূদ পাঠ করব। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার ইচ্ছা। যদি বেশী কর তোমার জন্য ভাল। আমি বললাম, তিন ভাগের দুই ভাগ দরূদ পাঠ করব। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার ইচ্ছা। যদি বেশী কর তোমার জন্য ভাল। আমি বললাম, আমি আমার দো'আর সর্বাংশই দরূদ পাঠ করব। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাহ'লে তোমার কোন চিন্তা ও পাপ থাকবে না' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৯২৯, হাদীছ ছহীহ)*।

আলোচ্য হাদীছের সারমর্ম হচ্ছে, অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠ করা।

কোন প্রাণী বা যানবাহনে আরোহণ কালে পা পিছলে গেলে পঠিতব্য দো'আ

এরূপ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'বিসমিল্লা-হ' বলতেন *(ছহীহ আবুদাউদ ৪/২৯৬ পৃঃ)*।

ছালাতের মাঝে শয়তানের কুমন্ত্রণা হ'তে বাঁচার দো'আ

ওছমান ইবনু আবী আছ (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! নিশ্চয়ই শয়তান আমার মাঝে ও আমার ছালাতের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং আমার ক্বিরাআত উলট-পালট করে দেয়। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এটা হচ্ছে শয়তান, তার নাম খিনযাব। তুমি এরূপ অনুভব করলে আল্লাহ্র নিকট শয়তান

হ'তে পরিত্রাণ চাও أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ *(আ'উযু বিল্লা-হি মিনাশ্ শাইত্বা-নির রাজীম)* বলে এবং তোমার বাম দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ কর। ছাহাবী বলেন, আমি এরূপ করলে আল্লাহ আমার থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা দূর করে দেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭৭)*।

কুনূতে রাতিবা বা বিতর-এর কুনূত

হাসান ইবনু আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাকে কিছু বাক্য শিখিয়ে দিয়েছেন, যা আমি বিতরের কুনূতে পড়ি,

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِىْ وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِىِّ-

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মাহ্দিনী ফীমান হাদাইত, ওয়া 'আ-ফিনী ফীমান 'আ-ফাইত, ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমাং তাওয়াল্লাইত, ওয়া বা-রিকলী ফীমা- আ'তাইত, ওয়াক্বিনী শার্‌রা মা- ক্বাযাইত, ফাইন্নাকা তাক্বযী ওয়ালা ইউক্বযা- 'আলাইক, ইন্নাহূ লা- ইয়াযিল্লু মাওঁ ওালাইত, ওয়ালা- ইয়া'ইঝ্ঝু মান 'আ-দায়ত, তাবা-রকতা রব্বানা- ওয়াতা 'আ-লায়ত, ওয়া স্বল্লল্ল-হু 'আলান্নাবিইয়ি।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হেদায়াত দান কর, যাদের তুমি হেদায়াত করেছ তাদের সাথে। আমাকে মাফ করে দাও, যাদের মাফ করেছ তাদের সাথে। আমার অভিভাবক হও, যাদের অভিভাবক হয়েছ তাদের সাথে। তুমি যা আমাকে দান করেছ তাতে বরকত দাও। আর আমাকে ঐ অনিষ্ট হ'তে বাঁচাও, যা তুমি নির্ধারণ করেছ। তুমি ফায়ছালা কর, কিন্তু তোমার উপরে কেউ ফায়ছালা করতে পারে না। তুমি যার সাথে শত্রুতা রাখ, সে সম্মান লাভ করতে পারে না। নিশ্চয়ই সে অপমানিত হয় না, যাকে তুমি মিত্র গ্রহণ করেছ। হে আমাদের রব! তুমি বরকতময়, তুমি উচ্চ এবং নবী করীম (ছাঃ)-এর উপর রহমত অবতীর্ণ হউক' (*তিরমিযী, মিশকাত পৃঃ ১১২, সনদ ছহীহ*)।

কুনূতে নাযেলা

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের শেষ রাক'আতে রুকূ থেকে উঠে *সামি'আল্ল-হু লিমান হ:ামিদাহ্* পড়ার পর হাত তুলে কুনূতে নাযেলাহ পড়তে হবে। এসময় মুক্তাদীগণ

আমীন, আমীন বলবে *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/১২৯০)*। শুধু ফজরের ছালাতেও এ দো‘আ পড়া যায়।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ- اَللّٰهُمَّ الْعَنْ أَهْلَ كِتَابِ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُوْنَ اَوْلِيَاءَكَ- اَللّٰهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزِلْ اَقْدَامَهُمْ وَاَنْزِلْ بِهِمْ بَأسَكَ الَّذِىْ لاَ تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ- (رواه البيهقى)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَلاَ نَكْفُرُكَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ، اَللّٰهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ نَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ، اَللّٰهُمَّ عَذِّبْ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ (ابن ابى شيبة)

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ أَهْزِمِ الْأَحْزَابَ اَللّٰهُمَّ أَهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ- اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِىَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ أَهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ- (متفق عليه)

اَللّٰهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اللّٰهُمَّ اَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ اَبِىْ رَبِيْعَةَ- اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلى مُضَرْ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِىِّ يُوْسُفَ اَللّٰهُمَّ الْعَنْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا- (رواه البخارى)

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মাগ্ ফির্ লানা- ওয়া লিল্-মু’মীনীনা ওয়াল মু’মিনা-ত, ওয়াল মুসলিমীনা ওয়াল-মুসলিমা-ত, ওয়া আল্লিফ বাইনা কুলূবিহিম ওয়া আস্বলিহ: যাতা বাইনিহিম ওয়া আংস্বুরহুম ‘আলা- আদুববিকা ওয়া আদুববিহিম। আল্লা-হুম্মাল ‘আন, আহ্লা কিতা-বিল-লাযীনা ইয়াস্বুদ্দূনা ‘আন সাবীলিকা ওয়া ইউ কাযযিবূনা রুসুলাক, ওয়া ইউক্ব-তিলূনা আও-লিয়্যাআক।*

আল্ল-হুম্মা খ-লিফ্ বাইনা কালিমা-তিহিম্ ওয়া ঝাল-ঝিল আক্ব-দা-মাহুম, ওয়া আংঝিল বিহিম্ বা'সাকাল্লাযী লা-তারুদ্দুহু 'আনিল ক্বওমিল মুজরিমীন (বায়হাক্বী)।

বিসমিল্লা-হির রহ্মা-নির রহীম। আল্ল-হুম্মা ইন্না-নাস্তা'ঈনুকা ওয়া নু'-মিনু বিকা ওয়ানাতাওয়াক্কালু 'আলাইক, ওয়ানুছনী 'আলাইকাল খাইরা ওয়ালা-নাক্ফুরুকা বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম, আল্ল-হুম্মা ইয়্যা-কা না'বুদু ওয়ালাকা নুস্বল্লী ওয়া নাস্জুদ, ওয়া ইলাইকা নাস্আ' ওয়া নাহ:ফিদু নার্জূ রহ্:মাতাক, ওয়া নাখশা-'আযা-বাক, ইন্না-'আযা-বাকাল জিদ্দা বিল কুফফা-রি মুলহি:ক্ব, আল্লাহুম্মা 'আযযিব্ কাফারতা আহলিল-কিতা-বিল্লাযীনা ইয়াস্বুদদূনা 'আন সাবীলিক (ইবনু আবীশায়বা)।

আল্ল-হুম্মা মুংঝিলাল-কিতাব, সারীআ'আল হি:সা-ব, আহ্ঝিমিল আহ:ঝা-বা, আল্ল-হুম্মা আহ্ঝিম্-হুম ওয়া ঝাল-ঝিলহুম্ আল্ল-হুম্মা মুংঝিলাল-কিতাব, ওয়া মুজ্রিইয়াস সাহ:াব, ওয়া হা-ঝিমিল-আহ:যা-ব, আহ:ঝিমহুম ওয়াংস্বুরনা-'আলাইহিম (বুখারী, মুসলিম)।

আল্ল-হুম্মা আংজিল ওয়ালীদাব্নাল ওয়ালীদ, আল্ল-হুম্মা আংঝিল সালামাতাব্না হিশা-ম, আল্ল-হুম্মা আংজি 'আইয়া-শাব্না আবী রবী'আহ, আল্ল-হুম্মাশ্দুদ্ ওয়াত্ব আতাকা, 'আলা-মুদ্বার্ ওয়াজ'আলহা- 'আলাইহিম সিনীনা কা-সিনিয়ী ইউসুফা আল্ল-হুম্মা আল'আন ফুলানান ওয়া ফুলানা (বুখারী)।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আপনি আমাদের ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন সকল মুমিন ও মুসলিম নর-নারীকে। হে আল্লাহ! আপনি মুসলমানদের অন্তরে ভ্রাতৃত্বভাব সৃষ্টি করে দিন এবং তাদের মাঝে মীমাংসা করে দিন। হে আল্লাহ! আপনার শত্রু ও মুসলমানের শত্রুর বিরুদ্ধে আপনি মুসলমানদেরকে সাহায্য করুন। ঐসব আহলে কিতাবের উপর অভিশাপ করুন, যারা আপনার পথে বাধা প্রদান করে, আপনার রাসূলদেরকে অস্বীকার করে এবং আপনার ওয়ালীদের সাথে যুদ্ধ করে। হে আল্লাহ! আপনি তাদের পরিকল্পনা ভেঙ্গে চৌচির করে দিন, তাদের পা কাঁপিয়ে তুলুন এবং তাদের উপর আপনার এমন শাস্তি অবতীর্ণ করুন, যা অপরাধী সম্প্রদায়ের উপর অবতরণ করলে ফেরত নেন না' *(বায়হাক্বী)*।

পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি। হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমরা আপনার নিকট সাহায্য চাই। আপনার উপর বিশ্বাস রাখি, আপনার উপরই ভরসা করি। আপনার কল্যাণের প্রশংসা করি এবং আমরা আপনার কুফুরী করি না। পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি। হে আল্লাহ! আমরা একমাত্র আপনারই

ইবাদত করি, আপনার জন্যই ছালাত আদায় করি, আপনার জন্য সিজদা করি এবং আপনার নিকট ফিরে যাওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করি। আপনার রহমতের আশা করি এবং আপনার শাস্তির ভয় করি। নিশ্চয়ই কাফিরদের উপর আপনার কঠিন শাস্তি অর্পিত হৌক। হে আল্লাহ! আহলে কিতাবদেরকে শাস্তি দান করুন, যারা অস্বীকার করে এবং আপনার পথে বাধা সৃষ্টি করে' *(ইবনে আবী শায়বা)*।

হে আল্লাহ! কিতাব অবতীর্ণকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। আমাদের সাথে ষড়যন্ত্রকারী দলকে পরাস্ত করুন। হে আল্লাহ! আপনি তাদের পরাস্ত করুন, তাদের ভীতি প্রদর্শন করুন। হে আল্লাহ! কিতাব অবতীর্ণকারী, বৃষ্টি বর্ষণকারী! ষড়যন্ত্রকারী দলকে পরাস্তকারী! আপনি তাদের পরাস্ত করুন, তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন' *(বুখারী, মুসলিম)*।

হে আল্লাহ! আপনি ওয়ালীদ ইবনু ওয়ালীদকে রক্ষা করুন, সালাম ইবনু হিশামকে রক্ষা করুন, আইয়াশ ইবনু আবী রাবী'আকে রক্ষা করুন। হে আল্লাহ! মুযার বংশের উপর আপনার শাস্তিকে কঠিন করে দিন, তাদের উপর দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দিন, যেমন ইউসুফ (আঃ)-এর যুগে চাপিয়েছিলেন। হে আল্লাহ! আপনি অমুক অমুকের উপর অভিসম্পাত করুন' *(বুখারী, বায়হাক্বী, ২/২৯৮ পৃঃ; 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ২৯৬; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ পৃঃ ২/২১৩; ইরওয়াউল গালীল হা/৪২৮)*।

উক্ত দো'আর ন্যায় বর্তমানে হক্বপন্থী দ্বীনের মুজাহিদকে বা মুসলিম সম্প্রদায়কে ইসলাম বিরোধী শক্তির হাত থেকে রক্ষার জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করে দো'আ করা যাবে। অনুরূপভাবে বর্তমানে ইসলাম বিরোধী কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় ও দেশকে নিঃশ্চিহ্ন করার জন্য নির্দিষ্ট নামে আল্লাহ্‌র কাছে অভিশাপ প্রার্থনা করা যাবে।

ইস্তেখারার নিয়ম ও দো'আ

জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে সকল কাজে ইসতেখারা করার নিয়ম ও দো'আ শিক্ষা দিতেন, যেভাবে আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, যখন তোমাদের কেউ কোন কাজ করবে তখন সে যেন সাধারণ দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতঃ বলে,

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ، اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هـــذَا

الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ عَاجِلِهِ وَاَجِلِهِ، فَاقْدِرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ، وَ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ عَاجِلِهِ وَاَجِلِهِ، فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهِ–

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্‌তাখীরুকা বি 'ইলমিকা ওয়াস্‌তাক্বদিরুকা বিক্বুদরতিকা ওয়া আস্‌আলুকা মিং ফায্বলিকাল 'আযীম, ফাইন্নাকা তাক্বদিরু ওয়ালা- আক্বদির, ওয়া তা'লামু ওয়ালা- আ'লাম, ওয়া আংতা 'আল্লা-মুল গুয়ূব আল্ল-হুম্মা ইং কুংতা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা খায়রুল লী ফী দীনী ওয়া মা'আশী ওয়া 'আক্বিবাতি আমরী 'আ-জিলিহী ওয়া আ-জিলিহী ফাক্বদিরহু লী ওয়া ইয়াসসিরহু লী ছুম্মা বা-রিকলী ফীহ। ওয়া ইং কূংতা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা শাররুল লী ফী দীনী ওয়া মা'আ-শী ওয়া 'আ-ক্ববাতি আমরী 'আ-জিলিহী ওয়া আ-জিলিহী ফাস্বরিফহু 'আন্নী ওয়াস্বরিফনী 'আনহু ওয়াকদির লিয়াল খয়রা হায়ছু কা-না ছুম্মারয্বিনী বিহ।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমারই জ্ঞানের সাহায্যে এই বিষয়ের ভাল দিক জ্ঞাত হওয়া প্রার্থনা করছি এবং তোমারই ক্ষমতার সাহায্যে তোমার নিকটে (উহা লাভের) ক্ষমতা চাচ্ছি। আমি চাই তোমার নিকট বড় অনুগ্রহ। তুমি সক্ষম, আমি সক্ষম নই। তুমি জান, আমি জানি না। তুমি অদৃশ্যের খবর জান। হে আল্লাহ! তুমি যদি মনে কর এ বিষয়টি আমার জন্য ভাল হবে, আমার দ্বীন, আমার জীবন ধারণ ও আমার পরিণামের ব্যাপারে। তাহ'লে তুমি আমার জন্য তা নির্ধারণ কর এবং আমার পক্ষে সহজ করে দাও এবং আমার জন্য এতে বরকত দান কর। আর তুমি যদি মনে কর বিষয়টি আমার জন্য অকল্যাণকর, তবে আমার দ্বীন, আমার জীবন ধারণ ও আমার পরিণামের ব্যাপারে। তাহ'লে তুমি তা আমা হ'তে ফিরিয়ে রাখ এবং আমাকেও উহা হ'তে ফিরিয়ে রাখ। আমার জন্য ভাল নির্ধারণ কর, যেখানেই হৌক এবং আমাকে তাতে সন্তুষ্ট রাখ'। 'বিষয়'-এর স্থানে উদ্দেশ্যপূর্ণ জিনিসের নাম করতে হবে' (*বুখারী, মিশকাত, পৃঃ ১১৬*)।

তাসবীহ, তাহমীদ, তাহলীল ও তাকবীর

(১) সামুরা ইবনু জুনদুব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সবচেয়ে উত্তম বাক্য হচ্ছে চারটি। যথা-

سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰه، وَلاَ اِلَهَ إلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ–

উচ্চারণ : *সুব্‌হ:া-নাল্লা-হি ওয়ালহ:াম্‌দুলিল্লা-হি ওয়া লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াল্ল-হু আক্‌বার।*

(২) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি প্রত্যহ ১০০ বার سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْـــدِهِ *(সুব্‌হ:ানাল্ল-হি ওয়া বিহ:াম্‌দিহি)* বলবে, তার সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ পাপও ক্ষমা করা হবে’ (*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২২৯৫*)।

(৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় ১০০ বার سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ *(সুব্‌হ:ানাল্ল-হি ওয়া বিহ:াম্‌দিহি)* বলবে, সে ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশী নেকীর অধিকারী হবে’ (*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হা/২২৯৭*)।

(৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘দু’টি কালিমা উচ্চারণে হালকা, মীযানে অত্যন্ত ভারী এবং আল্লাহর নিকট অতীব প্রিয়। তা হচ্ছে-

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ

(সুব্‌হ:া-নাল্লা-হি ওয়া বিহ:াম্‌দিহী সুব্‌হ:া-নাল্ল-হিল ‘আয:ীম) (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হা/২২৯৮)।

(৫) সা‘দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে ছিলাম, তিনি বললেন, ‘তোমাদের কোন ব্যক্তি প্রত্যেক দিন ১০০০ নেকী অর্জন করতে সক্ষম কি? জনৈক ব্যক্তি বলল, আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি কিভাবে ১০০০ নেকী অর্জন করবে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ১০০ বার سُـــبْحَانَ اللهِ *(সুব্‌হ:া-নাল্লা-হ)* বললে তার জন্য এক হাজার নেকী লেখা হবে অথবা তার এক হাযার পাপ মোচন করা হবে’ (*মুসলিম, মিশকাত, হা/২২৯৯*)।

(৬) যুয়ায়রিয়া (রাঃ) বলেন, একদা ফজরের ছালাতের পর রাসূল (ছাঃ) তার নিকট দিয়ে গেলেন, তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। অনুমান ৯/১০-টার সময় রাসূল (ছাঃ) ফিরে আসার সময়েও তাকে ঐ অবস্থায় দেখতে পান। তিনি বললেন, তোমাকে যে অবস্থায় রেখে গিয়েছিলাম, সে অবস্থাতেই যে আছ? মহিলাটি বলল, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার সাথে সাক্ষাতের পর আমি ৪টি বাক্য তিনবার

বলেছি। তুমি সকাল থেকে যা বলেছ তা এবং এ চারটি বাক্য যদি ওযন করা হয়, তাহ’লে এ চারটি বাক্য ভারী হবে। বাক্য চারটি হচ্ছে-

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَتِهِ

উচ্চারণ : *সুব্‌হ:ানাল্ল-হি ওয়া বিহ:াম্‌দিহী ‘আদাদা খল্‌ক্বিহী ওয়া রিযা নাফ্‌সিহী ওয়া ঝিনাতা ‘আর্‌শিহী ওয়া মিদা-দা কালিমা-তিহ।*

অর্থ : ‘আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর প্রশংসা সহকারে। তাঁর সৃষ্টি সংখ্যার সমপরিমাণ, তাঁর ইচ্ছার সংখ্যানুপাতে, তাঁর আরশের ওযন পরিমাণ ও তাঁর বাক্য সমূহের সংখ্যা পরিমাণ’ (*মুসলিম, মিশকাত, হা/২৩০১*)।

(৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি দৈনিক একশত বার বলবে,

لاَ اِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٍ-

(*লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্‌:দাহূ লা- শারীকা লাহ, লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হ:ামদু ওয়া হুওয়া ‘আলা- কুল্লি শাইয়িং ক্বদীর*) সে ১০ জন দাস মুক্ত করার সমান নেকী পাবে। তার জন্য একশত নেকী লেখা হবে। তার একশত পাপ মোচন করা হবে এবং সারা দিন তাকে শয়তানের ক্ষতি হ’তে রক্ষা করা হবে এবং ক্বিয়ামতের দিন সে সবচেয়ে বেশী নেকীর অধিকারী হবে’ (*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩০২*)।

(৮) জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ (*সুব্‌হ:া-নাল্ল-হিল ‘আয:ীম ওয়া বিহ:াম্‌দিহ*) বলবে, তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগানো হবে’ (*তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২৩০৪*)।

(৯) জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘সবচেয়ে উত্তম যিকির হচ্ছে لاَ اِلَهَ إِلاَّ اللهُ (*লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু*)। আর সবচেয়ে উত্তম দো‘আ হচ্ছে- اَلْحَمْدُ لِلَّهِ (*আল-হ:াম্‌দু লিল্লা-হ*) (*তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ , মিশকাত, হা/২৩০৬*)।

(১০) ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, মি‘রাজের রাতে ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হ’ল। তিনি বললেন, মুহাম্মাদ! আপনার

উম্মতকে আমার পক্ষ থেকে সালাম দিবেন এবং তাদের বলে দিবেন যে, নিশ্চয়ই জান্নাত একটি পবিত্র স্থান ও মিঠা পানির স্থান এবং গাছপালা মুক্ত স্থান। নিশ্চয়ই তার গাছ হচ্ছে, سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للّٰه وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ *(সুব্হ:া-নাল্লা-হি ওয়ালহ:াম্দুলিল্লা-হি ওয়া লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াল্ল-হু আক্বার) (তিরমিযী, হাদীছ হাসান, মিশকাত, হা/২৩১৫)।*

(১১) সা‘দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, পল্লীর একজন মানুষ রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমাকে কিছু কালেমা শিখিয়ে দিন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি বল,

لاَ الٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ-

উচ্চারণ : *লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ:দাহূ লা- শারীকা লাহু, আল্ল-হু আক্বার কাবীরা ওয়ালহ:াম্দু লিল্লা-হি কাছীরা, ওয়া সুব্হ:া-নাল্লা-হি রববিল ‘আ-লামীন। লা-হ:াওলা ওয়ালা- কুউওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হিল ‘আঝীঝিল হাকীম।*

তখন লোকটি বলল, এগুলি তো আমার প্রতিপালকের জন্য হ’ল, আমার জন্য কি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি বল,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَعَافِنِيْ-

(আল্ল-হুম্মাগ্ ফিরলী ওয়ার্হ:ামনী ওয়াহ্দিনী ওয়ারঝুক্বনী ওয়া ‘আ-ফিনী) (মুসলিম, মিশকাত, হা/২৩১৭)।

(১২) ইউসিরা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদের বললেন, ‘তোমাদের জন্য তাসবীহ-তাহলীল পাঠ করা যরূরী। তোমরা আঙ্গুলের মাধ্যমে তাসবীহ পাঠ কর, নিশ্চয়ই আঙ্গুলকে জিজ্ঞেস করা হবে এবং আঙ্গুল কথা বলবে’ (*আবুদাঊদ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত, হা/২৩১৫*)। উল্লেখ্য, তাসবীহ দানার মাধ্যমে তাসবীহ পাঠ বিদ‘আত।

কুরআন মজীদ হ’তে গুরুত্বপূর্ণ দো‘আ সমূহ

নবী-রসূলগণের দো‘আ :

নবী-রসূলগণ এবং অতীতের মুমিনগণ সর্বদাই আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করতেন। তাঁরা যখনই কোন সমস্যার সম্মুখীন হ’তেন, তখনই বিনয় ও ভীতি সহকারে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতেন। নিম্নে কুরআনে বর্ণিত নবী-রসূলগণের উল্লেখযোগ্য দো‘আ বর্ণিত হ’ল-

(১) রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) হিজরতের প্রাক্কালে বলেছিলেন,

رَبِّ أَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّأَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِىْ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا–

উচ্চারণ : *রব্বী আদখিলনী মুদ্‌খালা স্বিদকিউঁ ওয়া আখরিজনী মুখরাজা স্বিদকি, ওয়াজ‘আললী মিললাদুনকা সুলত্ব-নান নাস্বীরা-।*

অর্থ : ‘হে প্রভু! আমাকে সত্যরূপে প্রবেশ করান এবং সত্য রূপে বের করুন এবং আমাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সাহায্য দান করুন’ *(ইসরা ৮০)*।

(২) একদা ক্বাতাদা (রাঃ) আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন যে, রাসূল (ছাঃ) কোন্ দো‘আটি বেশী পড়তেন। আনাস (রাঃ) বললেন, রাসূল (ছাঃ) বেশী বেশী বলতেন,

رَبَّنَا آتِنَا فِىْ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ–

উচ্চারণ : *রব্বানা- আ-তিনা ফিদ-দুনইয়া হ:াসানাহ, ওয়া ফিল আ-খিরাতি হ:াসানাহ, ওয়াক্বিনা- ‘আযা-বান না-র।*

অর্থ : ‘হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ দান কর এবং তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হ’তে বাঁচাও’ *(বাক্বারাহ ২০১; মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪৪)*।

(৩) নবী করীম (ছাঃ) কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় তা গ্রহণের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করলে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, হে নবী আপনি বলুন,

رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا *(রব্বি ঝিদনী ইলমা)*।

অর্থ : ‘হে আমার পালনকর্তা, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন’।

(৪) আল্লাহ তা‘আলা রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, আপনি বলুন!

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْراً–

উচ্চারণ : *রব্বির হ:ামহুমা- কামা- রব্বায়ানী ছাগীরা-*

অর্থ : 'হে আমাদের পালনকর্তা! তাদের উভয়ের প্রতি রহম করুন, যেমন তাঁরা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন' *(ইসরা ২৪)*।

(৫) আদম (আঃ) ও তাঁর স্ত্রী হাওয়া তাঁদের ভুলের ক্ষমা চেয়ে বলেছিলেন,

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ–

উচ্চারণ : *রব্বানা য:লামনা- আংফুসানা- ওয়া ইল্লাম তাগফিরলানা- ওয়াতারহ:ামনা- লানাকূনান্না- মিনাল খ-সিরীন।*

অর্থ : 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিজেদের উপর যুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের উপর অনুগ্রহ না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ধ্বংস হয়ে যাব' *(আ'রাফ ২৩)*।

(৬) নূহ (আঃ) অপরাধী বান্দাদের ধ্বংস কামনা করার পর বলেন,

رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ–

উচ্চারণ : *রব্বিগ্ফির্লী ওয়ালি ওয়া-লিদাইয়া ওয়া লিমান দাখালা বায়াতিয়া মু'মিনাওঁ, ওয়া লিলমু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনা-ত।*

অর্থ : 'হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যারা মুমিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করেছে, তাদেরকে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে ক্ষমা করুন' *(নূহ ২৮)*।

(৭) ইবরাহীম (আঃ) কা'বা ঘর নির্মাণের পর বলেছিলেন,

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ * رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ–

উচ্চারণ : *রব্বানা- তাক্বব্বাল মিন্না- ইন্নাকা আংতাস সামী'উল আলীম। রব্বানা- ওয়াজ'আলনা মুসলিমাইনি লাকা ওয়া মিং যুররিইয়াতিনা- উম্মাতাম মুসলিমাতাল*

লাকা ওয়া আরিনা মানা-সিকানা- ওয়াতুব ‘আলাইনা- ইন্নাকা আংতাত তাওয়্যাবুর রহ:ীম।

অর্থ : ‘হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের (প্রার্থনা) কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞানী। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং আমাদের বংশধর থেকেও একটি অনুগত দল সৃষ্টি কর, আমাদেরকে হজ্জের রীতি-নীতি বলে দাও এবং তুমি আমাদের তওবা কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি তওবা কবুলকারী, দয়ালু’ *(বাক্বারাহ ১২৭-২৮)*।

(৮) ইবরাহীম (আঃ) পিতা-মাতা, ছেলে-মেয় ও মুমিনদের প্রার্থনায় বলেছিলেন,

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلاَةِ وَمِنْ ذُرِّيَتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْلِــيْ وَلِوَالِــدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابِ–

উচ্চারণ : *রাব্বিজ‘আলনী মুক্বীমাস্ব স্বলা-তি ওয়া মিন যুররিইয়াতী রব্বানা- ওয়াতাক্বাব্বাল দো‘আ- রব্বানাগ ফিরলী ওয়ালিওয়া-লিদাইয়া ওয়া লিলমুমিনীনা ইয়াওমা ইয়াকূমুল হি:সাব।*

অর্থ : ‘হে আমার পালনকর্তা! আমাকে ছালাত ক্বায়েমকারী করুন এবং আমার সন্ত -ানদের মধ্যে থেকেও। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের দো‘আ কবুল করুন। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সব মুমিনকে ক্ষমা করুন, যে দিন হিসাব ক্বায়েম হবে’ *(ইবরাহীম, ৪০-৪১)*।

(৯) ইবরাহীম (আঃ) প্রার্থনা করেছিলেন,

رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْماً وَأَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ * وَاجْعَلْ لِيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِيْنَ * وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ *

উচ্চারণ : *রাব্বি হাবলি হু:কমাওঁ ওয়ালহিক্বনী বিস্ব্ স্বালিহীন ওয়াজ‘আল লী লিসা-না ছিদক্বিন ফীল আ-খিরীন ওয়াজ‘আলনী মিওঁ ওয়ারাছাতি জান্নাতিন নাঈম।*

অর্থ : ‘হে আমার পালনকর্তা! আমাকে হিকমত দান করুন এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করুন। (হে প্রভু!) আপনি পরকালে আমাকে সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং ‘নাঈম’ জান্নাতের উত্তরাধিকারী করুন’ *(শু‘আরা ৮৩-৮৫)।*

(১০) মূসা (আঃ) ফেরাঊনের নিকট গমনের সময় বলেছিলেন,

رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَيَسِّرْ لِىْ أَمْرِىْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِّسَانِىْ يَفْقَهُ قَوْلِىْ–

উচ্চারণ : *রব্বিশরহ:লী স্বদরী ওয়া ইয়াসসিরলী আমরী ওয়াহ:লুল উক্বদাতাম মিল লিসা-নী ইয়াফক্বাহূ ক্বওলী।*

অর্থ : 'হে আমার পালকর্তা! আমার বক্ষ প্রশস্ত করেদিন আমার কাজ সহজ করে দিন এবং আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে' *(ত্বহা ২৪-২৮)*।

(১১) সুলায়মান (আঃ) এক উপত্যকায় পৌঁছলে এক পিপিলিকা বলল, হে পিপিলিকার দল! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর। অন্যথা সুলায়মান ও তার বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদের পিষ্ট করে ফেলবে। তাঁর এই কথা শুনে সুলায়মান (আঃ) মুচকি হেসে বলেছিলেন,

رَبِّ اَوْزِعْنِىْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَى وَالِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَهُ وَادْخِلْنِىْ بِرَحْمَتِكَ فِىْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ–

উচ্চারণ : *রব্বি আওঝি'নী আন আশকুরা নি'মাতাকাল্লাতী আন'আমতা 'আলাইয়্যা ওয়া 'আলা ওয়া-লিদাইয়্যা ওয়া আন আ'মালা স্ব-লিহান তারয-হ, ওয়া আদখিলনী বিরহ্:মাতিক, ফী 'ইবা-দিকস্ব স্ব-লিহীন।*

অর্থ : 'হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যেন আমি তোমার সেই নে'মতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ এবং যেন আমি তোমার পসন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি এবং আমাকে নিজ অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর' *(নামল ২০)*।

(১২) যাকারিয়া (আঃ) নিম্নোক্তভাবে সন্তান প্রার্থনা করেছিলেন,

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ–

উচ্চারণ : *রাব্বি হাবলি মিল্লাদুনকা যুররিইয়াতান ত্বাইয়িবাতান ইন্নাকা সামী'উদ দো'আ।*

অর্থ : 'হে আমার পালনকর্তা! আপনার পক্ষ থেকে আমার জন্য একটি সুসন্তান দান করুন, নিশ্চয়ই আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী' *(আলে ইমরান ৩৮)*।

رَبِّ لاَ تَذَرْنِيْ فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ-

উচ্চারণ : *রাব্বি লা তাযারনী ফারদাওঁ ওয়া আনতা খায়রুল ওয়া-রিছীন।*

অর্থ : 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একা ছাড়বেন না। আপনিই উত্তম উত্তরাধিকারী' *(আম্বিয়া ৮৯)*।

(১৩) ইউসুফ (আঃ) প্রার্থনা করেছিলেন,

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَأْوِيْلِ الْأَحَادِيْثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّيْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِيْ مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ-

উচ্চারণ : *রাব্বি ক্বাদ আ-তায়তানী মিনাল মুলকি ওয়া'আল্লামতানী মিন তাবীলিল আহা-দীছি ফা-ত্বিরাস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযে আনতা ওয়ালিইয়ী ফীদ দুনিয়া ওয়াল আ-খিরাতি তাওয়াফ্ফানী মুসলিমাওঁ ওয়া আলহিক্বনী বিস্ব স্বালেহীন।*

অর্থ : 'হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে রাজত্ব দান করেছেন এবং স্বপ্নের তাবীর শিখিয়ে দিয়েছেন। আপনি আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, ইহকাল ও পরকালে আপনি আমার অভিভাবক। অতএব আমাকে মুসলিম করে মৃত্যু দান করুন এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করুন' *(ইউসুফ ১০১)*।

(১৪) লূত (আঃ) নিম্নলিখিত ভাবে প্রার্থনা করেছেন,

رَبِّ نَجِّنِيْ وَأَهْلِيْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ-

উচ্চারণ : *রাব্বি নাজ্জিনী ওয়া আহলী মিম্মা ইয়া'মালূনা।*

অর্থ : 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে এবং আমার পরিবারকে তাদের ঘৃণিত কর্ম হ'তে রক্ষা করুন' *(শু'আরা ১৬৯)*।

(১৫) আইয়ূব (আঃ) বলেছিলেন,

أَنِّيْ مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ-

উচ্চারণ : *আন্নী মাস্‌সানীয়াশ শায়ত্বানু বিনুস্ববিউঁ ওয়া আযাবিন।*

অর্থ : 'নিশ্চয়ই শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্ট পৌঁছিয়েছে' *(ছোয়াদ ৪১)*।

أَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ–

উচ্চারণ : *আন্নী মাস্সানীয়ায যুররু ওয়া আংতা আরহামুর র-হিমীন।*

অর্থ : 'নিশ্চয়ই অনিষ্ট আমাকে স্পর্শ করেছে, আর তুমি শ্রেষ্ঠ দয়ালু' *(আম্বিয়া ৮৩)*।

(১৬) আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ)-কে নিম্ন বর্ণিত দো'আ পাঠের নির্দেশ দিয়েছিলেন,

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ–

(১) উচ্চারণ : *রব্বিগফির ওয়ারহ:াম ওয়াআংতা খইরুর র-হি:মীন।*

অর্থ : 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি ক্ষমা কর ও দয়া কর, আর তুমিতো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াময়' *(মুমিনূন ১১৮)*।

رَبِّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ–

(২) উচ্চারণ : *রব্বি ইন্নী যলামতু নাফসী ফাগফিরলী।*

অর্থ : 'হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার প্রতি যুলুম করেছি। অতএব আমাকে ক্ষমা করুন' *(ক্বাছাছ ১৬)*।

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِّسَانِيْ يَفْقَهُ قَوْلِيْ–

(৩) উচ্চারণ : *রব্বিশরহ:লী স্বদরী ওয়া ইয়াসসিরলী আমরী ওয়াহ:লুল উক্বদাতাম মিল লিসা-নী ইয়াফক্বাহূ ক্বওলী।*

অর্থ : 'হে আমার পালকর্তা! আমার বক্ষ প্রশস্ত করেদিন আমার কাজ সহজ করে দিন এবং আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে' *(ত্বহা ২৪-২৮)*।

(১৭) আছিয়া (রাঃ) প্রার্থনা করেছিলেন,

رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتاً فِيْ الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِيْ مِــنَ الْقَــوْمِ الظَّالِمِيْنَ–

উচ্চারণ : *রাব্বিবনী লী 'ইংদাকা বাইতান ফিল জান্নাতি ওয়া নাজ্জিনী মিং ফির'আওনা ওয়া আমালিহ ওয়া নাজ্জিনী মিনাল ক্বাওমিয যঃা-লিমীন।*

অর্থ : 'হে আমার প্রতিপালক! আপনার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করুন এবং আমাকে উদ্ধার করুন ফিরা'আউন ও তার দুষ্কৃতি হ'তে এবং আমাকে উদ্ধার করুন যালিম সম্প্রদায় হ'তে' *(তাহরীম ১১)*।

(১৮) তালূত ও তাঁর সাথীগণ কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করেছিলেন,

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ-

উচ্চারণ : *রাব্বানা আফরিগ 'আলাইনা স্বব্‌রাওঁ ওয়া ছাব্বিত আক্বদা-মানা ওয়ংস্বুরনা 'আলাল ক্বাওমিল কা-ফিরীন।*

অর্থ : 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে ধৈর্য দান করুন, আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখুন এবং আমাদেরকে সাহায্য করুন কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে' *(বাক্বারাহ ২৫০)।*

অন্যান্য কুরআনী দো'আ

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ-

উচ্চারণ : *রব্বানা- লা- তুআ-খিযনা- ইন-নাসীনা- আও আখত্ব'না- রব্বানা- ওয়ালা- তাহঃমিল 'আলাইনা- ইস্বরাং কামা- হঃামালতাহূ 'আলাল্লাযীনা মিং ক্বব্‌লিনা- রব্বানা- ওয়ালা তুহঃাম্মিলনা- মা- লা- ত্ব-ক্বাতালানা- বিহ, ওয়া'ফু 'আন্না- ওয়াগফিরলানা- ওয়ারহঃামনা- আংতা মাওলা-না- ফাংস্বুরনা- 'আলাল ক্বওমিল কা-ফিরীন।*

অর্থ : 'হে আমাদের পালনকর্তা! যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী কর না। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ কর না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর করেছ। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ সমূহ মোচন কর। তুমি আমাদের ওলী। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর' *(বাক্বারাহ ২৮৬)*।

(৮) জ্ঞানীগণ বলেন,

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّـــابُ* رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيْهِ إِنَّ اللهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ*

উচ্চারণ : *রব্বানা- লা- তুঝিগ কুলূবানা- বা'দা ইয হাদায়তানা- ওয়া হাবলানা- মিললাদুংকা রহমাহ্, ইন্নাকা আংতাল ওয়াহ্হা-ব, রব্বানা- ইন্নাকা জা-মি'উন নাস, লিইয়াওমিল লা- রইবা ফীহ, ইন্নাল্ল-হা লা- ইউখলিফুল মী'আ-দ।*

অর্থ : 'হে আমাদের পালনকর্তা! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লংঘনে প্রবৃত্ত কর না এবং তোমার নিকট থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান কর। তুমিই সবকিছুর দাতা। হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি মানুষকে একদিন একত্রিত করবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর ওয়াদার ব্যতিক্রম করেন না' *(আলে ইমরান ৮-৯)*।

رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ–

উচ্চারণ : *রব্বানা- আ-মান্না- ফাগ্ফির্লানা- ওয়ার হ:মনা- ওয়া আংতা খয়রুর রহ:ীমীন।*

অর্থ : 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতএব তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি রহম কর। তুমি বড় দয়াবান' *(মুমিনূন ১০৯)*।

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمَقَامًا–

উচ্চারণ : *রাব্বানাস্বরিফ 'আন্না আযাবা জাহান্নামা ইন্না আযা-বাহা কানা গারা-মা ইন্নাহা সা-আত মুসতাক্বাররাওঁ ওয়া মাক্বামা।*

অর্থ : 'হে আমাদের পালনকর্তা! জাহান্নামের শাস্তি আমাদের থেকে সরিয়ে নাও, নিশ্চয়ই এর শাস্তি বিনাশ। নিশ্চয়ই তা নিকৃষ্ট বসবাস স্থল' *(ফুরক্বান ৬৫)*।

رَبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ–

উচ্চারণ : *রব্বানা- ইন্নানা- আ-মান্না- ফাগ্ফির্লানা- ওয়াক্বিনা- 'আযা-বান না-র।*

অর্থ : 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা ঈমান এনেছি, কাজেই আমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হ'তে রক্ষা কর' *(আলে ইমরান ১৬)*।

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ–

উচ্চারণ : রব্বানাগফির লানা- যুনূবানা- ওয়া ইসর-ফানা- ফী আমরিনা- ওয়া ছাব্বিত আক্বদা-মানা ওয়াংস্বুরনা- 'আলাল ক্বওমিল কা-ফিরীন।

অর্থ : 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের পাপ ক্ষমা করে দাও যা কিছু বাড়াবাড়ি হয়েছে আমাদের কাজে। আর আমাদেরকে দৃঢ় রাখ এবং আমাদেরকে কাফেরদের উপরে সাহায্য কর' *(আলে ইমরান ১৪৭)*।

رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا–

উচ্চারণ : *রব্বানা হাবলানা- মিন আঝওয়া-জিনা ওয়া যুররিইয়া-তিনা- কুর্‌রতা আ'য়ুনিউ ওয়াজ'আলনা- লিল মুত্তাক্বীনা ইমা-মা-।*

অর্থ : 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাক্বীদের জন্য আদর্শস্বরূপ কর' *(ফুরক্বান ৭৪)*।

رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ–

উচ্চারণ : *রব্বানা- আতমিম লানা- নূরানা- ওয়াগফিরলানা- যুনূবানা- ইন্নাকা 'আলা-কুল্লি শাইং ক্বদীর।*

অর্থ : 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে পূর্ণ আলো দান করুন এবং আমাদের ক্ষমা করুন' *(তাহরীম ৮)*।

رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّءْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا–

উচ্চারণ : *রব্বানা- আ-তিনা- মিল লাদুনকা রহ:মাতাও ওয়া হাইয়ি' লানা মিন আমরিনা- রশাদা-।*

অর্থ : 'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাদের উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন' *(কাহফ ১০)*।

رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ- وَأَعُوْذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُوْنِ-

উচ্চারণ : *রব্বী আ'উযুবিকা মিন হামাযা-তিশ শায়া-তিন ওয়া আ'উযুবিকা রব্বী আঁই ইয়াহ:যরূন।*

অর্থ : 'হে আমার প্রতিপালক! শয়তানের কুমন্ত্রণা হ'তে আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আমার প্রতিপালক! তাদের উপস্থিতি থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি' *(মুমিনূন ৯৭-৯৮)*।

হাদীছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ দো'আ সমূহ

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ اَسْئَالُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيْةَ فِىْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ-

(১) ***উচ্চারণ :*** *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকাল 'আফ্ওয়া ওয়াল 'আ-ফিয়াহ, ফিদ দুনইয়া- ওয়াল আ-খিরাহ।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ইহকাল ও পরকালের ক্ষমা ও নিরাপত্তা চাচ্ছি' (*আবুদাউদ, হা/৪৪১২, সনদ ছহীহ*)।

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ-

(২) ***উচ্চারণ :*** *আল্ল-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুব্বুন তুহিব্বুল 'আফ্ওয়া ফা'ফু 'আন্নী।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমাকে ভালবাস, আমাকে ক্ষমা কর'।

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى -

উচ্চারণ : আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকাল হুদা- ওয়াত তুক্বা- ওয়াল 'আফা-ফা ওয়াল গিনা-।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমাকে হেদায়াত দান কর, পরহেযগারিতা দান কর, নৈতিক পবিত্রতা দান কর এবং সামর্থ্য দান কর' (*মুসলিম*)।

(৪) সাইয়েদুল ইসতেগফার :

اَللَّهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُؤُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُؤُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ–

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা আংতা রব্বী লা- ইলা-হা ইল্লা- আংতা খলাক্বতানী ওয়া আনা ‘আব্দুকা ওয়া আনা ‘আলা ‘আহ্দিকা ওয়া ওয়া‘দিকা মাস্তাত্ব‘তু ওয়া আউযূবিকা মিং শার্‌রি মা- স্বনা‘তু আবুউ লাকা বিনি‘মাতিকা আলাইয়্যা ওয়া আবূউ বিযাম্বী ফাগ্‌ফিরলী ফাইন্নাহূ লা- ইয়াগ্‌ফিরুয যুনূবা ইল্লা- আংতা।*

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক, তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার বান্দা এবং আমি আমার সাধ্য মত তোমার প্রতিশ্রুতিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ রয়েছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হ’তে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। আমি আমার উপর তোমার অনুগ্রহকে স্বীকার করছি এবং আমার পাপও স্বীকার করছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। নিশ্চয়ই তুমি ব্যতীত কোন ক্ষমাকারী নেই’ (*বুখরী, মিশকাত হা/২৩৩৫*)।

(৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি দৈনিক সত্তর বারেরও অধিক পাঠ করি اَسْتَغْفِرُ اللهَ وَاَتُوْبُ إِلَيْهِ *(আস্‌তাগফিরুল্ল-হা ওয়া আতূবু ইলাইহ)* ‘আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রাথনা করি এবং তাঁর দিকে ফিরে যাই’ *(বুখারী)*।

(৬) কোন মুমিনকে কষ্ট দিলে বা গালি দিলে তার জন্য দো‘আ :

اَللهُمَّ اجْعَلْ ذَلِكَ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ–

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মাজ্‘আল যা-লিকা কুর্‌বাতান ইলাইকা ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাহ।*

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! আপনি ঐ গালিকে ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য আপনার সন্তুষ্টির কারণ করে দিন’ *(বুখারী)*।

(৭) কারো সন্তান ও অর্থ বৃদ্ধির জন্য দো‘আ :

একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আনাস (রাঃ)-এর অর্থ ও সন্তানের জন্য নিম্নোক্তভাবে দো‘আ করলেন,

اَللّٰهُـمَّ اَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيْمَا اَعْطَيْتَهُ–

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মাক্ছির্ মা-লাহূ ওয়া ওয়ালাদাহূ ওয়া বা-রিক লাহূ ফীমা আ'ত্বইতাহ।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আপনি তার সন্তান ও অর্থ বৃদ্ধি করুন এবং তাকে যা দান করেছেন, তাতে বরকত দান করুন' *(বুখারী)*।

(৮) আবূ মূসা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, জান্নাতের ভাণ্ডার সমূহের একটি হচ্ছে لاَ حَوْلَ وَلاَ قُــوَّةَ إِلاَّ بِـــاللهِ *(লা- হ:াওলা ওয়ালা-কুওওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ) (বুখারী হা/৬৪০ 'দো'আ' অধ্যায়)*।

(৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর,

اللَّهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ وَدَرْكِ الشِّقَاءِ وَسُوْءِ القَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ–

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আউযুবিল্লা-হি মিন্ জাহ্দিল বালা-য়ি ওয়া দার্কিশ শাক্বা-য়ি ওয়া সুইল ক্বাযা-য়ি ওয়া শামা-তাতিল আ'দা-য়ি।*

অর্থ : 'আমি আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাই বিপদের কষ্ট, দুর্ভাগ্যের আক্রমণ, মন্দ ফায়ছালা ও বিপদে শত্রুর হাসি হ'তে' (*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৪৫৭*)।

(১০) আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলতেন,

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَ غَلَبَةِ الرِّجَالِ–

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল হামমি ওয়াল হু:ঝনি ওয়াল আজ্ঝি ওয়াল্ কাসালি ওয়াল জুব্নি ওয়াল বুখ্লি ওয়া যালা'ইদ দায়নি ওয়া গলাবাতির্ রিজা-ল।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই চিন্তা, শোক, অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, ঋণের বোঝা ও মানুষের জবরদস্তি হ'তে' (*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৪৫৮*)।

(১১) যায়েদ বিন আরকাম (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَــذَابِ الْقَبْــرِ، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِىْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا، اللَّهُــمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا –

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল'আজযি ওয়াল কাসালি ওয়াল জুবনি ওয়াল বুখলি ওয়াল হারামি ওয়া 'আযা-বিল কবরি। আল্ল-হুম্মা আ-তি নাফসী তাক্বওয়া-হা- ওয়া যাক্কিহা- আংতা খইরু মাং যাক্কাহা- আংতা ওয়ালিইয়ুহা- আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন্ 'ইলমিন লা- ইয়ানফা'উ ওয়া মিন ক্বলবিন লা- ইয়াখশা'উ ওয়া মিন নাফসিন লা-তাশবা'উ ওয়া মিন দা'ওয়াতিন লা- ইউসতাজা-বু লাহা-।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, বার্ধক্য ও কবর আযাব হ'তে। 'হে আল্লাহ! আমার আত্মাকে সংযম দান করুন, একে পবিত্র করুন, তুমিই শ্রেষ্ঠ পবিত্রকারী, তুমি তার অভিভাবক ও প্রভু। 'হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি এমন ইলম হ'তে যা উপকার করে না। এমন অন্তর হ'তে যা ভয় করে না। এমন আত্মা হ'তে যা তৃপ্তি লাভ করে না এবং এমন দো'আ হ'তে যা কবুল হয় না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৪৬০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩৪৭)*।

(১২) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ দো'আ পড়তেন,

اللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِــكَ وَجَمِيْــعِ سَخَطِكَ.

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিং ঝাওয়া-লি নি'মাতিকা ওয়া তাহ:াব্বুলি 'আ-ফিয়াতিকা ওয়া ফুজা-ই নিক্বমাতিকা ওয়া জামী'ঈ সাখাতিকা।*

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার নি'য়ামতের হ্রাসপ্রাপ্তি, তোমার শান্তির বিবর্তন, তোমার শাস্তির হঠাৎ আক্রমণ এবং তোমার সমস্ত অসন্তোষ হ'তে' *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩৪৮)*।

(১৩) মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতেন,

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ.

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন শার্‌রি মা- 'আমিলতু ওয়া মিন শার্‌রি মা- লাম আ'মাল।*

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি যা আমি করেছি তার অনিষ্ট হ'তে, আর যা আমি করিনি তার অপকারিতা হ'তে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৪৬২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩৪৯)।*

(১৫) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলতেন,

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالجُذَامِ وَالْجُنُوْنِ وَمِنْ سَيِّئِ الْاَسْقَامِ–

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল বারস্বি ওয়াল জুযা-মি ওয়াল জুনূনি ওয়া মিং সায়ইল আসক্বা-ম।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই শ্বেত রোগ, কুষ্ঠরোগ, পাগলামি ও খারাপ রোগ সমূহ হ'তে' (*নাসাঈ, মিশকাত, হা/২৪৭০*)।

(১৬) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অধিক সময় বলতেন,

اَللّٰهُمَّ آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ–

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা আ-তিনা- ফিদ্‌ দুনইয়া- হ:াসানাহ, ওয়াফিল আ-খিরাতি হ:াসানাহ, ওয়া ক্বিনা- 'আযা-বান না-র।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমাদেরকে ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ দান করুন, আর আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হ'তে বাঁচান' (*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হা/২৪৮৬*)।

হাত তুলে দো'আর বিবরণ

এতক্ষণ বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন স্থানে দো'আ পড়া ও তার ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল। এক্ষণে সালাম ফিরানোর পর ইমাম-মুক্তাদীর সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দো'আ করা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

প্রকাশ থাকে যে, যারা সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দো'আ করার পক্ষে মত পোষণ করেন, তারা পবিত্র কুরআন থেকে কিছু আয়াত এবং কিছু যঈফ হাদীছ দলীল হিসাবে পেশ করে থাকেন। নিম্নে তাদের দলীল সমূহের পর্যালোচনা বিধৃত হ'ল।

কুরআন থেকে দলীল :

(১) وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِــرِيْنَ– 'আর তোমাদের রব বলেন, তোমরা আমার নিকট দো'আ কর। আমি তোমাদের দো'আ কবুল করব। যারা অহংকার বশতঃ আমার দাসত্ব হ'তে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে' *(মুমিন ৬০)*।

(২) وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُــدُوْنَ– 'হে নবী! আমার বান্দারা যদি আমার সম্পর্কে তোমার নিকট জিজ্ঞেস করে, তাহ'লে তুমি বলে দাও যে, আমি তাদের নিকটেই আছি। যে আমাকে ডাকে, আমি তার ডাক শ্রবণ করি এবং তার ডাকে সাড়া দেই। কাজেই তাদের আমার আহ্বানে সাড়া দেওয়া এবং আমার উপর ঈমান আনা উচিত। তবেই তারা সত্য সরল পথের সন্ধান পাবে' *(বাক্বারাহ ১৮৬)*।

(৩) ادْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَــدِيْنَ 'তোমরা তোমাদের রবকে ভীতি ও বিনয় সহকারে ডাক, নিশ্চয়ই তিনি সীমালংঘনকারীকে পসন্দ করেন না' *(আ'রাফ ৫৫)*।

(৪) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ– وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ 'অতঃপর যখন অবসর পাও পরিশ্রম কর এবং তোমার পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ কর' *(ইনশিরাহ ৭-৮)*।

উপরোক্ত আয়াত সমূহকে হাত তোলার প্রমাণে পেশ করা হয়। অথচ আয়াত সমূহের কোথাও হাত তোলার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়নি। বরং সাধারণভাবে আল্লাহর নিকট প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে। কোন মুফাসসিরই উক্ত আয়াতসমূহের তাফসীর করতে গিয়ে হাত তোলার কথা বলেননি। এমনকি এ সম্পর্কিত কোন হাদীছও দলীল হিসাবে সংযোজন করেননি। সুতরাং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, উপরে বর্ণিত আয়াত সমূহ ফরয ছালাতের পর সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দো'আ করা প্রমাণ করে না। তাছাড়া হাত তুলে দো'আ করার প্রমাণে অত্র আয়াতগুলি দলীল হিসাবে পেশ করা শরী'আত বিকৃত করার নামান্তর মাত্র।

হাত তুলে দো'আর প্রমাণে পেশকৃত যঈফ হাদীছ সমূহ

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ بَسَطَ كَفَّيْهِ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِلٰهِىْ وَإِلٰهَ اِبْرَاهِيْمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ وَإِلٰهَ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ اَسْأَلُكَ اَنْ تَسْتَجِيْبَ دَعْوَتِىْ فَاِنِّىْ مُضْطَرٌّ وَتَعْصِمُنِىْ فِىْ دِيْنِىْ فَاِنِّىْ مُبْتَلٰى وَتَنَالُنِىْ بِرَحْمَتِكَ فَاِنِّىْ مُذْنِبٌ وَتُنْفِىْ عَنِّى الْفَقْرَ فَاِنِّىْ مُتَمَسِّكُنَّ إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ لاَ يَرُدَّ بِهِ خَائِبَتَيْنِ –

(১) আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যখন কোন বান্দা প্রত্যেক ছালাতের পর দু'হাত প্রশস্ত করে অতঃপর বলে, হে আমার মা'বূদ এবং ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়া'কূব (আঃ)-এর মা'বূদ এবং জিবরীল, মীকাইল ও ইসরাফীল (আঃ)-এর মা'বূদ! তোমার কাছে আমি চাচ্ছি, তুমি আমার প্রার্থনা কবুল কর। আমি বিপদাগামী, তুমি আমাকে আমার দ্বীনের উপর রক্ষা কর। তুমি আমার উপর রহমত বর্ষণ কর। আমি অপরাধী, তুমি আমার দরিদ্রতা দূর কর। আমি শক্তভাবে তোমাকে গ্রহণ করি। তখন আল্লাহর উপর হক্ব হয়ে যায় তার খালি হাত দু'খানা ফেরত না দেওয়া' (*ইবনুস সুন্নী, 'আমালুল ইয়াউম ওয়াল লাইলে', ৪৯ পৃঃ, হাদীছটি যঈফ। হাদীছটির সনদে আব্দুল আযীয ইবনু আব্দুর রহমান ও খায়ীফ নামে দু'জন দুর্বল রাবী রয়েছে*)।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ خَلِّصِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ وَعَيَّاشَ بْنَ اَبِىْ رَبِيْعَةَ وَ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَضُعْفَةَ الْمُسْلِمِيْنَ الَّذِيْنَ لاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَلاَ يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلاً–

(২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা রাসূল (ছাঃ) সালাম ফিরানোর পর ক্বিবলামুখী হয়ে দু'হাত উঠালেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! ওয়ালীদ ইবনু ওয়ালীদকে পরিত্রাণ দাও। আইয়াশ, ইবনু আবী রবী'আহ, সালাম ইবনু হিশাম এবং দুর্বল মুসলমানদের পরিত্রাণ দাও। যারা কোন কৌশল জানে না। যারা কাফেরদের হাত হ'তে বাঁচার কোন পথ পায় না' (*ইবনু কাছীর, ২য় খণ্ড, সূরা নিসা ৯৭নং আয়াতের আলোচনা দ্রঃ*)। হাদীছটি যঈফ (*তাহযীব, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩২৩*)। আলোচ্য হাদীছে আলী ইবনু যায়েদ ইবনে জাদআন যঈফ রাবী (*তাক্বরীব, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭*)। আলোচ্য হাদীছটি ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত হাদীছের বিরোধী। আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত বুখারীর হাদীছে ছালাতের মধ্যে রূকূর পর দো'আ করার কথা রয়েছে। অথচ

এই দুর্বল হাদীছে সালামের পরের কথা রয়েছে। বুখারীর হাদীছে হাত তোলার কথা নেই। কিন্তু এ হাদীছে হাত তোলার কথা বলা হয়েছে। অথচ ঘটনা একটিই এবং দো‘আ হ’ল দো‘আয়ে কুনূত।

অতএব ছালাতের পর দলবদ্ধভাবে দো‘আর প্রমাণে পেশ করা শরী‘আত বিকৃত করার শামিল।

عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاَةُ مَثْنَى مَثْنَى، تَشَهَّدُ فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَتَضَرَّعْ، وَتَخَشَّعْ، وَتَمَسْكَنْ، ثُمَّ تُقْنِعْ يَدَيْكَ، يَقُوْلُ تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلاً بِبُطُوْنِهِمَا وَجْهَكَ، وَتَقُوْلُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ، فَمَنْ لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهُوَ كَذَا وَفِيْ رِوَايَةٍ فَهُوَ خِدَاجٌ-

(৩) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ছালাত দু’দু’রাক‘আত এবং প্রত্যেক দু’রাক‘আতেই তাশাহহুদ, ভয়, বিনয় ও দীনতার ভাব থাকবে। অতঃপর তুমি ক্বিবলামুখী হয়ে তোমার দু’হাতকে তোমার মুখের সামনে উঠাবে এবং বলবে, হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রতিপালক! যে এরূপ করবে না তার ছালাত অসম্পূর্ণ’ (*তিরমিযী, মিশকাত, পৃঃ ৭৭*)। হাদীছটি যঈফ। আব্দুল্লাহ ইবনু নাফে‘ ইবনিল আময়া যঈফ রাবী (*তাক্বরীব, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫৬*)।

হাদীছে নফল ছালাতের কথা বলা হয়েছে এবং তা এককভাবে।

عَنْ خَلاَّدِ بْنِ السَّائِبِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا دَعَا رَفَعَ رَاحَتَيْهِ اِلَى وَجْهِهِ-

(৪) খাল্লাদ ইবনু সায়েব (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) যখন দো‘আ করতেন, তখন তার দু’হাত মুখের সামনে উঠাতেন’ (*মাযমাউয যাওয়ায়েদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৯*)। হাদীছটি যঈফ। হাফস ইবনু হাশেম ইবনে উতবা যঈফ রাবী (*তাক্বরীব, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৯*)।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَسْتُرُوْا الْجُدُرَ مَنْ نَظَرَ فِىْ كِتَابِ اَخِيْهِ بِغَيْرِ اِذْنِه فَاِنَّمَا يَنْظُرُ فِىْ النَّارِ سَلُوْا اللهَ بِبُطُوْنِ اَكُفِّكُمْ وَلاَ تَسْأَلُوْهُ بِظُهُوْرِهَا فَاِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوْا بِهَا وُجُوْهَكُمْ-

(৫) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা হাতের পেট দ্বারা চাও, পিঠ দ্বারা চেয়ো না। অতঃপর তোমরা যখন দো‘আ শেষ কর, তখন তোমাদের হাত দ্বারা চেহারা মুছে নাও' (*আবুদাঊদ, মিশকাত, পৃঃ ১৯৫*)। হাদীছটি যঈফ (*আউনুল মা‘বূদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬০*)। নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, হাদীছটিতে ছালেহ ইবনু হাসান নামক রাবী যঈফ এবং হাদীছের শেষে চেহারা মুছে নেওয়ার অংশটুকু অপরিচিত। এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি (*সিলসিলা আহাদীছিছ ছহীহাহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৬*)।

প্রকাশ থাকে যে, হাত তুলে দো‘আ করার পর হাত মুখে মোছার প্রমাণে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। বিস্তারিত দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল, ২/১৭৮-১৮২, হা/৪৩৩ ও ৪৩৪-এর আলোচনা, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/২২৫৫-এর টীকা নং ৪।

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْــهِ وَمَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ -

(৬) সায়েব ইবনু ইয়াযীদ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) যখন দো‘আ করতেন তখন দু’হাত উঠাতেন এবং দু’হাত দ্বারা চেহারা মুছে নিতেন' (*আবুদাঊদ, হা/১৪৯২*)। হাদীছটি যঈফ। আলোচ্য হাদীছে আব্দুল্লাহ ইবনু লাহইয়াহ নামক রাবী যঈফ (*আউনুল মা‘বূদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬০; তাক্বরীব, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪৪*)।

اَلْاَسْوَدُ الْعَامِرِى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْفَجْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ اِنْحَرَفَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا-

(৭) আসওয়াদ আমেরী তার পিতা হ’তে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ফজরের ছালাত আদায় করেছি। যখন তিনি সালাম ফিরালেন এবং ঘুরলেন তখন হাত উঠিয়ে দো‘আ করলেন' (*ইবনে আবী শায়বা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৭*)।

প্রকাশ থাকে যে, رفع يديه ودعا ‘রাসূল (ছাঃ) তাঁর দু’হাত উঠালেন এবং দো‘আ করলেন' এ অংশটুকু মূল হাদীছে নেই। মিয়াঁ নাযীর হুসাইন এবং আল্লামা মুবারকপুরী (রহঃ) হয়তোবা তদন্ত না করে তাঁদের কিতাবে লিখেছেন। তাই এখনও যারা বক্তব্য বা লেখনীর মাধ্যমে এ হাদীছ প্রচার করতে চান, তাদেরকে অবশ্যই হাদীছের মূল কিতাব দেখলে পরিত্যাগ করতে হবে। অন্যথা তারা হবেন

নবীর উপর মিথ্যারোপকারী এবং মিথ্যা প্রচারকারী, যাদের পরিণতি ভয়াবহ (*মুসলিম, মিশকাত, হা/১৯৮, ১৯৯*)।

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ يَحْيَى الْاَسْلاَمِىْ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ رَأى رَجُلاً رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُوْ قَبْلَ اَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِه فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِه-

(৮) আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের একজন লোককে ছালাত শেষ হওয়ার পূর্বে হাত তুলে দো'আ করতে দেখলেন। যখন তিনি দো'আ শেষ করলেন, তখন আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের তাকে বললেন, রাসূল (ছাঃ) ছালাত শেষ না করলে হাত তুলে দো'আ করতেন না (*মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৯*)। হাদীছটি যঈফ, মুনকার, ছহীহ হাদীছের বিরোধী। ছহীহ হাদীছে ছালাতের মধ্যে রুকূর পর কুনূতে নাযেলা পড়ার সময় হাত তোলার কথা আছে *(আহমাদ, তাবারানী, সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল, ২/১৮১, হা/৮৩৮-এর আলোচনা দ্রঃ)*। তবে ছালাতের পর হাত তোলার কোন ছহীহ হাদীছ নেই।

عَنْ اَبِىْ نُعَيْمٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ الزُّبَيْرِ يَدْعُوَانِ يُدِيْرَانِ بِالرَّاحَتَيْنِ عَلَى الْوَجْهِ-

(৯) 'আবু নুঈম (রাঃ) বলেন, আমি ইবনু ওমর ও ইবনু যুবায়ের (রাঃ)-কে তাদের দু'হাতের তালু মুখের সামনে করে দো'আ করতে দেখেছি' *(আদাবুল মুফরাদ, তাহক্বীক্ব হা/৬০৯, পৃঃ ২০৮, 'দো'আয় হাত তোলা' অনুচ্ছেদ)*। অত্র হাদীছে মুহাম্মাদ ইবনু ফোলাইহ এবং তার পিতা দু'জন যঈফ রাবী (*আদাবুল মুফরাদ, পৃঃ ২০৮*)।

(১০) আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, 'যখন আদম সন্তানের কোন দল একত্রিত হয়ে কেউ কেউ দো'আ করে, আর অন্যরা আমীন বলে। আল্লাহ তাদের দো'আ কবুল করেন' (*মুস্তাদরাক হাকেম, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯০*)। হাদীছটি যঈফ। ইবনু লাহইয়াহ নামে রাবী দুর্বল *(তাক্বরীবুত তাহযীব, পৃঃ ৩১৯, রাবী নং ৩৫৬৩)*।

(১১) একদা আলী হাজরামী ছাহাবী লোকদের নিয়ে ছালাত আদায় করেন। ছালাত শেষে হাটু গেড়ে বসেন, লোকেরাও হাটু গেড়ে বসে। তিনি হাত তুলে দো'আ করেন এবং লোকেরা তার সাথে ছিল (*আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ, ৩য় জিলদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৩২*)। এ ঘটনা ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত। কাজেই তা দলীল যোগ্য নয়।

প্রকাশ থাকে যে, হাদীছের সনদ থাকা সত্ত্বেও কোন রাবী যঈফ হ'লে তার হাদীছ গ্রহণ করা হয় না। আর ইতিহাসের তো কোন সনদ থাকে না। তাহ'লে তা দলীলযোগ্য হয় কি করে? এ বিবরণকে হাদীছ বললে ছাহাবীর উপর মিথ্যা আরোপ করা হবে।

(১২) হুসাইন ইবনু ওয়াহওয়াহ হ'তে বর্ণিত, ত্বালহা ইবনু বারায়া মৃত্যুবরণ করলে তাকে রাতে দাফন করা হয়। সকালে রাসূল (ছাঃ)-কে সংবাদ দেওয়া হ'লে রাসূল (ছাঃ) এসে কবরের পার্শ্বে দাঁড়ান, লোকেরা তাঁর সাথে সারিবদ্ধ হয়। অতঃপর তিনি দু'হাত তোলেন এবং বলেন, হে আল্লাহ! ত্বালহা তোমার উপর সন্তুষ্ট ছিল, তুমি তার উপর রহমত বর্ষণ কর' (*তাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ*)। প্রকাশ থাকে যে, হাদীছটি যঈফ, মুনকার ও ছহীহ হাদীছের বিরোধী। ছহীহ হাদীছে কবরের পাশে জানাযা পড়ার কথা রয়েছে। মূল গ্রন্থে হাত তোলার কথা নেই (*বুখারী, ১ম খণ্ড, 'জানাযা' অধ্যায়*)।

(১৩) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন তুমি আল্লাহর নিকটে দো'আ করবে, তখন তোমার দু'হাতের পেট দ্বারা কর। দু'হাতের পিঠ দ্বারা দো'আ কর না। অতঃপর যখন দো'আ শেষ করবে তখন দু'হাত দ্বারা চেহারা মুছে নাও (*ইবনু মাজাহ, পৃঃ ৮৩*)। হাদীছটি যঈফ। উল্লেখ্য যে, মুখে হাত মোছার প্রমাণে কোন ছহীহ হাদীছ নেই।

(১৪) জাবের ইবনু আবদিল্লাহ (রাঃ) বলেন, তোফায়েল (রাঃ)-এর গোত্রের জনৈক ব্যক্তি তার সাথে হিজরত করেন এবং অসুস্থ হয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে সে তার কাঁধের রগ কেটে ফেলে এবং মৃত্যুবরণ করে। তোফায়েল (রাঃ) একদা স্বপ্নে তাকে জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহ আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? তিনি বললেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট হিজরত করার কারণে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তোফায়েল (রাঃ) বললেন, আপনার দু'হাতের খবর কী? তিনি বললেন, আমাকে বলা হয়েছে, তুমি যে অংশ নিজে নষ্ট করেছ, তা আমি কখনো ঠিক করব না। এ স্বপ্ন তোফায়েল (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি তার জন্য দু'হাত তুলে ক্ষমা চাইলেন *(আদাবুল মুফরাদ, ২/৭০ পৃঃ)।* হাদীছটি যঈফ *(ছহীহ আদাবুল মুফরাদ হা/৬১৪, পৃঃ ২১০)।*

আনাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে দু'হাতের পেট ও পিঠ দ্বারা দো'আ করতে দেখেছি (*আবুদাঊদ*)। হাদীছ যঈফ (*আউনুল মা'বূদ, পৃঃ ২৫২*)।

প্রিয় পাঠক! উপরোক্ত যঈফ হাদীছ সমূহের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে বুঝা যায় যে, কোন কোন সময় ছালাতের পর এককভাবে হাত তুলে দো‘আ করা যায়। কিন্তু যঈফ হওয়ার কারণে হাদীছগুলি রাসূল (ছাঃ)-এর কি-না, তা স্পষ্ট নয়। সেকারণ এর উপর আমল করা থেকে বিরত থাকা যরূরী। মাওলানা আব্দুর রহীম বলেন, কেবলমাত্র ছহীহ হাদীছ ব্যতীত অন্য কোন হাদীছ গ্রহণ করা যাবে না। এ কথায় হাদীছের সকল ইমাম একমত ও দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ (*হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃঃ ৪৪৫*)।

সিরিয়ার মুজাদ্দেদ আল্লামা জামালুদ্দীন কাসেমী বলেন, ইমাম বুখারী, মুসলিম, ইয়াহইয়া, ইবনু মুঈন, ইবনুল আরাবী, ইবনু হাযম ও ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, ফযীলত কিংবা আহকাম কোন ব্যাপারেই যঈফ হাদীছ আমলযোগ্য নয় (*ক্বাওয়াইদুত তাওহীদ, পৃঃ ৯৫*)।

ফরয ছালাতের পরে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দো‘আ সম্বন্ধে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আলেমগণের অভিমত

(১) আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-কে ফরয ছালাতের পর ইমাম-মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে দো‘আ করা জায়েয কি-না জিজ্ঞেস করা হ’লে তিনি বলেন,

أَمَّا دُعَاءُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُوْمِيْنَ جَمِيْعًا عَقِيْبَ الصَّلاَةِ فَهُوَ بِدْعَةٌ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ إِنَّمَا كَانَ دُعَائُهُ فِيْ صُلْبِ الصَّلاَةِ فَإِنَّ الْمُصَلِّى يُنَاجِيْ رَبَّهُ فَإِذَا دَعَا حَالَ مُنَاجَاتِه لَهُ كَانَ مُنَاسِبٌ-

‘ছালাতের পর ইমাম-মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে দো‘আ করা বিদ‘আত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে এরূপ দো‘আ ছিল না। বরং তাঁর দো‘আ ছিল ছালাতের মধ্যে। কারণ (ছালাতের মধ্যে) মুছল্লী স্বীয় প্রতিপালকের সাথে নীরবে কথা বলে। আর নীরবে কথা বলার সময় দো‘আ করা যথাযথ’ (*মাজমূ‘আ ফাতাওয়া ২২/৫১৯ পৃঃ*)।

(২) শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) বলেন,

الدُّعَاءُ جَهْرًا عَقْبَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالسُّنَنِ وَالرَّوَاتِبِ اَوِ الدُّعَاءُ بَعْدَهَا عَلَى الْهَيْئَةِ الْإِجْتِمَاعِيَةِ عَلَى سَبِيْلِ الدَّوَامِ بِدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ لِأَنَّهُ لاَ يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ عَنْ اَصْحَابِهِ وَمَنْ دَعَا عَقْبَ الْفَرَائِضِ أَوْ سُنَنِهَا الرَّاتِبَةِ عَلَى الْهَيْئَةِ الْإِجْتِمَاعِيَةِ فَهُوَ مُخَالِفٌ فِيْ ذَلِكَ لِأَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ.

‘পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাত ও নফল ছালাতের পর দলবদ্ধভাবে দো‘আ করা স্পষ্ট বিদ‘আত। কারণ এরূপ দো‘আ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে এবং তাঁর ছাহাবীদের যুগে ছিল না। যে ব্যক্তি ফরয ছালাতের পর অথবা নফল ছালাতের পর দলবদ্ধভাবে দো‘আ করে, সে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের বিরোধিতা করে’ *(হাইয়াতু কিবারিল ওলামা ১/২৪৪ পৃঃ)।*

لاَ نَعْلَمُ سُنَّةً فِىْ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ قَوْلِهِ وَلاَ مِنْ فِعْلِهِ وَلاَ مِنْ تَقْرِيْرِهِ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِاتِّبَاعِ هَدِيهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَدْيُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ هَذَا الْبَابِ الثَّابِتِ بِالْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى مَا كَانَ يَفْعَلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ السَّلاَمِ وَقَدْ جَرَى خُلَفَائُهُ وَصَحَابَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ التَّابِعُوْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَمَنْ اَحْدَثَ خِلاَفَ هَدِى الرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرْدُوْدٌ عَلَيْهِ قَالَ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ، فَالْإِمَامُ الَّذِيْ يَدْعُوْ بَعْدَ السَّلاَمِ وَيُؤَمِّنُ الْمَأْمُوْنَ عَلَى دُعَائِهِ وَالْكُلُّ رَافِعٌ يَدَهُ يُطَالِبُ بِالدَّلِيْلِ الْمُثْبِتِ لِعَمَلِهِ وَإِلاَّ فَهُوَ مَرْدُوْدٌ عَلَيْهِ.

‘ইমাম-মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে দো‘আ করার প্রমাণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে, কথা, কর্ম ও অনুমোদনগত (কাওলী, ফে‘লী ও তাক্বরীরী) কোন হাদীছ সম্পর্কে আমরা অবগত নই। আর একমাত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শের অনুসরণেই রয়েছে সমস্ত কল্যাণ। ছালাত আদায়ের পর ইমাম-মুক্তাদীর দো‘আ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ সুস্পষ্ট আছে, যা তিনি সালামের পর পালন করতেন। চার খলীফাসহ ছাহাবীগণ এবং তাবেঈগণ যথাযথভাবে তাঁর আদর্শ অনুসরণ করেছেন। অতঃপর যে ব্যক্তি তাঁর আদর্শের বিরোধিতা করবে, তাঁর আমল পরিত্যাজ্য হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি আমার নির্দেশ ব্যতীত কোন আমল করবে তা পরিত্যাজ্য। কাজেই যে ইমাম হাত তুলে দো‘আ করবেন এবং মুক্তাদীগণ হাত তুলে আমীন আমীন বলবেন তাদের নিকটে এ সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য দলীল চাওয়া

হবে। অন্যথা (তারা দলীল দেখাতে ব্যর্থ হ'লে) তা পরিত্যাজ্য' *(হাইয়াতু কিবারিল ওলামা ১/২৫৭ পৃঃ)*।

আমার জানা মতে, ফরয ছালাতের পর হাত তুলে দো'আ করা না রাসূল (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত, না ছাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত। ফরয ছালাতের পর যারা হাত তুলে দো'আ করে, তাদের এ কাজ সুস্পষ্ট বিদ'আত। এর কোন ভিত্তি নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমার এ দ্বীনে কেউ নতুন কিছু আবিষ্কার করলে, তা পরিত্যাজ্য' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ২৭)।* রাসূল (ছাঃ) বলেন, কেউ যদি কোন আমল করে আর তাতে আমার কোন নির্দেশ না থাকে, তবে তা পরিত্যাজ্য' *(বুখারী, পৃঃ ১০৯২; হাইয়াতু কিবারিল ওলামা, পৃঃ ৩৩৭)*।

(৩) বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আলেম আল্লামা নাছেরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, দো'আয়ে কুনূতে হাত তোলার পর মুখে হাত মোছা বিদ'আত। ছালাতের পরেও ঠিক নয়। এ সম্পর্কে যত হাদীছ রয়েছে, এর সবগুলিই যঈফ। আমি এ বিষয়ে বিস্ত ারিত আলোচনা করেছি যঈফ আবুদাঊদে। এজন্য ইমাম আযদুদ্দীন বলেন, ছালাতের পর হাত তুলে দো'আ করা মূর্খদের কাজ (*ছিফাতু ছালাতিন নবী (ছাঃ), পৃঃ ১৪১*)।

(৪) শায়খ ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, ছালাতের পর দলবদ্ধভাবে দো'আ করা এমন বিদ'আত, যার প্রমাণ রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ থেকে নেই। মুছল্লীদের জন্য বিধান হচ্ছে প্রত্যেক মানুষ ব্যক্তিগতভাবে যিকির করবে (*ফাতাওয়া ওছায়মীন, পৃঃ ১২০*)।

(৫) আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহঃ) বলেন, ফরয ছালাতের পর হাত তুলে দো'আ করা ব্যতীত অনেক দো'আই রয়েছে (*উরফুস সাযী, পৃঃ ৯৫*)।

(৬) আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (রহঃ) বলেন, বর্তমান সমাজে প্রচলিত যে প্রথা, ইমাম সালাম ফিরানোর পর হাত উঠিয়ে দো'আ করেন এবং মুক্তাদীগণ আমীন আমীন বলে, এ প্রথা রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে ছিল না (*ফৎওয়ায়ে আব্দুল হাই, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০০*)।

(৭) আল্লামা ইউসুফ বিন নূরী বলেন, অনেক স্থানেই এ প্রথা চালু হয়ে গেছে যে, ফরয ছালাতের সালাম ফিরানোর পর সম্মিলিত ভাবে হাত উঠিয়ে মুনাজাত করা, যা রাসূল (ছাঃ) হ'তে প্রমাণিত নয় (*মা'আরেফুস সুনান, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৭*)।

(৮) আল্লামা আবুল কাসেম নানুতুবী (রহঃ) বলেন, ফরয ছালাতে সালাম ফিরানোর পর ইমাম-মুক্তাদী সম্মিলিত ভাবে মুনাজাত করা নিকৃষ্টতম বিদ'আত (*এমাদুদ্দীন, পৃঃ ৩৯৭*)।

(৯) আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) (৬৯১-৮৫৬হিঃ) বলেন, নিঃসন্দেহ এ প্রথা অর্থাৎ ইমাম সালাম ফিরিয়ে পশ্চিম মুখী হয়ে অথবা মুক্তাদীগণের দিকে ফিরে মুক্তাদীগণকে নিয়ে মুনাজাত করা কখনও রাসূল (ছাঃ)-এর তরীকা নয়। এ সম্পর্কে একটিও ছহীহ অথবা দুর্বল হাদীছও নেই (*যাদুল মা'আদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৬*)।

(১০) আল্লামা মাজদুদ্দীন ফিরোযাবাদী (রহঃ) বলেন, ফরয ছালাতের সালাম ফিরানোর পর ইমামগণ যে সম্মিলিত মুনাজাত করেন, তা কখনও রাসূল (ছাঃ) করেননি এবং এ সম্পর্কে কোন হাদীছ পাওয়া যায়নি (*ছিফরুস সা'আদাত, পৃঃ ২০*)।

(১১) আল্লামা শাত্বেবী (রহঃ) (৭০০ খ্রীঃ) বলেন, শেষ কথা হ'ল এই যে, ফরয ছালাতের পর সর্বদা সম্মিলিতভাবে মুনাজাত রাসূল (ছাঃ) নিজেও করেননি, করার আদেশও দেননি। এমনকি তিনি এটা সমর্থন করেছেন, এধরনেরও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না (*আল-ই'তেছাম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫২*)।

(১২) আল্লামা ইবনুল হাজ মাক্কী বলেন, এ কথা নিঃসন্দেহে যে, রাসূল (ছাঃ) ফরয ছালাতের সালাম ফিরানোর পর হাত উঠিয়ে দো'আ করেছেন এবং মুক্তাদীগণ আমীন আমীন বলেছেন, এরূপ কখনো দেখা যায়নি। চার খলীফা থেকেও এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাই এ ধরনের কাজ, যা রাসূল (ছাঃ) করেননি, তাঁর ছাহাবীগণ করেননি, নিঃসন্দেহ তা না করাই উত্তম এবং করা বিদ'আত (*মাদখাল, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৮৩*)।

(১৩) আল্লামা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) বলেন, ফরয ছালাতের পর ইমাম ছাহেব দো'আ করবেন এবং মুক্তাদীগণ আমীন আমীন বলবেন, এ সম্পর্কে ইমাম আরফাহ এবং ইমাম গাবরহিনী বলেন, এ দো'আকে ছালাতের সুন্নাত অথবা মুস্ত াহাব মনে করা না জায়েয (*এস্তেহবাবুদ দাওয়াহ, পৃঃ ৮*)।

(১৪) আল্লামা মুফতী মোহাম্মদ শফী (রহঃ) বলেন, বর্তমানে অনেক মসজিদের ইমামদের অভ্যাস হয়ে গেছে যে, কিছু আরবী দো'আ মুখস্থ করে নিয়ে ছালাত শেষ করেই (দু'হাত উঠিয়ে) ঐ মুখস্থ দো'আগুলি পড়েন। কিন্তু যাচাই করে দেখলে দেখা যাবে যে, এ দো'আগুলির সারমর্ম তাদের অনেকেই বলতে পারে না। আর ইমামগণ বলতে পারলেও এটা নিশ্চিত যে, অনেক মুক্তাদী এ সমস্ত দো'আর অর্থ মোটেই বুঝে না। কিন্তু না জেনে, না বুঝে আমীন, আমীন বলতে থাকে। এ সমস্ত তামাশার সারমর্ম হচ্ছে কিছু শব্দ পাঠ করা মাত্র। প্রার্থনার যে রূপ বা প্রকৃতি, তা পাওয়া যায় না (*মা'আরেফুল কুরআন, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫৭৭*)।

তিনি আরো বলেন, রাসূল (ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈনে এযাম হ'তে এবং শরী'আতের চার মাযহাবের ইমামগণ হ'তে ছালাতের পরে এ ধরনের

মুনাজাতের প্রমাণ পাওয়া যায় না। সার কথা হ'ল এ প্রথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রদর্শিত পন্থা এবং রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের সুন্নাতের পরিপন্থী (*আহকামে দো'আ, পৃঃ ১৩*)।

(১৫) মুফতী আযম ফয়যুল্লাহ হাটহাজারী বলেন, ফরয ছালাতের পর দো'আর চারটি নিয়ম আছে। (১) মাঝে মাঝে একা একা হাত উঠানো ব্যতীত হাদীছের উল্লেখিত মাসনূন দো'আ সমূহ পড়া। নিঃসন্দেহে এটা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। (২) মাঝে মাঝে একা একা হাত উঠিয়ে দো'আ করা। এটা কোন ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। তবে কিছু যঈফ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। (৩) ইমাম ও মুক্তাদীগণ সম্মিলিত ভাবে দো'আ করা। এটা না কোন ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত, না কোন যঈফ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। (৪) ফরয ছালাতের পর সর্বদা দলবদ্ধভাবে হাত উঠিয়ে প্রার্থনা করার কোন প্রমাণ উজ্জ্বল শরী'আতে নেই। না ছাহাবী ও তাবেঈদের আমল দ্বারা প্রমাণিত, না হাদীছ সমূহ দ্বারা ছহীহ হৌক অথবা যঈফ হৌক অথবা জাল হঊক। আর না ফিক্বহ এর কিতাবের কোন পাতায় লিখা আছে। এ দো'আ অবশ্যই বিদ'আত (*আহকামে দো'আ ২১ পৃঃ*)।

(১৬) পাকিস্তানের বিখ্যাত মুফতী আল্লামা রশীদ আহমাদ বলেন, রাসূল (ছাঃ) প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত পাঁচবার প্রকাশ্যে জামা'আত সহকারে পড়লেন। যদি রাসূল (ছাঃ) কখনো সম্মিলিতভাবে মুক্তাদীগণকে নিয়ে মুনাজাত করতেন তাহ'লে নিশ্চয়ই একজন ছাহাবী হ'লেও তা বর্ণনা করতেন। কিন্তু এতগুলি হাদীছের মধ্যে একটি হাদীছও এ মুনাজাত সম্পর্কে পাওয়া যায়নি। তারপর কিছুক্ষণের জন্য মুস্ত াহাব মানলেও বর্তমানে যেরূপ গুরুত্ব দিয়ে করা হচ্ছে, তা নিঃসন্দেহে বিদ'আত (*ইহছানুল ফাতাওয়া, ৩ খণ্ড, পৃঃ ৬৮*)।

(১৭) জামা'আতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা মওদূদী বলেন, এতে সন্দেহ নেই যে, বর্তমানে জামা'আতে ছালাত আদায় করার পর ইমাম ও মুক্তাদীগণ মিলে যে নিয়মে দো'আ করেন, এ নিয়ম রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় প্রচলিত ছিল না। একারণে বহু সংখ্যক আলেম এ নিয়মকে বিদ'আত বলে আখ্যায়িত করেছেন (*রাসাইল ও মাসাইল, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৫*)।

(১৮) মাসিক মঈনুল ইসলাম পত্রিকার উত্তর : জামা'আতে ফরয ছালাতান্তে ইমাম মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা বিদ'আত ও মাকরূহে তাহরীমি। কেননা ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈনদের কেউ যে কাজ শরী'আত মনে করে

আমল করেছেন এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তা নিশ্চয়ই মাকরূহ ও বিদ'আত (*মাসিক মুঈনুল ইসলাম, সফর সংখ্যা ১৪১৩ হিঃ*)।

প্রকাশ থাকে যে, কোন কোন আলেম ফরয ছালাতান্তে হাত উঠিয়ে দো'আ করার প্রমাণে কিছু পুস্তক লিখলেও প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি বিতর্কিত নয়। সিদ্ধান্ত হীনতার ফলে অথবা স্বার্থান্বেষী হয়ে বিষয়টিকে বিতর্কিত করা হচ্ছে। কারণ এ কথা সর্বজন বিদিত যে, রাসূল (ছাঃ), ছাহাবী ও তাবেঈগণ ইমাম-মুক্তাদী মিলে হাত উঠিয়ে দো'আ করেননি এবং পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ করেননি এবং বর্তমানেও করেন না। কাজেই উজ্জ্বল শরী'আতে এটি স্পষ্ট বিদ'আত।

যে সকল স্থানে হাত তুলে দো'আ করা যায়

(১) বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য :

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর যামানায় এক বছর দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। একদা নবী করীম (ছাঃ) খুৎবা প্রদানকালে জনৈক বেদুঈন উঠে দাঁড়াল এবং আরয করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! বৃষ্টি না হওয়ার কারণে সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, পরিবার-পরিজন অনাহারে মরছে। আপনি আমাদের জন্য দো'আ করুন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তোলন পূর্বক দো'আ করলেন। সে সময় আকাশে কোন মেঘ ছিল না। (রাবী বলেন,) আল্লাহর কসম করে বলছি, তিনি হাত না নামাতেই পাহাড়ের মত মেঘের খণ্ড এসে একত্র হয়ে গেল এবং তাঁর মিম্বর থেকে নামার সাথে সাথেই ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছিল। আমাদের ওখানে সেদিন বৃষ্টি হ'ল। তারপর ক্রমাগত পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত বৃষ্টি হ'তে থাকল। অতঃপর পরবর্তী জুম'আর দিনে সে বেদুঈন অথবা অন্য কেউ উঠে দাঁড়াল এবং বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! অতি বৃষ্টিতে আমাদের বাড়ী-ঘর ভেঙ্গে পড়ে যাচ্ছে, ফসল ডুবে যাচ্ছে। অতএব আপনি আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের জন্য দো'আ করুন। তখন তিনি দু'হাত তুললেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহ! আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বৃষ্টি দাও, আমাদের এখানে নয়। এ সময়ে তিনি স্বীয় অঙ্গুলি দ্বারা মেঘের দিকে ইশারা করেছিলেন। ফলে সেখান থেকে মেঘ কেটে যাচ্ছিল' (*বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৭*)।

(২) আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা জুম'আর দিন জনৈক বেদুঈন আরবী রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! (বৃষ্টির অভাবে) গৃহপালিত পশুগুলি মারা যাচ্ছে। মানুষ খতম হয়ে যাচ্ছে। তখন রাসূল (ছাঃ) দো'আর জন্য দু'হাত উঠালেন। আর লোকেরাও রাসূল

(ছাঃ)-এর সাথে হাত উঠাল। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বেই বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। এমনকি পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত বৃষ্টি বর্ষিত হ'তে থাকল। তখন একটি লোক রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! রাস্তা-ঘাট অচল হয়ে গেল' (*বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪০*)।

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمْعَةٍ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْـــوَ دَارِ القَـــضَاءِ وَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمًا ثُـــمَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلَكَتِ الْاَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللهَ يُغِثْنَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا-

(৩) আনাস (রাঃ) বলেন, কোন এক জুম'আয় কোন এক ব্যক্তি দারুল কোযার দিক হ'তে মসজিদে প্রবেশ করল, এমতাবস্থায় যে, রাসূল (ছাঃ) তখন খুৎবা দিচ্ছিলেন। লোকটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাৎ)! সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল এবং রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে গেল। আপনি আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করুন, আল্লাহ আমাদেরকে বৃষ্টি দান করবেন। আনাস (রাঃ) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তোলন করত প্রার্থনা করলেন, 'হে আল্লাহ! আমাদের বৃষ্টি দান করুন! হে আল্লাহ! আমাদের বৃষ্টি দান করুন!' (*বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৭; মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৩-২৯৪*)।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى بِظَهْرِ كَفَّيْـــهِ إِلَـــى السَّمَاءِ-

(৪) আনাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে হস্তদ্বয়ের পিঠ আকাশের দিকে করে পানি চাইতে দেখেছি (*মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৯৮ 'ইস্তিস্কা' অনুচ্ছেদ)*।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِي الاِسْتِسْقَاءِ وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ-

(৫) আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বৃষ্টি প্রার্থনা ব্যতীত অন্য কোথাও হাত তুলতেন না। আর হাত এত পরিমাণ উঠাতেন যে, তার বগলের শুভ্র অংশ দেখা যেত (*বুখারী ১/১৪০ পৃঃ, হা/১০৩১; মিশকাত হা/১৪৯৯*)। প্রকাশ থাকে যে, হাত তুলে

দো'আ করার অনেক হাদীছ আছে, তবে পানি চাওয়ার জন্য যেভাবে তোলা হয় সেভাবে নয়।

(৬) বৃষ্টি বন্ধের জন্য :

عَنْ اَنَسٍ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذلِكَ الْبَابِ فِى الْجُمْعَةِ الْمُقْبَلَةِ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلَكَتِ الْاَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللهَ يُمْسِكُهَا عَنَّا قَالَ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاٰكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُوْنِ الْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ-

আনাস (রাঃ) বলেন, পরবর্তী জুম'আয় ঐ দরজা দিয়েই জনৈক ব্যক্তি প্রবেশ করল রাসূল (ছাঃ)-এর দাঁড়িয়ে খুৎবা দান রত অবস্থায়। অতঃপর লোকটি রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল এবং রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে গেল। আপনি আল্লাহ্র নিকট দো'আ করুন, আল্লাহ বৃষ্টি বন্ধ করে দিবেন। রাবী আনাস (রাঃ) বলেন, তখন রাসূল (ছাঃ) স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তোলন পূর্বক বললেন, 'হে আল্লাহ! আমাদের নিকট থেকে বৃষ্টি সরিয়ে নিন, আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় দিন, আমাদের উপর নয়। হে আল্লাহ! অনাবাদী জমিতে, উচু জমিতে, উপত্যকায় এবং ঘন বৃক্ষের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন' (*বুখারী, ১ম খণ্ড, ১৩৭ পৃঃ; মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৩-২৯৪*)।

(৭) চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের সময় :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ بَيْنَ اَنَا اَرْمِىْ بِاَسْهَمِىْ فِىْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَنَبَذْتُهُنَّ وَقُلْتُ لَاَنْظُرَنَّ مَا يَحْدُثُ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ انْكِسَافِ الشَّمْسِ الْيَوْمَ فَانْتَهَيْتُ اِلَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يَدْعُوْا وَيُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ وَيُهَلِّلُ حَتَّى جَلَّ عَنِ الشَّمْسِ فَقَرَأَ سُوْرَتَيْنِ وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ-

আব্দুর রহমান ইবনু সামুরাহ (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় তীর নিক্ষেপ করছিলাম। হঠাৎ দেখি সূর্যগ্রহণ লেগেছে। আমি তীরগুলি নিক্ষেপ করলাম এবং বললাম, আজ সূর্যগ্রহণে রাসূল (ছাঃ)-এর অবস্থান লক্ষ্য

করব। অতঃপর আমি তাঁর নিকট পৌঁছলাম। তিনি তখন দু'হাত উঠিয়ে প্রার্থনা করছিলেন এবং তিনি আল্লাহু আকবার, আল-হামদুলিল্লাহ, লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ বলছিলেন। শেষ পর্যন্ত সূর্য প্রকাশ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি দু'টি সূরা পড়লেন এবং দু'রাক‘আত ছালাত আদায় করলেন' (*মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৯*)।

(৮) উম্মতের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর দো‘আ :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلاَ قَوْلَ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمَ رَبِّ إِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ وَقَوْلُ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ، وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ أُمَّتِىْ اَللّٰهُمَّ أُمَّتِىْ اَللّٰهُمَّ أُمَّتِىْ وَبَكَى فَقَالَ اللهُ إِذْهَبْ يَا جِبْرِيْلُ إِلَى مُحَمَّدٍ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ وَسَلْهُ مَا يُبْكِيْكَ فَاَتَاهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ فَقَالَ اللهُ إِذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ لَهُ اَنَا سَنَرْضِيْكَ فِىْ اُمَّتِكَ وَلاَ نَسُؤُكَ-

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনে আছ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) সূরা ইবরাহীমের ৩৫নং আয়াত পাঠ করে দু'হাত উঠিয়ে বলেন, আমার উম্মত, আমার উম্মত এবং কাঁদতে থাকেন। তখন আল্লাহ তা‘আলা বলেন, হে জিবরীল! তুমি মুহাম্মাদের নিকট যাও এবং জিজ্ঞেস কর, কেন তিনি কাঁদেন। অতঃপর জিবরীল তার নিকটে আগমন করে কাঁদার কারণ জানতে চাইলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে কাঁদার কারণ বললেন, যা আল্লাহ তা‘আলা অবগত। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা জিবরীলকে বললেন, যাও, মুহাম্মাদকে বল যে, আমি তার উপর এবং তার উম্মতের উপর সন্তুষ্ট আছি। আমি তার কোন অকল্যাণ করব না' (*মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৩*)।

(৯) কবর যিয়ারতের সময় :

قَالَتْ عَائِشَةُ اَلاَ أُحَدِّثُكُمْ عَنِّىْ وَعَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُلْنَا بَلَى قَالَتْ لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِىْ اَلَّتِىْ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِيْهَا عِنْدِىْ إِنْقَلَبَ فَوَضَعَ رِدَائَهُ وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَبَسَطَ طَرْفَ اِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ فَاضْطَجَعَ فَلَمْ يَلْبَثْ اِلاَّ رَيْثَمَا ظَنَّ اَنْ قَدْ رَقَدْتُ فَاَخَذَ رِدَائَهُ رُوَيْدًا وَانْتَعَلَ رُوَيْدًا وَفَتَحَ الْبَابَ

فَخَرَجَ فَاجَافَهُ رُوَيْدًا فَجَعَلْتُ دِرْعِيْ فِيْ رَأْسِيْ وَاخْتَمَرْتُ وَتَقَنَّعْتُ إِزَارِيْ ثُمَّ انْطَلَقْتُ عَلَى اِثْرِهِ حَتَّى جَاءَ الْبَقِيْعَ فَقَامَ فَاطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ–

(৯) আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাতে রাসূল (ছাঃ) আমার নিকটে ছিলেন। রাতে শোয়ার সময় চাদর রাখলেন এবং জুতা খুলে পায়ের নীচে রেখে শুয়ে পড়লেন। তিনি অল্প সময় এ খেয়ালে থাকলেন যে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। অতঃপর ধীরে চাদর ও জুতা নিলেন এবং ধীরে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লেন এবং দরজা বন্ধ করে দিলেন। তখন আমিও কাপড় পরে চাদর মাথায় দিয়ে তাঁর পিছনে চললাম। তিনি 'বাক্বীউল গারক্বাদে' (জান্নাতুল বাক্বী) পৌঁছলেন এবং দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন। অতঃপর তিনবার হাত উঠিয়ে প্রার্থনা করলেন' (*মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃঃ* ৩১৩)।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَرْسَلْتُ بَرِيْرَةَ أَثَرَهُ لِتَنْظُرِيْنَ اَيْنَ يَذْهَبُ فَسَلَكَ نَحْوَ الْبَقِيْعِ الْغَرْقَدِ فَوَقَفَ فِيْ اَدْنَى الْبَقِيْعِ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَرَجَعَتْ بَرِيْرَةُ فَاَخْبَرَتْنِيْ فَلَمَّا اَصْبَحْتُ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَيْنَ خَرَجْتَ اللَّيْلَةَ قَالَ بَعَثْتُ اِلَى اَهْلِ الْبَقِيْعِ لِاُصَلِّى عَلَيْهِمْ–

(১০) আয়েশা (রাঃ) বলেন, কোন এক রাতে রাসূল (ছাঃ) বের হ'লেন, আমি বারিরা (রাঃ)-কে পাঠালাম, তাঁকে দেখার জন্য যে, তিনি কোথায় যান। তিনি বাকীউল গারক্বাদে গেলেন এবং পার্শ্বে দাঁড়ালেন। অতঃপর হাত তুলে দো'আ করলেন। তারপর ফিরে আসলেন। বারিরাও ফিরে আসলো এবং আমাকে খবর দিল। আমি সকালে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি গত রাতে কোথায় গিয়েছিলেন? তিনি বললেন, বাক্বীউল গারক্বাদে গিয়েছিলাম, কবর বাসীর জন্য দো'আ করতে (*ইমাম বুখারী, রাফ'উল ইয়াদায়েন, পৃঃ ১৭, হাদীছ ছহীহ*)।

(১১) কারো জন্য ক্ষমা চাওয়ার লক্ষ্যে হাত তুলে দো'আ :

عَنْ اَبِيْ مُوْسَى قَالَ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ اَبِيْ عَامِرٍ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيْرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ–

আউতাসের যুদ্ধে আবু আমেরকে তীর লাগলে আবু আমের স্বীয় ভাতিজা আবু মূসার মাধ্যমে বলে পাঠান যে, আপনি আমার পক্ষ থেকে রাসূল (ছাঃ)-কে সালাম পৌঁছে দিবেন এবং ক্ষমা চাইতে বলবেন। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) পানি নিয়ে ডাকলেন এবং ওযূ করলেন। অতঃপর হাত তুলে প্রার্থনা করলেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহ! উবাইদ ও আবু আমেরকে ক্ষমা করে দাও। (রাবী বলেন) এসময়ে আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখলাম। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ! ক্বিয়ামতের দিন তুমি তাকে তোমার সৃষ্টি মানুষের অনেকের ঊর্ধ্বে করে দিও' (*বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৪৪*)।

(১২) হজ্জে পাথর নিক্ষেপের সময় :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَرْمِى الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلَى اِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسْهِلَ فَيَقُوْمُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيْلاً فَيَدْعُوْ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِىْ الْجَمْرَةَ الْوُسْطى كَذالِكَ فَيَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ وَيَقُوْمُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَقُوْمُ طَوِيْلاً وَيَدْعُوْ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُوْمُ طَوِيْلاً ثُمَّ يَرْمِىْ جَمْرَةَ ذَاتِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِى وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُوْلُ هكَذَا رَأَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ-

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) নিকটবর্তী জামারায় সাতটি করে পাথর খণ্ড নিক্ষেপ করতেন এবং প্রতিটি পাথর নিক্ষেপের সাথে তাকবীর বলতেন। তারপর তিনি অগ্রসর হয়ে নরম ভূমিতে নামতেন এবং ক্বিবলামুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে দো'আ করতেন। শেষে বলতেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে এভাবেই করতে দেখেছি' (*বুখারী, ১ম খণ্ড পৃঃ ২৩৬*)।

(১৩) যুদ্ধক্ষেত্রে :

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْمُشْرِكِيْنَ وَهُمْ اَلْفٌ وَاَصْحَابُهُ ثَلاَثُمِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً فَاسْتَقْبَلَ نَبِىُّ اللهِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ اَللّٰهُمَّ اَنْجِزْلِىْ مَا وَعَدْتَنِىْ اَللّٰهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِىْ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ اِنْ تُهْلِكْ هذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ اَهْلِ الْاِسْلاَمِ لاَ تُعْبَدُ فِى الْاَرْضِ فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ مَادًّ يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ فَاَتَاهُ اَبُوْ بَكْرٍ

فَاَخَذَ رِدَائَهُ فَاَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ الْتَزَمَه مِنْ وَرَائِه وَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ فَاِنَّهُ سَيَجْزِيْ لَكَ مَا وَعَدْتَ-

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের দিকে লক্ষ্য করে দেখলেন, তাদের সংখ্যা এক হাযার। আর তাঁর সাথীদের সংখ্যা মাত্র তিনশত তের জন। তখন তিনি ক্বিবলামুখী হয়ে দু'হাত উঠিয়ে দো'আ করতে লাগলেন। এ সময়ে তিনি বলছিলেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সাহায্য করার ওয়া'দা করেছ। হে আল্লাহ! তুমি যদি এই জামা'আতকে আজ ধ্বংস করে দাও, তাহ'লে এই যমীনে তোমাকে ডাকার মত আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। এভাবে তিনি উভয় হাত তুলে ক্বিবলামুখী হয়ে প্রার্থনা করতে থাকলেন। এ সময় তাঁর কাঁধ হ'তে চাদরখানা পড়ে গেল। আবু বকর (রাঃ) তখন চাদরখানা কাঁধে তুলে দিয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আপনার প্রতিপালক প্রার্থনা কবুলে যথেষ্ট, নিশ্চয়ই তিনি আপনার সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করবেন' (*মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৩, হা/১৭৬৩, 'জিহাদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৮*)।

(১৪) কোন গোত্রের জন্য দো'আ করা :

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَدِمَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرِو الدَّوْسِيْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَاَبَتْ فَادْعُ اللهَ عَلَيْهَا فَاسْتَقْبَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يَدْعُوْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ! اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা আবু তুফাইল রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে গিয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল (ছাঃ)! দাউস গোত্র অবাধ্য ও অবশীভূত হয়ে গেছে, আপনি তাদের জন্য আল্লাহর কাছে বদ দো'আ করুন। তখন রাসূল (ছাঃ) ক্বিবলামুখী হ'লেন এবং দু'হাত তুলে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি দাওস গোত্রকে হেদায়াত দান কর এবং তাদেরকে সঠিক পথে নিয়ে আস। অথচ মানুষেরা মনে করেছিল যে, তিনি তাদের বিরুদ্ধে বদ দো'আ করেছেন' (*বুখারী, মুসলিম, ছাহীহ আল-আদাবুল মুফরাদ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭০, সনদ ছহীহ*)।

(১৫) বায়তুল্লাহ দেখে :

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ مَكَّةَ فَاَقْبَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ اَتَى الصَّفَا فَعَلَاهُ حَيْثُ يَنْظُرُ اِلَى الْبَيْتِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَذْكُرُ اللهَ مَا شَاءَ اَنْ يَذْكُرَهُ وَيَدْعُوْهُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রসূল (ছাঃ) মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং পাথরের নিকট এসে পাথর চুম্বন করলেন। অতঃপর বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন এবং ছাফা পাহাড়ে এসে তার উপর উঠলেন। অতঃপর তিনি বায়তুল্লাহর প্রতি লক্ষ্য করলেন এবং দু'হাত উত্তোলন পূর্বক আল্লাহকে ইচ্ছামত স্মরণ করতে লাগলেন এবং প্রার্থনা করতে লাগলেন (*আবুদাঊদ, হা/১৮৭১ সনদ ছহীহ*)।

(১৬) কুনূতে নাযেলার সময় :

আবু ওসামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) কুনূতে নাযেলায় হাত তুলে দো'আ করেছিলেন *(ইমাম বুখারী, রাফ'উল ইয়াদায়েন, সনদ ছহীহ)।*

(১৭) খালিদ (রাঃ)-এর অপসন্দনীয় কর্মের কারণে হাত তুলে দো'আ :

عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اِلَى بَنِيْ جُذَيْمَةَ فَدَعَاهُمْ اِلَى الْاِسْلَامِ فَلَمْ يُحْسِنُوْا اَنْ يَقُوْلُوْا اَسْلَمْنَا فَجَعَلُوْا يَقُوْلُوْنَ صَبَأْنَا صَبَأْنَا فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ وَيَاسِرُ وَدَفَعَ اِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا اَسِيْرَهُ حَتَّى اِذَا كَانَ يَوْمٌ اَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا اَسِيْرَهُ فَقُلْتُ وَاللهِ لَا اَقْتُلُ اَسِيْرِىْ وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِىْ اَسِيْرَهُ حَتَّى قَدِمْنَا اِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا لَهُ فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ أَبْرَأُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ-

সালেমের পিতা বলেন, নবী করীম (ছাঃ) খালেদ ইবনু ওয়ালীদকে বনী জুযাইমার বিরুদ্ধে এক অভিযানে পাঠালেন। খালেদ তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তারা এ দাওয়াত গ্রহণ করে নিল। কিন্তু 'ইসলাম গ্রহণ করেছি' না বলে তারা বলতে লাগল, 'আমরা নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করেছি' 'আমরা নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করেছি'। কিন্তু খালেদ তাদেরকে কতল ও বন্দী করতে লাগলেন। আর বন্দীদেরকে আমাদের প্রত্যেকের হাতে সমর্পণ করতে থাকলেন। একদিন খালেদ আমাদের প্রত্যেকে স্ব স্ব বন্দী হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। আমি বললাম, আল্লাহর

কসম! আমি নিজের বন্দীকে হত্যা করব না এবং আমার সাথীদের কেউই তার বন্দীকে হত্যা করবে না। অবশেষে আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর খেদমতে হাযির হ'লাম। তাঁর কাছে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করলাম। তখন নবী করীম (ছাঃ) স্বীয় হস্ত উত্তোলন পূর্বক প্রার্থনা করলেন, 'হে আল্লাহ! খালেদ যা করেছে তার দায় থেকে আমি মুক্ত। এ কথা তিনি দু'বার বললেন' (*বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬২২*)।

(১৮) ছাদাক্বা আদায়কারীর ভুল মন্তব্য শুনে হাত তুলে দো'আ :

عَنْ اَبِىْ حُمَيْدِ السَّاعِدِىْ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِسْتَعْمَلَ عَامِلاً فَجَائَهُ الْعَامِلُ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِه فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا اُهْدِىْ لِىْ فَقَالَ لَهُ اَفَلاَ قَعَدْتَ فِىْ بَيْتِ اَبِيْكَ وَاُمِّكَ فَنَظَرْتُ اَيُهْدَى لَكَ اَمْ لاَ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلاَةِ فَتَشَهَّدَ وَاَثْنَىْ عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَاتِيْنَا فَيَقُوْلُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا اُهْدِىَ لِىْ، اَفَلاَ قَعَدَ فِىْ بَيْتِ اَبِيْهِ وَاُمِّهِ فَنُظِرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ اَمْ لاَ فَوَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهْ لاَ يَغُلُّ اَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا اِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِه اِنْ كَانَ بَعِيْرًا جَاءَ بِه لَهُ رُغَاءٌ وَاِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهُ خُوَارُ وَاِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرُ فَقَدْ بَلَّغْتُ فَقَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ ثُمَّ رَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ حَتَّى اِنَّا لَنَنْظُرَ اِلَى عُفْرَةِ اِبِطَيْهِ-

আবু হুমায়েদ সায়েদী (রাঃ) বলেন, একবার নবী করীম (ছাঃ) ইবনু লুত্বিইয়াহ নামক 'আসাদ' গোত্রের জনৈক ব্যক্তিতে যাকাত আদায়ের জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করলেন। তখন সে যাকাত নিয়ে মদীনায় ফিরে এসে বলল, এই অংশ আপনাদের প্রাপ্য যাকাত, আর এই অংশ আমাকে হাদিয়া স্বরূপ দেওয়া হয়েছে। এ কথা শুনে নবী করীম (ছাঃ) ভাষণ দানের জন্য দাঁড়ালেন এবং প্রথমে আল্লাহর গুণগান বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেন, আমি তোমাদের কোন ব্যক্তিকে সে সকল কাজের কোন একটির জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করি, যে সকল কাজের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা আমার উপর সমর্পণ করেছেন। অতঃপর তোমাদের সে ব্যক্তি এসে বলে যে, এটা আপনাদের প্রাপ্য যাকাত, আর এটা আমাকে হাদিয়া স্বরূপ দেওয়া হয়েছে। সে কেন তার পিতা-মাতার ঘরে বসে থাকল না? দেখা যেত কে তাকে হাদিয়া দিয়ে যায়? আল্লাহর কসম! যে ব্যক্তি এর কোন কিছু গ্রহণ করবে, সে নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের দিন তা আপন ঘাড়ে বহন করে হাযির হবে। যদি আত্মসাৎকৃত বস্তু উট

হয়, উটের ন্যায় 'চি চি' করবে। যদি গরু হয়, তবে 'হাম্বা হাম্বা' করবে। আর যদি ছাগল-ভেড়া হয়, তবে 'ম্যা ম্যা' করবে। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) স্বীয় হস্তদ্বয় উঠালেন, যাতে আমরা তাঁর বগলের শুভ্রতা প্রত্যক্ষ করলাম। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ ! নিশ্চয়ই তোমার নির্দেশ পৌঁছে দিলাম। হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি পৌঁছে দিলাম' (*বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৩; ঐ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৮২, ১০৬৪*)।

(১৯) মুসাফির বিপদের সম্মুখীন হয়ে হাত তুলে দো'আ :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلرَّجُلُ يُطِيْلُ السَّفَرَ اَشْعَثَ اَكْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَ غُذِّىَ بِالْحَرَامِ فَاَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) বৈধ খাদ্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এক ব্যক্তির দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন, যে দূর-দূরান্ত সফর করে চলেছে। তার মাথার চুল এলোমেলো, শরীরে ধুলাবালি। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি দু'হাত আকাশের দিকে উঠিয়ে কাতর কণ্ঠে 'হে প্রভু' 'হে প্রভু' বলে ডাকে। কিন্তু তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরণের পোষাক হারাম এবং তার আহারের ব্যবস্থা করা হয় হারাম দ্বারা, তার দো'আ কি কবুল হ'তে পারে?' (*মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ২৪১*)।

(২০) ইবরাহীম (আঃ) তাঁর সন্তান ও স্ত্রীকে নির্জন ভূমিতে রেখে যাওয়ার সময় হাত তুলে পঠিত দো'আ :

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ... فَانْطَلَقَ اِبْرَاهِيْمُ حَتَّى اِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ حَيْثُ لاَ يَرَوْنَهُ إِسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الْبَيْتَ ثُمَّ دَعَا بِهَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ رَبِّ اِنِّىْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّاتِىْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِىْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ-

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, যখন ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় স্ত্রী ও পুত্রকে রেখে ফিরে আসেন এং গিরিপথের বাঁকে এসে পৌঁছেন, যেখান থেকে স্ত্রী ও পুত্র তাঁকে দেখতে পাচ্ছিল না, তখন তিনি কা'বা ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন এবং দু'হাত তুলে দো'আ করলেন যে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার পবিত্র ঘরের নিকটে এমন এক ময়দানে আমার স্ত্রী ও পুত্রকে রেখে যাচ্ছি, যা শস্যের অনুপযোগী এবং জনশূন্য মরুভূমি। হে প্রভু! এ উদ্দেশ্যে যে, তারা ছালাত কায়েম করবে। অতএব

তুমি লোকদের মনকে এ দিকে আকৃষ্ট করে দাও এবং প্রচুর ফল ফলাদি দ্বারা এদের রিযিকের ব্যবস্থা করে দাও। তারা যেন তোমার শুকরিয়া আদায় করতে পারে’ (*বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৭৫*)।

(২১) মুমিনকে কষ্ট বা গালি দেওয়ার প্রতিকারে হাত তুলে দো‘আ :

عَنْ عَائِشَةَ زَعَمَ اَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهَا اَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْ رَافِعًا يَدَيْهِ يَقُوْلُ إِنَّمَا اَنَا بَشرٌ فَلاَ تُعَاقِبْنِى أَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَذَّيْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ فِيْهِ -

আয়েশা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে হাত তুলে দো‘আ করতে দেখেন। তিনি দো‘আয় বলছিলেন, নিশ্চয়ই আমি মানুষ। কোন মুমিনকে গালি বা কষ্ট দিয়ে থাকলে তুমি আমাকে শাস্তি প্রদান কর না’ (*আদাবুল মুফরাদ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭০, সনদ ছহীহ*)।

হাত তুলে দো‘আ করার অন্যান্য ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْ هكَذَا بِبَاطِنِ كَفَّيْهِ وَظَاهِرِهِمَا-

(২২) আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ) দু’হাতের পেটের এবং পিঠের দিকে দো‘আ করতে দেখেছি (*আবুদাঊদ, হা/১৪৮, সনদ ছহীহ*)।

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وتَعَالَى حَيْىٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِيْ مِنْ عَبْدِهِ اِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا.

(২৩) সালমান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক মঙ্গলময়, উচ্চ লজ্জাশীল। তাঁর বান্দা যখন হাত উঠিয়ে তাঁর নিকট চায়, তখন তিনি খালি হাতে ফেরত দিতে লজ্জাবোধ করেন’ (*আবুদাঊদ, হা/১৪৮৮, সনদ ছহীহ*)।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَلْمَسْأَلَةُ اَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ حَذْوَ مَنْكِبَيْكَ اَوْ نَحْوَهُمَا وَالْاِسْتِغْفَارُ اَنْ تُشِيْرَ بِاِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ وَالْاِبْتِهَالُ اَنْ تَمُدَّ يَدَيْكَ جَمِيْعًا-

(২৪) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, চাওয়ার নিয়ম হচ্ছে- তুমি তোমার দু’হাতকে কাঁধ পর্যন্ত অথবা কাঁধের কাছাকাছি উঠাবে। আর ক্ষমা প্রার্থনার (নিয়ম) হচ্ছে

তুমি তোমার অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করবে। আর বিনীতভাবে চাওয়ার নিয়ম হচ্ছে, তুমি তোমার হাত পূর্ণ প্রসারিত করবে (*আবুদাঊদ, হা/১৪৮৯, সনদ ছহীহ*)।

عَنْ مَالك بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوْهُ بِبُطُوْنِ اَكُفِّكُمْ وَلاَ تَسْأَلُوْهُ بِظُهُوْرِهَا-

(২৫) মালেক ইবনু ইয়াসার (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমরা আল্লাহর নিকট চাইবে, তখন তোমাদের হাতের পেটের মাধ্যমে চাইবে, হাতের পিঠের মাধ্যমে চেয়ো না' (*আবুদাঊদ, হা/১৪৮৬, সনদ ছহীহ*)।

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ رَاَيْتُ إِمْرَأَةَ الْوَلِيْدِ جَاءَتْ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُوْ اِلَيْهِ زَوْجَهَا ... فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِالْوَلِيْدِ -

(২৬) আলী (রাঃ) বলেন, আমি ওয়ালীদের স্ত্রীকে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসতে দেখলাম এবং তার স্বামীর ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট অভিযোগ পেশ করতে দেখলাম। তখন রাসূল (ছাঃ) তাঁর হাত উঠালেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহ! ওয়ালীদকে দেখার দায়িত্ব আপনার উপরই রয়েছে' (*ইমাম বুখারী, রাফ'উল ইয়াদায়েন, পৃঃ ১৭*)।

عَنْ عُثْمَانَ قَالَ كُنَّا نَحْنُ وَعُمَرُ يَؤُمُّ النَّاسَ ثُمَّ يَقْنُتُ بِنَا عِنْدَ الرُّكُوْعِ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّى يَبْدُوَ كَفَّيْهِ وَيُخْرِجَ ضَبْعَيْهِ-

(২৭) ওছমান (রাঃ) বলেন, একবার আমরা এক জায়গায় অবস্থান করছিলাম, আর ওমর (রাঃ) লোকদের ইমামতি করছিলেন। তিনি আমাদের সাথে নিয়ে রুকূর সময় তাঁর দু'হাত উঠিয়ে কুনূত করছিলেন, তাঁর দু'হাত ও দু'বগল প্রকাশ হয়ে পড়েছিল (*রাফ'উল ইয়াদায়েন, পৃঃ ১৮, হাদীছ ছহীহ*)।

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوْسًا يَقُوْلُ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَأَشَارَ لِيْ عَمْرٌو فَنَصَبَ يَدَيْهِ جِدًّا فِيْ السَّمَاءِ فَجَالَتِ النَّاقَةُ فَأَمْسَكَهَا بِاِحْدَى يَدَيْهِ وَالْأُخْرَى قَائِمَةٌ فِيْ السَّمَاءِ-

(২৮) আমর ইবনু দীনার বলেন যে, তিনি তাউস (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূল (ছাঃ) একদা এক সম্প্রদায়ের উপর বদ দো'আ করার সময় হাত তুলে দো'আ করলেন। আমর ইবনু দীনার আকাশের দিকে হাত বেশী উঠিয়ে আমাকে

দেখালেন, ফলে উটটি লাফালাফি করতে লাগল। তখন তিনি এক হাত দিয়ে তার উটনি ধরলেন এবং অপর হাত আকাশের দিকে উঠিয়ে রাখলেন’ (*মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৭, সনদ ছহীহ*)।

عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ اَنَّهُ شَكَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلضِّيْقَ فِـــىْ مَــسْكَنِهِ فَقَالَ اِرْفَعْ يَدَيْكَ اِلَى السَّمَاءِ وَسَلِ اللهُ السَّعَةَ –

(২৯) খালিদ ইবনু ওয়ালীদ (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট তার বাড়ীর সংকীর্ণতার অভিযোগ করলেন, তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, ‘তুমি তোমার দু’হাত আকাশের দিকে উঠাও এবং আল্লাহর নিকট প্রশস্ততা চাও’ (*মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৯*)।

عن عائشة قَالَتْ رَاَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُوْ لِعُثْمَانَ–

(৩০) আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূল (ছাঃ)-কে তাঁর দু’হাত তুলে ওছমান (রাঃ)-এর জন্য দো‘আ করতে দেখলাম (*ফাৎহুল বারী, ১১শ খণ্ড, ১৪২ পৃঃ; রাফ‘উল ইয়াদায়েন*)।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَلْحَدِيْثُ الطَّوِيْلُ فِيْ فَتْحِ مَكَّةَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَ جَعَلَ يَدْعُوْ–

(৩১) আবু হুরায়রা (রাঃ) মক্কা বিজয়ের লম্বা হাদীছ বর্ণনা করেন এবং বলেন, রাসূল (ছাঃ) তাঁর দু’হাত উঠালেন এবং দো‘আ করতে লাগলেন (*ফাৎহুল বারী, ১১ খণ্ড, পৃঃ ১৪২, ‘রাফ‘উল ইয়াদায়েন’ অধ্যায়, সনদ ছহীহ*)।

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ كُنْتُ رَدِيْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُوْ فَمَالَتْ بِهِ نَاقَتُهُ فَسَقَطَ خِطَامُهَا فَتَنَاوَلَ الْخِطَامَ بِاِحْدَى يَدَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَهُ الْاُخْرَى–

(৩২) আত্বা (রাঃ) বলেন, ওসামা ইবনু যায়েদ (রাঃ) বলেছেন, আমি আরাফার মাঠে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে একই আরোহীতে ছিলাম। রাসূল (ছাঃ) তাঁর দু’হাত তুলে দো‘আ করলেন, তখন উটনী রাসূল (ছাঃ)-কে নিয়ে একদিকে সরে গেল এবং উটনীর লাগাম হাত থেকে পড়ে গেল। রাসূল (ছাঃ) তাঁর এক হাত দ্বারা লাগাম ধরে থাকলেন এবং অপর হাত উঠিয়ে রাখলেন (*ছহীহ নাসাঈ, হা/৩০১১*)।

عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ذَكَرَ الْحَدِيْثَ ثُمَّ رَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْــهِ وَ هُوَ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ صَلٰوتُكَ وَرَحْمَتُكَ عَلى آلِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ–

(৩৩) ক্বায়েস ইবনু সা‘আদ বর্ণনা করেন যে, রাসূল (ছাঃ) তাঁর দু’হাত উঠালেন এবং বললেন, ‘হে আল্লাহ! আপনার দয়া ও রহমত সা‘আদ ইবনু ওবাদার পরিবারের উপর অবতীর্ণ হৌক’ (*আবুদাঊদ, ফাৎহুল বারী, ১১শ খণ্ড, পৃঃ ১৪২, হাদীছ ছহীহ*)।

সম্মানিত পাঠকগণ! আলোচ্য অধ্যায়ে হাত তুলে দো‘আ করার প্রমাণে ছহীহ-যঈফ মিলে সর্বমোট ৪৭টি হাদীছ পেশ করা হ’ল, যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হাত তুলে দো‘আ করার বিধান শরী‘আতে রয়েছে। তবে এ দো‘আ করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিয়ম-পদ্ধতির এক চুলও ব্যতিক্রম করা যাবে না। কেননা দো‘আও ইবাদতেরই অংশ বিশেষ। অতএব দো‘আর ক্ষেত্র ও পদ্ধতি ঠিক রেখে হাত তুলে দো‘আ করা যাবে। অন্যথা এর ব্যতিক্রম ঘটলে বিদ‘আতে পরিণত হবে (*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭*)।

আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সকলকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!!

লেখকের অন্যান্য বই

১. আদর্শ পরিবার।

২. কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত।

৩. কে বড় লাভবান।

৪. বক্তা ও শ্রোতার পরিচয়।

৫. আদর্শ নারী।

৬. মরণ একদিন আসবেই।

৭. তাফসীর কি মিথ্যা হতে পারে?

৮. তাওযীহুল কুরআন (৩০তম পারা)।

প্রাপ্তিস্থান

- মাসিক আত-তাহরীক
  নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
- তাওহীদ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স
  ৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন
  বংশাল, ঢাকা।
- আল-আমীন জামে মসজিদ
  মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
- বেরাইদ পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ
  বেরাইদ, ঢাকা।
- জালি বাগান হাফিযিয়া মাদরাসা
  রহনপুর, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।
- পিটিআই আহলেহাদীছ জামে মসজিদ
  চাঁপাই নবাবগঞ্জ।